

য়্যানিম্যাল ফার্ম

জর্জ অরওয়েল

অনুবাদক ঃ
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য



মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দুই টাকা—

BENGALI TRANSLATION OF

ANIMAL FARM

BY

GEORGE ORWELL

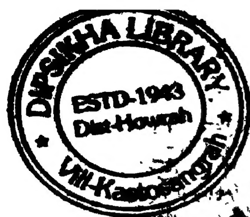
Original Title in English Published

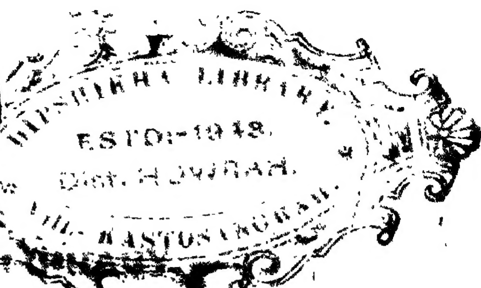
BY

HARCOURT, BRACE AND COMPANY, NEWYORK



মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত।





'ম্যানর ফার্ম'-এর শ্রীযুক্ত জোন্‌স্‌ রাতের মত মুরগীঘরগুলোয় তালা দিয়ে দিলেন। নেশার মাত্রাটা তাঁর এতই চড়ে গিয়েছিল যে, খুপ্‌রীর ফোকরগুলো ঢাকা দেওয়ার কথাটা আদৌ মনে পড়ল না। টল্‌তে টল্‌তে তিনি বারান্দা দিয়ে চল্‌লেন, হাতের লণ্ঠনটি এপাশ-ওপাশ দুল্‌ছে, দুলুনীর ঝোঁকে লণ্ঠনের আলো নাচ্‌ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। জোন্‌স্‌ খিড়কির দরজার পাশে জুতো-জোড়া পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোনো রকমে রান্নাঘরের পিপে থেকে শেষপাত্র বীয়ার ঢেলে নিয়ে বিছানার সন্ধানে এগুলেন। এদিকে তখন বিছানাতে জোন্‌স্‌-গৃহিণী নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছেন।

শোবার ঘরের আলো নিভে যেতে না যেতেই খামার-বাড়িময় একটা ঝটাপটি হুড়োহুড়ির সাড়া পড়ে গেল। আসলে হয়েছে কি, সারা দিন ধরেই আজ রটেছে যে বুড়োমাতব্বর মেজর বরাহ কাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন। বুড়ো শূয়োরটার দেহের ঠিক মাঝবরাবর দুধ-শাদা রং, ইনি পুরস্কার পেয়েছিলেন পশুপ্রদর্শনীতে। এহেন বুড়ো মাতব্বরের ইচ্ছে যে, সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা অন্যান্য পশুবর্গকে আজই রাতে নিজে বল্‌বেন। তাই স্থির হয়েছিল যে, শ্রীযুক্ত জোন্‌স্‌ নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে চলে গেলে পরই রাত্রিবেলা বড় গোলাবাড়ির প্রাঙ্গনে সবাই জমায়েৎ হবে। বুড়ো মেজর (পশুরা সব তাঁকে এই-নামেই ডাকে, যদিচ প্রদর্শনীতে দেখাবার সময় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'উইলিংডন

বিউটি') এই কৃষিভবনে এতই সম্মানার্হ যে তাঁর বক্তব্য শোনবার জন্য ঘণ্টাখানেক রাতের ঘুম নষ্ট করতে সবাই খুব রাজি।

বড় গোলাবাড়ির একান্তে, মঞ্চের মত উঁচু খড়ের গাদায়, বুড়ো মেজর জমিয়ে বসেছেন আগেভাগে। ঠিক তাঁর মাথার ওপর কড়িকাঠে ঝুলোনো একটি লণ্ঠন জ্বলছে। মেজরের বয়স বছর বারো, ইদানীং তিনি একটু মুটিয়েছেন, তবে এখনও তাঁকে রীতিমত সৌন্দর্য-মহিমাভূষিত জোয়ান শূকরের মতই দেখায়, চেহারায় তাঁর বুদ্ধি আর ঔদার্যের ছাপ সুস্পষ্ট। যদিচ তাঁর সামনের বড় দাঁত দুটো এখনও বেরোয়নি—তাতে কিছু এসে যায় না।

অল্প কালের মধ্যেই আর আর জানোয়ারেরা এসে জমতে শুরু করল এবং যে যার নিজের সুবিধেমত ভঙ্গীতে আরামে জমিয়ে বসতে লাগ্‌ল। সর্বাগ্রে এল ব্লুবেল, জেসি আর পিচার—তিন কুকুর, তারপর হাজির হল শূয়রের দল, তারা দখল করল মঞ্চের সম্মুখের খড়ের গাদাটুকু; মুরগীর পাল জানলার মাথায় চড়ে বসল, আর পায়রারা ডানার ঝাপট মেরে একেবারে বর্গার ওপর উঠে গেল, ভেড়া আর গরুর দল শূয়রদের পিছনে বসে বসে জাবর কাট্‌তে লাগ্‌ল। গাড়িটানা দুই ঘোড়া বক্সার আর ক্লোভার দু'জনে একসঙ্গে প্রবেশ করল ধীর মন্থর গতিতে, তারা খুব হুঁশিয়ার ভাবে তাদের লোমশ চওড়া ক্ষুরের থাবা ফেলে—কী জানি যদি খড়ের তলায় আনাচে কানাচে কোনো ক্ষুদে জানোয়ার লুকিয়ে থাকে—ভারী ক্ষুরের চাপেই মরবে। ক্লোভারের চেহারা মধ্য-বয়সী মায়ের মত, চতুর্থ সন্তান প্রসবের পর আর সে আগেকার তরুণী ঘোটকীর চেহারা ফিরে পায় নি। আর বক্সার হচ্ছে সা-জোয়ান জানোয়ার, আঠারো বিঘৎ উঁচু, গায়ের জোরের কথা যদি বলেন ত বল্‌ব সাধারণ যে-কোনো

দুটো ঘোড়ার সমান শক্তি সে একাই ধারণ করে। বক্সারের নাকের নীচে এক ছিটে শাদা দাগ থাকাতে তাকে কেমন বোকা-বোকা দেখায়, অবিশ্যি সে যে পয়লা নম্বরের চালাক তাও নয়, তবে হ্যাঁ তার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বিপুল কর্মক্ষমতার জন্য সবাই তাকে বেশ সম্ভ্রমের চোখেই দেখে থাকে। অশ্বদ্বয়ের পর এল শাদা ছাগল মুরিয়েল আর গর্দভপ্রবর বেঞ্জামিন।

কৃষিভবনের প্রবীণতম জানোয়ার এই বেঞ্জামিন সবচেয়ে বদমেজাজী। সে মোটেই কথা বলে না, শুধু তিক্তবিদ্বিষ্ট মন্তব্য প্রকাশের জন্য কখন-সখনও মুখ খোলে। এই যেমন ধরুন না, সে হয়ত বল্‌লে যে, মাছি তাড়াবার জন্যেই ভগবান তার দেহে লেজ জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার মাছিতেও দরকার নেই—লেজেতেও না! কৃষিভবনের পশুসমাজের মধ্যে সে-ই একমাত্র প্রাণী যে নাকি জীবনে কখনও ফিক্ করেও হাসে নি। কেন সে হাসে না, এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, হাসবার মত তেমন কিছু সে ভ্যাখে নি। সে কথা যাক, বেঞ্জামিন হচ্ছে বক্সারের ভক্ত। অবিশ্যি সে কথা কখনও মুখে স্বীকার করে না। তবে তারা দু'জনে রবিবার দিন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে, ফলবাগানের পিছনে আস্তাবলের ছোট্ট মাঠে পাশাপাশি চরে, ঘাস খায়, যদিও একটি কথাও কখনও কেউ উচ্চারণ করে না।

ঘোড়া দুটি গুছিয়ে বস্‌তে না বস্‌তে এক ঝাঁক হাঁসের বাচ্ছা সারিবেঁধে গোলাবাড়িতে ঢুকল, হালে ওদের মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। ওরা মৃদু গুঞ্জন করতে করতে এপাশ-ওপাশ ঘুরে নিরাপদে বসবার জায়গা খুঁজছে—যেখানে বস্‌লে আর কেউ মাড়িয়ে দিতে পারবে না। এমন ঠাঁই চাই ওদের। ক্লোভার তার লম্বা সাম্‌নের পা দুটো দিয়ে খানিকটা

জায়গা ঘিরে ফেল্‌ল—ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে সেই খাঁজে এসে আশ্রয় নিলে, যেন পাঁচিলের বেষ্টনীর আড়ালে বস্‌তে পেল ওরা। আর সেখানে বসেই কচি বাচ্ছাগুলো টুক্‌ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ মুহূর্তে হাজির হ'ল বোকা মলি, শাদা ফুট্‌ফুটে বাহারী চেহারার মাদি ঘোড়া। খুবসুরৎ চালে এক ঢেলা চিনি খেতে খেতে ও এসে সাম্‌নের দিকে বসল। মলি জোন্‌স্‌ সাহেবের নিজস্ব ঘোড়া। সভাতে বসেই মলি খুব কায়দা করে ঘাড়ের ধবধবে লোমগুলো এধার-ওধারে ঘোরাতে লাগ্‌ল—সকলের নজর গিয়ে পড়ুক ওর গলার লাল-টুক্‌টুকে ফিতের দিকে, ও তাই চায়। সর্বশেষে এল বেড়াল, এসেই আপন স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসমত চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে সে দেখে নিল সবচেয়ে গরম আশ্রয়টা কোথায়—পরিশেষে, ক্লোভার আর বক্সারের দেহের অন্তর্বর্তী খাঁজে কোনো রকমে নিজেকে গুঁজে দিয়ে খুশি মনে ঘর্‌র্‌-ঘর্‌র্‌ করতে লাগল পরম আরামে। বুড়ো মেজর কি বল্‌ছে-না-বল্‌ছে সেদিকে ও কানই দিল না।

আর সব জানোয়ারই এসে গেছে, কেবল বাদ রয়েছে মোজেস, সে হচ্ছে পোষা দাঁড়কাক, সে ঘুমোচ্ছে খিড়কীদরজার পিছনের এক দাঁড়ে।

মেজর দেখ্‌লেন, সবাই বেশ জুত্‌ হয়ে বসে গিয়েছে এবং সাগ্রহে তাঁর কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছে। এবার তিনি গলাটা ঝেড়ে পরিস্কার করে নিয়ে, শুরু করলেন :

'কমরেডগণ, তোমরা নিশ্চয় ইতিমধ্যেই শুনেছ যে, কাল রাতে আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু সে কথা পরে হবে, তার আগে আমার অন্য একটি বক্তব্য রয়েছে। আমার মনে হয় না যে আমি আর খুব বেশিদিন তোমাদের মধ্যে থাকব, অতএব মরবার আগে, আমার

জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় তোমাদের হাতে তুলে দেওয়াটা বড় কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে চিন্তা করবার মত প্রচুর অবসর পেয়েছি কারণ আমার আস্তাবলে আমি একাই থাকি। আমি মনে করি যে, পার্থিব জীবনের গুহ্যতত্ত্ব তথা এই জীবজগতে বর্তমানে যত প্রাণী বসবাস করে তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে, একথা আমি বল্‌তে পারি। এই সম্পর্কেই তোমাদের দু-চার কথা বল্‌তে চাই।

'এখন কথা হচ্ছে, কমরেডগণ, আমাদের জীবনের ধরনটা কিরকম? সোজাসুজি বল্‌তে গেলে, আমাদের আয়ু অল্প, প্রচণ্ড খাটুনী, দুর্দশার অন্ত নেই। আমরা জন্মালাম, তারপর আমাদের জন্যে যে খাদ্য বরাদ্দ হয় তাতে কোনোরকমে ধড়ের সঙ্গে প্রাণটুকু ধুক্‌-ধুক্‌ ক'রে টিকে থাকতে পারে। সেই আহার্যের জোরে যারা বেঁচে থাকে তাদের জোর ক'রে খাটিয়ে নেওয়া হয়। আর যে মুহূর্তে আমরা অকেজো হয়ে পড়ি সেই মুহূর্তে নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের হত্যা করা হয়। কী ভয়ঙ্কর কথা! ইংলণ্ডের কোনো পশু জানে না আনন্দ মানে কী, অবসর বল্‌তে কি বোঝায়—জন্মের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে জীবনের সব কিছু সুখ ঘুচে যায়। ইংলণ্ডের কোনো পশু স্বাধীন নয়। পশুর জীবন মানেই দাসত্ব আর দুর্দশা: এই হচ্ছে খাঁটি কথা।

'কিন্তু তাই বলে কি, এটা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে পড়ে? আমাদের এই দেশ কি এতই দীন, অনুর্বর যে এখানকার বাসিন্দাদের স্বচ্ছল ভাবে ভরণপোষণ করতে পারে না? না, তা নয় কমরেডগণ, হাজারবার বল্‌তে পারো সে ধারণা ভুল। ইংলণ্ডের মাটি উর্বর, আব্‌হাওয়া চমৎকার, এখন এদেশে যত জানোয়ার রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাণীকে অঢেল পরিমাণে খাওয়াবার হিম্মৎ এই দেশের জমির আছে।

আমাদের এই একটি আবাদ থেকেই অনায়াসে এক ডজন ঘোড়া, এক কুড়ি গরু, কত শত ভেড়া প্রতিপালিত হতে পারে—সকলে তোফা আরামে থাকতে পারে, রীতিমত মর্যাদা বজায় রেখেই থাকতে পারে, যা আমরা এখন কল্পনাই করতে পারি না। তবে কেন আমাদের এই দুর্দশা পোয়াতে হচ্ছে? তার কারণ, আমাদের মেহনতের প্রায় সবটুকু ফসলই মানুষ আমাদের কাছ থেকে চুরি ক'রে নিচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের সকল সমস্যার মূল, বুঝলে বন্ধুসকল। একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সবটুকু নিহিত রয়েছে। সেই শব্দটি—মানুষ। আমাদের সত্যিকার শত্রু—একমাত্র শত্রু—মানুষ। ওই মানুষকে এখান থেকে হটিয়ে দাও, দেখবে আমাদের অনাহারের কষ্ট, অনাহারের কারণ, হাড়ভাঙা খাটুনী সব কিছু ঘুচে যাবে, চিরকালের মত ঘুচ্‌বে।

'এই মানুষই একমাত্র জীব যে নাকি কিছু উৎপাদন না ক'রে স্রেফ খরচ করে, ভোগ করে। দ্যাখো সে দুধ দেয় না, সে ডিম পাড়ে না, তার গায়ে এতটুকু জোর নেই যে লাঙল টান্‌বে, এমন কি একটু ছুটে যে একটা খরগোস ধরবে তেমন জোরেও দৌড়তে পারে না মানুষ। অথচ সে হচ্ছে সকল পশুকুলের হর্তাকর্তা। মানুষ তাদের খাটিয়ে নেয়, আর তার বদলে কি দেয়, না, খেতে দেয়, মানে পিত্তিরক্ষের মত খাওয়া। আর বাদবাকী সবটুকু মানুষ আত্মসাৎ করে। আমাদের মেহনতে জমি চাষ হ'ল, আমাদের নাদের সারে উর্বর হ'ল অথচ আমাদের নিজের ব'ল্‌তে এই গায়ের চামড়াটুকু ছাড়া কিছু নেই। আমার সামনে যে সব গরু বসে আছ দেখছি, আচ্ছা বলতো, গত এক বছরে তোমরা কত হাজার গ্যালন দুধ দিয়েছ? আর সেই বিপুল পরিমাণ দুধ কোথায় গেল—যে দুধ দিয়ে তোমাদের বাছুরগুলো তেজালো হয়ে উঠতে

পারত ? জানো, সেই দুধের প্রতিটি ফোঁটা আমাদের ওই শত্রুরা গিলেছে ? আর এই যে মুরগীর পাল, তোমরা এক বছরে কত ডিম পেড়েছ ? সেই ডিম থেকে তা দিয়ে ক'টা বাচ্ছা ফোটাতে পেরেছ ? সব ত হাটে চলে গিয়েছে ? কেন ; না, ওই জোন্‌স্ আর তার লোকদের টাকা চাই—ডিম বেচে দেয় ওরা টাকার জন্যে, বুঝলে ! এই যে ক্লোভার, বল্‌তে পারো কি, তুমি যে চার-চারটে বাচ্ছা পেটে ধরেছিলে তারা আজ কোথায় ? তোমার এই বুড়ো বয়সে যারা বল ভরসা, যাদের নিয়ে সাধ আহ্লাদে কাটাতে পারতে—তাদের কিনা এক বছর বয়স হতে না হতে বেচে দিয়েছে। জীবনে কখনও আর তাদের মুখ দেখতে পাবে না। তোমার চারবারের গর্ভযন্ত্রণা আর দৈনন্দিন মেঠো খাটুনীর বিনিময়ে তুমি পাও মাপা দানা আর মাথা গোঁজবার জায়গা—ব্যস !

'তাও আবার কী, আমাদের এই দুর্দশায়ভরা জীবনটুকুও পুরো বাঁচবার সুযোগ আমাদের দেওয়া হয় না। আমার নিজের জন্যে কোনো আক্ষেপ নেই, আমি ভাগ্যবান। আমার বয়স বারো বছর হ'ল, মোটমাট আমার সন্তান সন্ততি হয়েছে—তা শ চারেক। শূয়োরের জীবনের এটাই সহজ পরিণতি। কিন্তু কোনো পশুরই অস্তিমের সেই নিষ্ঠুর ছুরির হাত থেকে রেহাই নেই। এই যে চ্যাংড়া শূয়োরের বাচ্ছারা আমার সামনে বসে আছ, বছর খানেকের মধ্যে তোমাদের জীবনটুকু সেই হাড়িকাঠের ওপর চেঁচাতে চেঁচাতে চুকে যাবে। সেই ভয়ঙ্কর পরিণাম আমাদের সকলেরই কপালে—গরু, শূয়োর, মুরগী, ভেড়া, কেউ বাদ যাবে না। এমন কি ঘোড়া আর কুকুরের ভাগ্যও এর চেয়ে ভালো কিছু নয়। ভ্যাখো বক্সার, যেদিন তোমার ওই বিরাট পেশীগুলো অকেজো হয়ে পড়বে সেইদিনই জোন্‌স তোমায় বেচে দেবে বুড়ো ঘোড়া যারা কেনে

তাদের কাছে, তারা তোমার গলাটি কাটবে, দেহটা সেদ্ধ করে শিকারী-কুকুরদের মুখের খোরাক বানাবে। আর বুড়ো কুকুরদের ব্যবস্থা? যখন তারা ফোক্‌লা হয়ে যায় তখন জোন্‌স করে কি, কুকুরদের গলায় ইঁট বেঁধে এই কাছের পুকুরেই ডুবিয়ে দেয়।

'এখনও কি, কমরেডগণ, ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হল না, যে আমাদের যা কিছু অমঙ্গল তার মূলে রয়েছে মানুষের অত্যাচার? কোনো রকমে মানুষের হাত থেকে মুক্ত হও, দেখবে আমাদের মেহনতের সব ফসল ষোলআনা আমাদের নিজের হয়ে যাবে। প্রায় রাতারাতিই আমরা স্বাধীন হতে পারি, বড়লোক হতে পারি। তাহলে এখন আমরা কী করব? কেন, দিনরাত দেহ মন এক ক'রে কাজ করব; মানুষকে উচ্ছেদ করবার জন্য, আমাদের খাটতে হবে। তোমাদের কাছে এই আমার বাণী বন্ধুগণ—বিদ্রোহ! আমি জানিনা কবে সেই বিদ্রোহের দিন আসবে, হয়ত সাত দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ আসতে পারে, আবার একশ' বছরও লাগতে পারে, তবে আমি নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি যে একদিন সেই চরম বিচারের দিনটি আসবেই আসবে। আমার পায়ের তলায় এই খড়গুলো যেমন দেখতে পাচ্ছি, তেমনিই সুস্পষ্ট আমার সাম্‌নে সেই বিদ্রোহ—আজ হোক অথবা কাল হোক, সুবিচার আসবেই। তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য সেই দিকে রাখো, তোমাদের স্বল্পায়ু জীবনের বাকীটুকু সেই দিকে দিয়ে দাও। আর, আমার এই বাণী তোমাদের পরে যারা আসবে তাদের কাছে পৌঁছে দিও—যাতে তারা এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে।

'কমরেডগণ, সংকল্প সাধনের পথে যেন কখন দ্বিধা সংশয় না আসে। কোনো যুক্তির ধোঁকাবাজীতে ভুল করে ব'স না। মানুষ আর পশুর স্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, একের সুদিনের মানে অন্যের সৌভাগ্য

এসব কথা যদি ওরা বোঝাতে আসে ত তাতে বিলকুল কান দিয়ো না। ওকথা ডাহা ঝুটো। মোদ্দা, মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুরই তাঁবেদারী করে না। তাই এই সংগ্রামের জন্য আমাদের পশুসমাজের মধ্যে পূর্ণ একতা কায়েম হোক, খাঁটি বন্ধুত্ব বহাল হোক। মানুষ মাত্রেই শত্রু। আর পশুমাত্রেই বন্ধু।'

ঠিক এই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল বেধে গেল। মেজরের বক্তৃতার মধ্যে কখন চারটে ইঁদুর গর্ত থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পিছনের দিকে বসে বক্তৃতা শুনছিল। কুকুরগুলোর সেদিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায় আর বেগতিক দেখে ইঁদুররা চটপট গর্তের দিকে পালাতে গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে বসে—অবিশ্যি যথাসময়ে ওরা গর্তে ঢুকে পড়ে পরিত্রাণ পেল। গোলমাল থামাবার জন্য মেজর থাবা তুলে ইশারা করলেন। তিনি বল্‌লেন—'বন্ধুগণ, একটা ব্যাপার এখনই ফয়সালা হওয়া চাই। বুনো জীবেরা মানে ইঁদুর, খরগোশ এরা সব, আমাদের বন্ধু, না, শত্রু? আচ্ছা এটা 'ভোট' নিয়ে ঠিক করা যাক। এই সভার সমক্ষেই এই জিজ্ঞাস্যটি তুল্‌তে চাই : ইঁদুরেরা কি বন্ধু?'

সঙ্গে সঙ্গে ভোট নেওয়া হ'ল, এবং দেখা গেল যে বিপুল ভোটাধিক্যে ইঁদুরেরা বন্ধু ব'লে গৃহীত হয়েছে। মাত্র চারজন বিপক্ষে ছিল, তিন কুকুর আর ওই বেড়ালটা। অবশ্য পরে টের পাওয়া গিয়েছিল যে বেড়ালটা দু তরফেই ভোট দিয়েছিল।

মেজর বলে যেতে লাগলেন :

'আমার আর সামান্য ক'টি কথা বাকী আছে। তোমরা সবসময়ে স্মরণ রেখো যে, মানুষ এবং মানুষের আচার আচরণের প্রতি শত্রুর মনোভাব বজায় রাখাই তোমাদের কর্তব্য। দু-পায়ে ভর ক'রে যারাই

চলাফেরা করে তারাই হচ্ছে শত্রু। আর চারপায়ে হেঁটে চলে যারা, যাদের ডানা আছে—তারা সবাই বন্ধু। দ্যাখো আমরা মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি তার নকল করি সেটাও অসহ্য—যেন কখনই তেমন না হয়। মানুষকে জয় করবার পরও যেন তাদের মত বদ অভ্যাসগুলো নিজেরা না নকল করি। কস্মিনকালে কোনো জানোয়ার বাড়িঘরে বসবাস করবে না, অথবা বিছানায় ঘুমোবে না, কিম্বা জামাকাপড় পরবে না, ভুলেও মদ ছোঁবে না, তামাক ফুঁকবে না কেউ, বিষয় কারবার পয়সা-কড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষবে না কখনও। মানুষের যা কিছু অভ্যেস সবই খারাপ। আর হাঁ, কোনোদিন যেন কোনো জানোয়ার তার স্বজাতির ওপর জুলুম না করে সেটা মনে রাখা সব চেয়ে বেশি দরকার। দুর্বল হোক সবল হোক, চালাক কিম্বা নির্বোধ যেমনই হোক না কেন, পশুরা সবাই ভাই-ভাই। জানোয়ার সমাজের কেউ কাউকে কখনও খুন করতে পারবে না। জানোয়ারেরা সবাই সমান।

'এইবারে আমি তোমাদের কাছে আমার গত রাতের স্বপ্নের কথা বলি কমরেডগণ! সেই স্বপ্নটা গুছিয়ে সাজিয়ে বলি এমন ভাষা আমার নেই। সেটা ঠিক বলে বোঝানো যায় না। মানুষ যখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে তখনকার পৃথিবীর ঠিক কেমন চেহারা হবে, আমার স্বপ্নে সেই ছবিটাই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এক কাণ্ড হয়েছে—অনেককাল আগে আমার মন থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি কথা স্বপ্নের মধ্যে আমি ফিরে পেয়েছি। অনেক দিন আগে, আমার মা আর তাঁর সখী শূকরীরা সেকেলে এক গান গাইতেন। তাঁরা শুধু গানের সুরটুকু জান্‌তেন আর তাঁদের জানা ছিল সেই গানের প্রথম তিনটি কথা—ব্যস! শৈশবে আমি সেই সুরটুকু শিখেছিলাম, কিন্তু তারপর দীর্ঘকাল হ'ল সে

সব আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, কাল রাতে স্বপ্নের মধ্যে কি ক'রে সেই পুরনো ভুলে যাওয়া সুরটা আমার কাছে ধরা দিল! এবং আরও মজার কথা কি জানো, সেই গানের বাণীগুলিও ফিরে পেয়েছি—এ গানের বাণী আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি—যে গান বহু-বহু পুরুষ আগেকার পশুরা গাইতেন, যে গান কোন্ পূর্বপুরুষের আমল থেকে পশুরা ভুলে গিয়েছে, সেই গানের বাণী। এখন আমি তোমাদের সেই গানটি গেয়ে শোনাচ্ছি বন্ধুগণ। বুড়ো হয়েছি, আমার গলাও ভাঙা। তবে গানের সুরটা আমি শিখিয়ে দিলে পরে তোমরা নিজেরা এর চেয়ে ভালো ভাবে গাইতে পারবে। গানটি হচ্ছে—"ইংলণ্ডের পশুকুল।" '

বুড়ো মাতব্বর গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে গাইতে লাগলেন। তাঁর গলাটা ভাঙা-ভাঙা ঠিকই, তবুও তিনি রীতিমত ভালো গাইছেন বই কি। আর সুরটিও বেশ উদ্দীপনামূলক। কতকটা 'ক্লেমেণ্টাইন' আর 'লা কুকুরাচা' গানের মাঝামাঝি একটা সুর। তার বাণী হচ্ছে এই :

ইংলণ্ডের পশুরা, সবাই শোনো,
আইরিশ পশু, ভাই সব, শোনো শোনো,
বিশ্বের পশু যত
আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন, আশার বারতা শোনো॥

আজ, নয়, কাল—আসবেই সেই দিন,—
গদি ছেড়ে দিয়ে পালাবেই মানুষেরা,
স্বৈরাচারীর পতন হবেই হবে!—
ইংলণ্ডের সুফলা ভূমিতে শুধু পশুরাই রবে॥

নাকে আমাদের কড়া থাকবে না কারো,
পিঠ থেকে সাজ কোথা পড়ে যাবে খসে,
লাগামে রেকাবে মরচে ধরবে শুধু,
কঠিন চাবুকও পড়বে না পিঠে আর ॥

মিলবে সেদিন কত দৌলত ভাবতে পারিনে ভাই।
যব, গম, জই ম্যাঙ্গেল বীট সব হবে আমাদের—
ক্লোভার, ঘাসের ফসল, কলাই, শুক্‌নো খড়ের পাঁজা
আমাদের—শুধু আমাদেরি হবে সব ॥
ইংলণ্ডের ঘাট-বাট-মাঠ হবে আলো-ঝলোমল,
আরো নির্মল আরো পবিত্র হবে তৃষ্ণার জল,
বাতাস আরো মধুর,
বিশ্বের যত পশুরা যেদিন সবাই স্বাধীন হবে ॥

সেদিনের লাগি খেটে যাব মোরা সবে,—
যদি আগে মরি, ক্ষতি নাই খেদ নাই!
গোরু, ঘোড়া, মোষ, রাজহাঁস, মোরগেরা
মুক্তির তরে খেটে যাব তবু একমনে এক প্রাণে ॥
ইংলণ্ডের পশুরা, সবাই শোনো,
আইরিশ পশু, ভাই সব, শোনো শোনো,
বিশ্বের পশু যত
সোনালী দিনের সুখের স্বপন শোনো ও শোনাও সবে ॥

গান শুন্‌তে শুন্‌তে পশুরা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ল। মেজরের

গান থাম্‌তে তারা সবাই গাইতে শুরু করে দিল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে হাঁদা পশুটি পর্য্যন্ত এ গানের সুরটুকু গলায় তুলে নিয়ে বসে আছে, চাই কী বাণীর দু-চারটে কলিও মুখস্থ করে ফেলেছে এরই মধ্যে। আর যারা একটু বেশি বুদ্ধি ধরে, যেমন ক্লোভার, শূয়োর আর কুকুরেরা সবাই কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা গানখানাই অন্তরে গেঁথে নিল। এবং এরপর বারকয়েক মহলা দিয়ে কৃষি ভবনের তামাম পশুরা সমস্বরে ঐকতান জুড়ে দিল—'ইংলণ্ডের পশুগণ' গানের প্রবল সুর-বিক্ষেপে গোটা খামার বাড়ীখানা ফেটে যাবার দাখিল। গরুর গলা খাদে চলে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ কিছু তীক্ষ্ণ, ভেড়ার ভ্যা-ভ্যা, ঘোড়ার চিঁ-হিঁ-হিঁ, হাঁসের প্যাক্-প্যাকানীতে গান জমায়েৎ। ওরা সবাই আনন্দে এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে, একটানা পাঁচ বার পরপর পূরো গানখানা গেয়ে গেল—যদি বাধা না পেত তাহলে হয়ত সারা রাত ধরেই ওদের গান চল্‌ত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ওদের গানের হট্টগোলের চোটে জোন্‌সের ঘুম ভেঙে যায়, তিনি চম্‌কে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর যেন সন্দেহ হচ্ছে আঙিনায় শেয়াল এসেছে। ব্যস, চট্ ক'রে বন্দুকটা হাতে তুলে নিলেন—শোবার ঘরের কোণেই সর্বক্ষণ এই বন্দুকটা দাঁড় করানো থাকে। তারপর বেরিয়ে এই একটা ছ-নম্বর টোটা ভরে অন্ধকারে হাওয়ায় বন্দুক ছুঁড়লেন জোন্‌স্। ছররাগুলো গোলাবাড়ির দেয়ালের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। আর সভাও খুব ত্বরিতে ভঙ্গ হল। যে যার নিজের ঘুমের জায়গায় সরে পড়ল। পাখীরা নিজের দাঁড়ে চড়ল, পশুরা খড়ের শয্যায় ক্লান্ত দেহ মেলে শুল—নিমেষের মধ্যে গোটা কৃষি-ভবনটি ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

(২)

তেরাত্তির পেরুলো না, বুড়োমেজর শেষনিঃশ্বাস ফেলে, শান্তিতে সাধনোচিত ধামে রওনা হলেন—তাঁর নশ্বর দেহটা সমাধি দেওয়া হ'ল ফলবাগানে।

এ ঘটনাটা মার্চ্চ মাসের প্রথম দিকে ঘটে। এরপর তিন মাস ধরে হরদম চোরা-বৈঠক, আর কাজ চল্‌ল। মেজরের সেদিনের বক্তৃতা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জন্তুজানোয়ারদের জীবন সম্বন্ধে ধারণা বদ্‌লে নতুন ক'রে ভাবতে শিখিয়েছে। ওরা জানে না যে, মেজরের 'ভবিষ্যদ্বাণীর বিদ্রোহ' কবে আসবে, তারা বেঁচে থেকে সেই বিদ্রোহ দেখে যেতে পারবে কি না তাও তারা জানে না, তবে এটা তারা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে যে বিদ্রোহের জন্য জমি তৈরী করা তাদের কর্তব্য। আর সব প্রাণীদের শিক্ষা দেওয়া, মণ্ডলীবদ্ধ করার কাজ শূকরদের ওপরই ক্রমে পড়ল—কারণ, পশুদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব'লে বিবেচিত হয়ে আস্‌ছে। এখানকার শূকর সমাজের নেতা হচ্ছে দুটি তরুণ দাঁতাল শূয়র—স্নোবল আর নেপোলিয়ন। এদের দু'টিকেই জোন্‌স্‌ সাহেব বাজারে বিক্রী করবার মতলবে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করছেন। নেপোলিয়ন আকারে প্রকারে হিংস্র এবং বলিষ্ঠ বার্কশায়ারের শূকর—বিশেষ কথাবার্তার ধার ধারে না, নিজের গোঁ ধ'রে চলে সে। আর স্নোবল বাক্‌চাতুর্যের জন্য বিখ্যাত, ছোক্‌রা মত, ফন্দীফিকিরেও খুব ওস্তাদ—কিন্তু নেপোলিয়নের মত গভীরতা তার নেই, সবাইকার তাই বিশ্বাস। এখানকার বাকী সব শূকরদের পালন করা হচ্ছে বাজারে তাদের মাংস বিক্রী করার জন্য। এদের মধ্যে স্কুইলার হচ্ছে সবার সেরা—ছোট্ট-খাট্টো, গোলগাল চেহারা,

পিট্‌পিটে চোখ, চট্‌পটে চলন, কণ্ঠস্বরটা একটু বেশি চাঁছাছোলা কিন্তু সে খুব ভালো বক্তৃতা করতে পারে। যখন কোনো দুরূহ সমস্যা নিয়ে সে আলোচনা করতে যায় তখন ঘনঘন এপাশ-ওপাশ দোলে আর লেজ নাড়ে এতে শ্রোতাদের মনে ওর যুক্তির প্রতি বেশ আস্থার সঞ্চার হয়। স্কুইলার সম্বন্ধে সাধারণের এমন একটা বিশ্বাস হয়েছে, অনেকে বলে যে, স্কুইলার দিনকে রাত বানিয়ে দিতে পারে।

এরা তিনজনে মিলে বুড়ো মেজরের তত্ত্বকে একটা দার্শনিক পদ্ধতিতে রূপায়িত করল, নাম দিল তার 'পশুবাদ'। জোন্‌স্ সাহেব রাত্রে শুয়ে পড়লেই ওরা গোলাবাড়িতে গোপন বৈঠকে জমায়েৎ হয়ে পশুবাদের বিভিন্ন সূত্র, নিয়মাদি সাধারণের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে শোনায়—। প্রথম দিকে অনেকে বোকার মত প্রশ্ন তুল্‌ত, আপত্তি করত,—কেউ হয়ত বল্‌লে 'জোন্‌স্ আমাদের মনিব, সে খেতে দিচ্ছে, সে যদি চলে যায় তাহলে আমরা যে অনাহারে মরব তার কী?' তা ছাড়া প্রভুভক্তির প্রশ্ন তুলেও কেউ কেউ বলে বস্‌ল—'আমরা মরে যাবার পর কি হবে-না-হবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরি কেন?' নয়ত বল্‌লে—'যদি বিপ্লব আসাটা অনিবার্যই হয়, তাহলে আমরা কিছু করি বা না করি, তা আসবেই! তার জন্যে শুধু শুধু খেটে মরবার দরকার কি!' এইসব অবুঝদের মগজে পশুবাদের সারমর্মটুকু সঠিক ঢুকিয়ে দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়—তবু শূকরনেতারা হাল ছাড়ল না, যথেষ্ট কষ্ট করতে লাগল। তারা বল্‌লে যে, এসব প্রশ্ন পৃথিবীতে পশুবাদ প্রতিষ্ঠা করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবচেয়ে হাঁদার মত কথা বল্‌ত সেই শাদা মাদী ঘোড়া মলি, সবার আগে সে জিজ্ঞেস করল স্নোবলকে—'আচ্ছা, বিপ্লবের পরেও আমরা চিনি পাবো ত?'

কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল স্নোবল—'না, আমাদের এই খামারে চিনি তৈরীর বন্দোবস্ত নেই। চিনির ত দরকার নেই! কেন, ঘাস-খড়, জই সবই ত যত ইচ্ছে তত পাবে।'

—'ইয়ে, লাল ফিতে গলায় পরে থাকতে দেবে ত আমাকে?' মলি বল্‌লে।

'বন্ধু!' স্নোবল জবাব দিল—'ওই যে ফিতে, যার ওপর তোমার এত দরদ, সেটা ত দাসত্বের চিহ্ন। তুমি কি জানো না যে ওই ছেঁদো এক টুক্‌রো ফিতের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য ঢের বেশি!'

মলি সেকথা মেনে নিল, কিন্তু স্নোবলের কথাটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হল না।

এর চেয়েও মুস্কিল হ'ল পোষা দাঁড়কাক মোজেসকে নিয়ে। সে ব্যাটা আবার জোন্‌সের খুব পেয়ারের পাখী, সম্ভবতঃ গুপ্তচর। এছাড়া আর একটা ক্ষতিকর কাজ মোজেস ক'রে থাকে—যতসব আজগুবী গল্প আমদানী করে সে। সব মিথ্যে। কিন্তু হতভাগা ধড়িবাজ গাল্পিক, তার কথা অনেক আহাম্মক বিশ্বাস ক'রে বসে। মোজেস দাবী করে যে, ভারি মজার এক দেশ সে দেখে এসেছে। ওই যে আকাশের ওপর মেঘগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে—ওই মেঘগুলো পেরিয়ে একটু উঁচুতে ভেতর দিকে গেলেই সেই দেশ।—সে দেশে মিছরীর মস্ত পাহাড় রয়েছে, তামাম দুনিয়ার জন্তুজানোয়ারেরা ম'রে সেই পাহাড় গিয়ে হাজির হয়—হ্যাঁ! ওই মিছরির পাহাড়ে সপ্তাহের সাতটা দিনই বিল্‌কুল রবিবার। বারোমাস সেখানে তাজা ক্লোভার ঘাসে জমি ভর্তি হয়ে থাকে, ঝোপে-ঝাড়ে বিস্তর মিছরির ড্যালা আর মস্‌নের খইল ধ'রে রয়েছে। এইসব মিছেকথা বলে মোজেস, আর একদম কাজ ক'রে না সে—তাই সবাই

ওকে ঘৃণা করে ; তবে কেউ কেউ এই. মিছরি পাহাড়ের কথাটা যেন বিশ্বাস করছে। অনেক কষ্টে যুক্তিতর্ক দিয়ে এইসব বোকা জানোয়ারদের ভ্রান্তপথ থেকে ঠিক রাস্তায় আনে শূকর-নেতারা।

এদের খাঁটি মন্ত্রশিষ্য বল্‌তে গাড়িটানা ঘোড়াজোড়া—বক্সার আর ক্লোভার। এরা নিজে নিজে কোনো কিছু ভাবতে গেলেই খেই হারিয়ে ফ্যালে, পারে না বলাই ঠিক। তাই শূকরদের একবার যখন শিক্ষক বলে মেনে নিল তখন থেকে শূকরদের সব কথাই ওরা হুবহু গিল্‌তে লাগল, এবং আর পাঁচজন পশুর কাছে প্রচার করতে থাকল। গোলাবাড়ির প্রত্যেক গোপন সভাতে ওরা নিয়মিত হাজির হয়, 'ইংলণ্ডের পশুগণ' গানেও ওরাই অগ্রণী। এই গান গেয়েই নিয়মিত সভার কাজ শেষ হয়।

এদিকে ঘটনাচক্রে বিদ্রোহের সুযোগটা আশাতীতভাবে দ্রুত এসে পড়ল। শুধু যে তাড়াতাড়িই বিপ্লবের সুযোগ মিল্‌ল তা-ই নয়, এত সহজে বিপ্লবে জয়লাভ হল যা কেউ ভাবতে পারে নি।

এমনিতে জোন্‌স খুব কড়া মনিব, চাষী হিসেবেও সে খুব পাকাপোক্ত লোক—কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ তার খুব দুঃসময় যাচ্ছিল। কতকগুলো মামলা-মোকদ্দমাতে প্রচুর টাকা লোকসান খেয়ে সে মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। দিনমানটা রান্নাশালে আরাম-চেয়ারে পড়ে থাকে, খবরের কাগজ পড়ে আর দফায় দফায় মদ খায় সে। মাঝে মাঝে মোজেস্‌কে দু-একটুকরো রুটি মদে চুবিয়ে খাওয়ানো ছাড়া আর কিছু করে না জোন্‌স্। ওদিকে তার কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি মারে—ক্ষেতের মধ্যে আগাছার জঙ্গল হয়েছে, ছাদে ছাউনীর দরকার, বেড়াগুলো ভেঙে পড়ছে আর জন্তুজানোয়ারগুলো পেটপুরে খেতেও পায় না।

জুন মাস এল, ক্ষেতের ঘাস কাটার সময় এসে গেছে। ভরাগ্রীষ্মের কাছাকাছি, এক শনিবারে জোন্‌স উইলিংডন শহরের 'রেড লায়ন'-এ গিয়ে বেহেড মাতাল হয়ে পড়ল। ফলে রবিবার দুপুরের আগে সে খামারে ফিরতে পারল না। আর তার কর্মচারীরা সাতসকালে গোরুগুলো দুয়ে দুধ নিয়ে কোন চুলোয় যে গিয়েছে—হয়ত বা খরগোশ ধরতেই বেরিয়েছে—এদিকে জানোয়ারগুলোর খাওয়া-দাওয়ার যে কি হবে তার ঠিক নেই। জোন্‌সবাবু এসেই বৈঠকখানার সোফাতে 'পৃথিবীর খবর' কাগজখানা মুখে চাপা দিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে সন্ধ্যে পর্যন্ত পশুগুলো নিরম্বু উপবাসী রইল। কিন্তু সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময়ে ওরা আর সহ্য করতে পারল না—একটি গরু করল কি ভাণ্ডারের চালাঘরের আগলটা শিং-এর গুঁতো মেরে ভেঙে ঢুকে পড়ল, আর তার পিছু পিছু বাকী সব জানোয়ারেরা ঢুকে শেষ করতে লাগল যা কিছু সাম্‌নে পেল তাই।

ঠিক সেই সময়ে জোন্‌সের ঘুম ভেঙেছে। পরমুহূর্তে জোন্‌স আর তার চার মাইনদার চাবুক হাতে ভাণ্ডারশালায় পৌঁছে যদিচ্ছা চাবুক মারতে শুরু করে দিল। ব্যস, আর যায় কোথা—ক্ষুধার্ত পশুরা ক্ষেপে গেল। যদিও তারা আগে থেকে কিছু মতলব ভেঁজে রাখে নি, তবু আপনাআপনিই আক্রমণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ জোন্‌স দেখল যে, সে আর তার লোকেরা হরদম জানোয়ারদের গুঁতো-ধাক্কা খাচ্ছে চারিদিক থেকে। অবস্থা এখন তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এর আগে তারা কস্মিনকালে এমন কাণ্ড দ্যাখে নি। চিরকালই ত জানোয়ারদের খুশিমত মারধর ক'রে এসেছে তারা—আজ হঠাৎ এ কী কাণ্ড। ব্যাপার দেখে তারা রীতিমত ঘাবড়ে গেল।

বুদ্ধিসুদ্ধি যেন আর হাত্‌ড়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করল বটে—কিন্তু তারপর ভয়ের চোটে তারা পাঁচজনে মিলে পুরোদমে দৌড়তে সুরু করল প্রাণের দায়ে। মিনিট-খানেকের মধ্যে দেখা গেল খামারের গাড়িচলা পথ দিয়ে তারা সোজা বড় শড়কের দিকে দৌড়াচ্ছে! আর তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে জন্তুর দল, বীরের দল যেন।

জোন্‌স গিন্নী শোবার ঘরের জানালা দিয়ে এইসব কাণ্ড দেখে, চট্‌পট্‌ একটা থলের মধ্যে হাতের কাছে যা জিনিসপত্তর পেল তা-ই ভর্তি ক'রে নিয়ে আর-এক দরজা দিয়ে সট্‌কে পড়ল। আর মোজেসও দাঁড় থেকে লাফিয়ে মনিবগিন্নীর পিছু পিছু কা-কা ডাক ছেড়ে উড়ে চল্‌ল। এদিকে ততক্ষণে পশুরা তাদের মনিব আর মনিবের চাকরদের সদর রাস্তা পর্যন্ত খেদিয়ে দিয়ে, খামারবাড়ির পাঁচগরাদ দেওয়া বড় দরজাটা বন্ধ দিয়েছে।

মোদ্দা দেখা গেল যে, তারা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই বিদ্রোহ সাফল্য সহকারে জয়যুক্ত হয়ে গেছে : জোন্‌স বিতাড়িত হয়েছে, এখন এই কৃষিভবন তাদের খাস দখলে এসেছে।

এই পরম সৌভাগ্যটা সত্যিই যে হাতের মুঠোয় তারা পেয়ে গেছে—এই কথাটা ভালো ক'রে ভাবতে ভাবতেই কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর ওদের প্রাথমিক কাজ হ'ল খামারবাড়ির চৌহদ্দিটা সদলবলে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করা। কোথাও কোনো মানুষ লুকিয়ে আছে কি না সেটা আগে দেখা দরকার। তারপর ওরা ছুটে চল্‌ল জোন্‌সের খামার বাড়িতে। এখান থেকে ঘৃণিত জোন্‌সের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু ঘুচিয়ে দিতে হবে। আস্তাবলের পাশের লাগামঘর থেকে

কুকুরের গলায় বাঁধার শেকল, ঘোড়ার নাকে আটকাবার আংটা, যে মারাত্মক ছুরি দিয়ে জোন্‌স্‌ ভেড়া আর শুয়োরদের এতাবৎকাল খাসী করেছে সেই কলঙ্কিত ছুরিটা, এমনি আরও যা-যা কাছাকাছি পাওয়া গেল সবগুলো কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। লাগাম, ফাঁস, নাকের জাল, চোখের ঠুলি, সব জড়ো ক'রে যেখানে জঞ্জালের গাদায় আগুন জল্‌ছিল তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল। চাবুকগুলো অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিল। এইভাবে সব চাবুক পুড়ছে দেখে পশুরা আনন্দে তুড়িলাফ দিয়ে নাচ্‌তে শুরু করল। স্নোবল করল কি, রঙীন রিবন্‌গুলোও আগুনে ফেলে দিল—হাটের দিনে জোন্‌স ঘোড়ার গলায় আর লেজের বালাম্‌চিতে এই ফিতের বাহার দিয়ে হাটে যেত। স্নোবল বললে—'ফিতেটিতে-কেও কাপড় জামার সামিল বিবেচনা করতে হবে। এগুলো মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর, প্রত্যেক পশু উলঙ্গ হয়ে থাকবে।'

বক্সারের কানে একথাটা যেতেই সে চট ক'রে ছোট্ট একটা খড়ের টুপি এগিয়ে দিল আগুনের মুখে। গরমকালে মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য বক্সার এই টুপীটা ব্যবহার করত।

এমনি ক'রে খুব অল্পকালের মধ্যেই পশুরা সব নষ্ট ক'রে ফেল্‌ল—যেসব জিনিস মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয় তার কিছুই ওরা রাখবে না।

তারপর নেপোলিয়ান ওদের নিয়ে ভাণ্ডারশালাতে এল এবং প্রত্যেককে দুগুণ খাদ্যশস্য বিলিয়ে দিল। কুকুরদের বাড়তি দুখানা বিস্কুট দেওয়া হল। এবং 'ইংলণ্ডের পশুগণ' গানখানি আগাগোড়া সাতবার তারস্বরে গেয়ে ওরা রাতের মত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম এর আগে ওরা জীবনে ঘুমোয় নি।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা জেগে উঠল যথারীতি। ঘুম ভেঙেই সহসা মনে পড়ে যায় গতরাত্রের গৌরবময় ঘটনাবলী। খুব উৎসাহভরে সবাই মিলে ছুটল চারণভূমিতে। এই মাঠখানা পেরিয়েই একটা উঁচু ঢিপি আছে, সেখান থেকে কৃষিভূমির সবদিক বেশ দেখা যায়। সেই ঢিপির ওপর ঠেলাঠেলি ক'রে জানোয়ারেরা সবাই মিলে উঠে ভোরের স্পষ্ট আলোতে চারিদিক ভালো ক'রে দেখতে লাগল। দু'চোখ ভরে' যা দেখছে ওরা—সবই ওদের নিজেদের। হ্যাঁ, একেবারে নিজস্ব বল্‌তে যা বোঝায় তা-ই। এই কথাটা যতই ভাবছে ওদের আনন্দ ততই বাড়ছে। দেখতে দেখতে উৎসাহের চোটে লাফালাফি, ছুটোছুটি জুড়ে দিল পশুরা। হাওয়াতে যেন নিজেদের নিয়ে লোফালুফি খেল্‌ছে ওরা। কখনও কেউ শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ বা মিষ্টিঘাস চারটি চিবিয়ে খাচ্ছে, পায়ের ঠোকর দিয়ে কেউ মাটির চটা উঠিয়ে ফেলছে, সোঁদা গন্ধ শুঁকছে। পুনরপি খামারবাড়ি এক চক্কর ঘুরে বেড়াল সবাই। চোখে ওদের বিস্ময়, মুখে কোন ভাষা জোগাচ্ছে না এতই অবাক হয়ে গেছে ওরা। চষাক্ষেত, ঘাসে ঢাকা ভূঁই, পুকুর, ফলবাগান, ঝোপঝাড় —কত কী! এর আগে কখনও যেন ওরা এসব কিছুই ত্থাখে নি। এইসব এত সম্পদ,—সব ওদের নিজের! বিশ্বাস করতে সাহসে কুলোচ্ছে না যে!

এবারে ওরা কৃষিভবনের বসতবাড়ির দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। চুপ করে রয়েছে সবাই। এটিও ওদের সম্পত্তি। তবু ভেতরে ঢুকতে ভরসা হচ্ছে না। যাই হোক অবশেষে স্নোবল আর নেপোলিয়ন ঘাড়ের ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেল্‌ল। তাদের পিছনে বাকী সকলে

একে-একে খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল। পাছে গায়ের ধাক্কা লেগে কোনো কিছু ভেঙে-চুরে নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় সকলেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগুচ্ছে, ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছে আর অভাবনীয় সব বিলাস-বস্তুর দিকে ড্যাব্-ডেবে অবাক চাউনী মেলে দু-চোখ ভরে তাকাচ্ছে। আয়না, কার্পেট, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানা লিথো করা ছবি, ঘোড়ার বালামচিতে বানানো সোফা, পাখীদের পালখ দিয়ে তৈরী গদী—সব কিছুর দিকেই ওরা তাকাচ্ছে সম্ভ্রমভরা দৃষ্টিতে। ফেরবার পথে সিঁড়ির কাছে এসে ওরা দেখ্‌ল মলি নিখোঁজ হয়েছে। ওরা তখন ফিরে খুঁজতে গিয়ে দেখে সবার সেরা শোবার ঘরের পিছনে জোন্‌স গিন্নীর সাজগোজের টেব্‌ল থেকে মলি একটা নীল ফিতে তুলে নিয়ে ঘাড়ে লাগিয়েছে আর আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ নয়নে নিজেকে বার বার দেখ্‌ছে। ওর এই আদেখ্‌লেপনার জন্যে সবাই খুব ধমক দিল।

রান্নাঘরে খানিকটা শূয়োরের মাংস ঝোলানো ছিল, সেটা সংগ্রহ করে নিয়ে ওরা কবর দেবে ঠিক করল। মদের পিপেটার ওপর বক্সার একটা চাট মেরে দিল। এ ছাড়া আর কোনো কিছুতে ওরা হাত দেয় নি। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল যে, বাস্তবাড়িটা জাদুঘরের মত রক্ষা করা হবে। সবাই এ বিষয়ে এক মত যে, কোনো পশু ওই বাড়িতে বসবাস করবে না।

পশুরা সব প্রাতরাশ সেরে নেওয়ার পর স্নোবল এবং নেপোলিয়ন তাদের একত্র জমায়েৎ করল :

'কমরেডগণ!' স্নোবল সম্বোধন করল—'এখন সকাল সাড়ে ছটা, আমাদের হাতে গোটা দিনমান কাজ করার সময় পাচ্ছি। আজ আমরা

ক্ষেতের কাটা-ঘাস তুল্‌তে শুরু করব। কিন্তু তার আগে একটা জরুরী কাজ রয়েছে, সেটা আগে সারা দরকার।'

এইবার প্রথম শূকরেরা জানালো যে, এই দীর্ঘ তিন মাস ধরে তারা নিজেরা মানে শূকরবর্গ লেখাপড়া শিখেছে। জোন্‌সের ছেলের একটি প্রথমভাগ জঞ্জালের গাদাতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই বইখানি উদ্ধার ক'রে তবে এই শিক্ষাব্যাপার সম্ভব হয়েছে।

নেপোলিয়নের ফরমাসে শাদা এবং কালো রং-এর পাত্র এবং তুলি নিয়ে তারা চল্‌ল সেই পাঁচ গরাদের বড় দরজার দিকে। সেখানে গিয়ে স্নোবল এক তাজ্জব কাজ করল। বড় রাস্তার দিকে দরজার গায়ে লট্‌কানো একটা বিজ্ঞাপনের তক্‌মাতে লেখা ছিল—'ম্যানার ফার্ম বা কৃষিভবন।' স্নোবল তার সাম্‌নের পায়ের থাবা দুটোতে তুলি ধরে শাদা রং-এর পোঁচড়া দিয়ে আগের 'ম্যানার' শব্দটি মুছে দিল, তার ওপর কালো হরফে লিখে ফেল্‌ল—'য়্যানিম্যাল'। এখন থেকে এ খামারের এই নাম হ'ল—'য়্যানিম্যাল ফার্ম' বা পশুদের খামার বাড়ী।

এরপর ওরা চল্‌ল খামারের পাকা বাড়িতে, সেখানে পৌঁছেই নেপোলিয়ন হুকুম দিল 'মই আনো'। মই এল। গোলাবাড়ির দেয়ালে মইটাকে দাঁড় করানো হ'ল। তারপর শূকরেরা বুঝিয়ে দিল যে, গত দীর্ঘ তিন মাসের গভীর গবেষণা এবং চিন্তার সাহায্যে 'পশুবাদ'-এর সমুদয় নীতি সাতটি নির্দেশের মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। এখন সেই সাতটি নীতি-নির্দেশ এই দেয়ালে লিখে দেওয়া হবে। এইগুলিই পশুদের কৃষিভবনের আইন বা অনুজ্ঞা ব'লে বিবেচিত হবে। এই আইন কোনো কালেই এতটুকু অদলবদল হতে পারবে না। এখানকার পশুসমাজকে এই আইন মেনে চল্‌তে হবে।

স্নোবল অতি কষ্টে মই-এর ওপর চড়ল। কারণ চারপেয়ে শূকরের পক্ষে মইএর ওপর দেহের ভার-সাম্য বজায় রাখা বেশ কঠিন। এবং তার পিছু পিছু স্কুইলার উঠল রং-এর পাত্র নিয়ে। আলকাত্‌রা মাখানো দেয়ালের ওপরে বিরাট বিরাট অক্ষরে শাদা রং-এ সপ্তঅনুজ্ঞা লিখিত হ'ল এই ভাবে:

'সপ্ত অনুজ্ঞা'

১। যা কিছু দু' পায়ে হাঁটে তা-ই শত্রু।

২। যা কিছু চার পায়ে চলে, কিম্বা যার পাখা আছে, তা-ই বন্ধু।

৩। কোনো পশু কোনো কাপড়-চোপড় পরবে না।

৪। কোনো পশু বিছানায় শয়ন করবে না।

৫। কোনো পশু মদ খাবে না।

৬। কোনো পশু অন্য কোনো পশুকে হত্যা করবে না।

৭। সব পশুই সমান।

দু-একটি তুচ্ছ ভুল ছাড়া মোটামুটি লেখাগুলি নির্ভুলই হয়েছে। লেখা শেষ ক'রে স্নোবল সাধারণের সুবিধার্থে জোরে জোরে সেগুলো পড়তে গেল। সবাই খুব খুশি হয়ে নির্দেশগুলিতে সায় দিল, আর যারা ওরই মধ্যে চালাক তারা তখনই 'অনুজ্ঞাগুলি' মুখস্থ করতে শুরু করে দিল।

হাতের রং-মাখা বুরুশটা ফেলে দিয়ে স্নোবল বল্‌লে—'এবারে বন্ধুগণ আমরা ক্ষেতে যাই চল। আমাদের এই পণ করতে হবে যে, জোন্‌সের লোকেদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ফসল তুল্‌ব আমরা।'

কিন্তু সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড হয়ে গেল। তিনটি গরু কিছুক্ষণ যাবৎ অস্বস্তি বোধ করছিল এখন তারা হাম্‌লাতে শুরু করল—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দুধ দোওয়া হয় নি, সেই যন্ত্রণায় তাদের বাঁট টাটিয়ে উঠেছে। একটু ভেবে নিয়ে শূকরেরা বালতি আগিয়ে, সাম্‌নের থাবা দিয়ে বেশ পটুতা সহকারে দুধ দুয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা বাল্‌তি স-ফেন দুধে ভর্তি হয়ে গেল। বোধ করি, সব পশুরই লোলুপ দৃষ্টি সেখানে পড়ে কিছু চাঞ্চল্যের উদ্রেক করেছে।

কে যেন বলল—'এত দুধ কি হবে?'

একটা মুর্গী বল্‌লে—'জোন্‌স্‌ ত মাঝে মাঝে আমাদের খাবারের সঙ্গে খানিকটা ক'রে দুধ মাখিয়ে দিত!'

বাল্‌তিগুলো আগ্‌লে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন গম্ভীরভাবে বল্‌ল—'কমরেডগণ! দুধ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাদের, এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিক। ফসলটা এখন জরুরী ব্যাপার। কমরেড স্নোবল তোমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তোমরা রওনা হয়ে পড়। আমি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। এগিয়ে যাও—বন্ধুগণ! ওদিকে ঘাসগুলো পড়ে রয়েছে—যাও।'

অতএব পশুদল চল্‌ল ক্ষেতের ফসল তুল্‌তে।

সন্ধ্যেবেলা যখন তারা ক্ষেত থেকে ফিরল তখন দেখল এক ফোঁটা দুধও পড়ে নেই। রহস্যজনকভাবে সব দুধটুকু উধাও হয়েছে।

(৩)

পশুরা সবাই ঘাসের ফসল ক্ষেত থেকে তোলবার জন্য গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রম করল। তবে মেহনতের প্রতিদানও পেল রীতিমত, এবারে ফসল খুব

ভালো হয়েছে—ওরা যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও বেশী পরিমাণ ফসল হয়েছে।

কথনও কথনও ওদের কাজ করা খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। খামারের হাতিয়ার সবই হচ্ছে মানুষের কাজের উপযুক্ত, জন্তুজানোয়ারের জন্য নয়—যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পিছনের পায়ের ওপর ভর করতে হয়, সবচেয়ে মুস্কিল বাধে সেই ধরনের হাতিয়ার নিয়ে। তবে শূয়োরেরা জাতচালাক জীব, তারা ভেবে চিন্তে অবশেষে একটা কিছু সমাধান করে ফ্যালে। এমনি ক'রেই ওরা প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা খাটিয়ে কাজ হাসিল ক'রে চলেছে। আর ঘোড়ারা ক্ষেতের কাজে খুব পটু, ওরা ফসল জড়ো করা, আঁটি বাঁধা এসব কাজ ওই জোন্‌সদের চেয়ে ঢের ভালোভাবেই করতে পারে। শূয়োরেরা নিজে হাতে কাজ করে না বটে, তবে তারা সকলকে পরিচালনা করে, কাজের তদবির তদারক তারাই করে। আর তাদের ওই অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির দরুন স্বভাবতঃই নেতৃত্ব তাদের হাতে এসে পড়বে এ ত জানা কথা। বক্সার আর ক্লোভার নিজে নিজেই লাগাম পরে, ঘোড়ার গাড়িতে নিজেদের জুতে নিয়ে প্রয়োজনমত ক্ষেতময় ঘোরাফেরা করে (এখন আর তাদের নাকের বিঁদে কড়া লাগাতে হয় না)। তাদের পিছনে একটি শূকর চলে, সে কেবল হুকুম করে—'এগিয়ে চলো কমরেড' কিম্বা বলে—'আচ্ছা এবার রুখে যাও কমরেড!'—যখন যেমন দরকার। খড় তোলার কাজে ক্ষুদে জানোয়ারেরাও যথাসাধ্য সহায়তা করছে। এমন কি মুরগী হাঁসেরাও ওই রোদের মধ্যে ব্যস্তভাবে কাজ ক'রছে, হয় ত ঠোঁটের ডগায় করে বয়ে নিয়ে চল্‌ল একটুক্‌রো খড়। অবশেষে দেখা গেল যে জোন্‌সের আমলে যা সময় লাগত ওরা তার চেয়ে দু'দিন আগেই খড় তুলে শেষ করেছে; ক্ষেত

পরিষ্কার। বলাবাহুল্য যে, এই খামারবাড়ির ইতিহাসে এত বেশি খড় এর আগে কোনোদিন কেউ চোখেই দ্যাখে নি। কোনোরকম অপচয়ও হয়নি কিনা, হাঁস-মুরগীরা তাদের কড়া নজর দিয়ে খুঁটে-খুঁটে প্রতিটি কুটো পর্যন্ত এনে জমা দিয়েছে। তা ছাড়া এবার চুরি ক'রে কেউ একগালও খড় খায় নি।

সারাটা গ্রীষ্মকাল খামারের কাজ চলল ঘড়ির কাঁটার মত।

সবাই খুব খুশি। ওরা আদৌ ধারণা করতে পারে নি এত সুন্দর ওদের জীবন চল্‌বে। প্রতিগ্রাস আহার্যের মধ্যেই প্রচুর আনন্দের খোরাক পাচ্ছে যেন—এ যে সত্যিসত্যিই নিজের খাবার, ওরা নিজেরা এই ফসল ফলিয়েছে, নিজেদের জন্যই সবকিছু। এ ত আর সেই হিংসুটে মনিবের হেলাভরে দু-মুঠো মুখের কাছে ফেলে দেওয়া ভিক্ষের দান নয়। সেই পরগাছার মত মানুষগুলো দূর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের প্রত্যেকের ভাগে প্রচুর খাবার জুটছে। আর বিশ্রামের অবসরও যথেষ্ট মিল্‌ছে—যদিও পশুরা এসব কাজে অনভিজ্ঞ তাতে কী এসে যায়! অবিশ্যি এক-একটা ব্যাপারে বেশ মুস্কিল হয়, যেমন, শস্য মাড়াই-এর সময়ে একেবারে সেকেলে কায়দায় রীতিমত গা-দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে তুঁষগুলো আলগা করে ছাড়িয়ে ফেল্‌তে হচ্ছে। তারপর ফুঁ-দিয়ে ভূষিগুলো উড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে। খামার বাড়িতে ত মাড়াইকল নেই, কী করা যাবে। তবে ভাবনাই বা কী, বক্সারের কর্মঠ পেশীর জোর থাকতে। তার কাজের বহর দেখে সবাই বাহবা দেয়, তারিফ করে। অবিশ্যি বক্সার বরাবরই খুব খাটিয়ে, জোন্‌সের আমলেও সে খুব মেহনত্‌ করত কিন্তু এখন তাকে দেখলে মনে হয় যেন সে একাই তিনটে ঘোড়ার কাজ করছে। এক একদিন এমন হয় যে গোটা খামারবাড়ির

সব কাজই ওই বক্সারের সবল ঘাড়ের ওপর নির্ভর ক'রে থাকে যেন। যেখানে যত কঠিন কাজ সেখানেই সে ছুটে গিয়ে ঘাড় পেতে দেয়।

একটি মোরগকে বক্সার বলে রেখে দিয়েছে যে, আর সবাই ওঠবার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা আগে যেন মোরগটি তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সকাল বেলায় দিনের কাজ শুরু হওয়ার আগে এই বাড়তি সময়টুকু বক্সার স্বেচ্ছায় খেটে দেয়। যেদিন যেটি সবচেয়ে জরুরী ব'লে সে মনে করে সেদিন সেই কাজেই এ মেহনত্‌টুকু খরচ করে। যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হ'লে সে আপন মনে বলে—'আমাকে আরও বেশি কাজ করতে হবে।' এটা সে নিজের আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছে।

আর সকলেও নিজের সাধ্যমত কাজ করছে। এই যে মুরগী আর হাঁসেরা ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে এধার ওধারে ছিটোনো শস্য সংগ্রহ করেছে তাও কম ক'রে এক মণ সাড়ে সাত সের হবে। এগুলি আগে আগে নষ্টই হ'ত। এখন আর কেউ চুরি করে না। খাদ্য বরাদ্দ নিয়ে কেউ গজ্‌ গজ করে না। ঝগড়াঝাঁটি, হিংসাদ্বেষ, কামড়াকামড়ি এসব স্রেফ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ আগে ত এ গুলো ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। কেউ কাজে ফাঁকি দেয় না—হ্যাঁ, অবিশ্যি একমাত্র মলি ছাড়া—আর কেউ কাজ এড়াবার চেষ্টা করে না। একে ওর সকালে উঠতে দেরী হয়, আবার রোজই তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে সরে পড়ে একটা ছুতো ক'রে—প্রায়ই বলে যে খুরের মধ্যে পাথর ঢুকে গেছে, যন্ত্রণা হচ্ছে। আর ওই বেড়ালটার আচরণ কিছু বিচিত্র। কাজের সময় কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে উধাও হয়ে থাকে, আবার ঠিক খাওয়ার সময়টিতে হাজির হয়, কিম্বা দিনের কাজ চুকে গেলে সন্ধ্যের সময় গুটি-গুটি সে ফিরে আসে, যেন কিছুই হয় নি

এমন একটা সপ্রতিভ ভাব তার চোখে মুখে। আর মজা হচ্ছে এই যে, সে এ্যাইসা সব লাগ্‌সই অজুহাত দেখায়, আর এমন মিষ্টিভাবে ঘর্‌-ঘর্‌ ক'রে ঘুর-ঘুর করে যে ওর সদিচ্ছা সম্বন্ধে মোটেই সন্দেহ করতে পারে না কেউ। একমাত্র বুড়ো বেঞ্জামিনের কোনো পরিবর্তন হয় নি। বিপ্লবের কোনো প্রভাব তার ওপর পড়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আগে জোন্‌সের আমলে যেমন মন্থর এবং অবাধ্য ছিল এখনও ঠিক তেমনিই রয়ে গিয়েছে সে। বেঞ্জামিন নিজের হিস্তে মত কাজ ক'রে যায়, না ফাঁকি দেয়, না স্বেচ্ছায় বেশি কাজ করে। বিপ্লবের ব্যাপারে সে কোনো অভিমত প্রকাশ করতে নারাজ। যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা জোন্‌স চলে যাওয়াতে তুমি কি খুশি নও?' তার জবাবে শুধু এই কথা বলে—'গাধা অনেক দিন বাঁচে। তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো দিন গাধাকে মরতে দ্যাখোনি।' তার এই রহস্যময় জবাবেই খুশি থাকতে হয়, কারণ এর বেশি একটি কথাও বেঞ্জামিন বল্‌বে না।

রবিবার কোনো কাজ থাকে না। অন্যদিনের চেয়ে দেরীতে প্রাতরাশ হয় সেদিন। এরপর প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে পতাকা উত্তোলন পর্ব। জোন্‌স্‌গিন্নীর ঘর থেকে স্নোবল একখানা সবুজ টেবিল-ক্লথ সংগ্রহ ক'রে এনে তার ওপর শাদা রং দিয়ে একটা খুর আর একটি শিং এঁকে নিশান বানিয়েছে। প্রতি রবিবার কৃষিভবনের উদ্যানে এই পতাকা উত্তোলন করা হয়। সে বলে যে, সবুজ রং হচ্ছে ইংলণ্ডের সবুজ শস্যেভরা জমির প্রতীক চিহ্ন। মানবজাতি যেদিন সম্পূর্ণ পরাভূত হবে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে যে পশু-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে তারই প্রতীক হচ্ছে শিং আর খুর। পতাকা উত্তোলনের পর সমগ্র পশুদল বড় গোলাবাড়ির সামনে জমায়েৎ হয়—এই মিলনকে বলা হয়

সভা। এখানে আগামী সপ্তাহের কাজের ফিরিস্তি তৈরী হয়। সভার সামনে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। একমাত্র শূকরেরাই যা কিছু প্রস্তাবপত্র পেশ করে, বাকী সবাই কেবল জানে যে, কেমন ক'রে 'ভোট' দিতে হয়। তারা নিজের মন থেকে কোনো প্রস্তাব বা আলোচনার বিষয় বাৎলাতে পারে না। বিতর্কসভায় সবচেয়ে জবরদস্ত তার্কিক হচ্ছে স্নোবল আর নেপোলিয়ন। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে যে, তারা দু'জনে কখনও কোনো ব্যাপারে একমত হয় না। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে স্নোবল কোনো কিছু প্রস্তাব করলেই নেপোলিয়ন তার প্রতিবাদ করবে। একবার হ'ল কি, অবসরপ্রাপ্ত পশুদের চারণভূমি হিসেবে আস্তাবলের পিছনের খানিকটা জমি আলাদা ক'রে রাখা হবে, কি হবে না, এই ব্যাপারটা 'সর্বসম্মতিক্রমে মীমাংসা হয়ে গেল। একবার কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে পর আর সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বল্‌তে পারে না তাই তর্কটা অন্য খাতে চল্‌ল। ওদের মধ্যে তখন তুমুল তর্ক বেধে গেল কোন্ কোন্ পশু কি বয়সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবে, তাই নিয়ে। মোদ্দা তর্কটা চাই-ই!

সভা শেষ হয় 'ইংলণ্ডের পশুগণ' গানটি গীত হবার পর। এই নিয়মই বরাবর চলে আসছে। রবিবারের বিকেলটা স্রেফ আমোদ-প্রমোদের জন্য ছুটি থাকে।

লাগামঘরখানা শূকরদের সদরমোকাম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ইদানীং। এখানে তারা প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা ছুতোর, কামারের কাজ শেখে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেখে বই পড়ে' পড়ে'। এসব বই ওরা বার করে এনেছে বসতবাড়ির মধ্যে থেকে। স্নোবল আবার এর ওপর পশুসমিতি

গঠনের কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। এসব ব্যাপারে তার অদম্য উৎসাহ। মুরগীদের জন্য সে বানালো 'ডিম উৎপাদন কমিটি', গরুদের বেলাতে তৈরী করল 'লেজ পরিষ্কার কমিটি', ইঁদুর খরগোশদের হিতার্থে সে স্থাপন করল 'বন্যবন্ধু পুনঃশিক্ষাপর্ষৎ', ভেড়াদের জন্য শুরু করল 'শুভ্রতর পশম আন্দোলন'। এছাড়া আরও বিবিধ প্রকারের সমিতি-টমিতি গড়ল স্নোবল, তার ওপর লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপার ত রয়েছেই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এগুলো সবই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। বিশেষ ক'রে ইঁদুরদের সুশিক্ষার ব্যাপারটা আদৌ কার্যকরী হয় নি, তারা পূর্ববৎ অনিষ্টকর কাজেই ব্যাপৃত রইল। সুবিধা পেলে পশুদের উদারতাটুকুর পুরো সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনা—এইটুকুই ওদের উপরি লাভ।

বিড়ালটি পুনঃশিক্ষাপর্ষতে কিছুদিন খুব নিয়মিত হাজিরা দিতে শুরু করল। সে যেন সক্রিয় অংশ গ্রহণে বিশেষ তৎপর!

একদিন শোনা গেল যে বিড়ালটি নাগালের বাইরের একটি চড়াই পাখীর সঙ্গে খুব গল্প করছে। গল্প আর কিছুই নয়, সে বলছে,—'অত দূরে কেন বসে রয়েছ? এখন ত আমরা সবাই কমরেড। এখন যে কোনো চড়ুই আমার হাতের ওপর বসলেও কিছু এসে যায় না।' তবুও চড়াইটি দূরত্ব বজায় রেখে ছাদের ওপরই বসে রইল।

একমাত্র পড়া-লেখার কাজটা খুব সফল প্রমাণ হয়েছে। শরৎকাল যখন এল তখন খামারবাড়ির সব জন্তু কিছু পরিমাণে শিক্ষিত হয়েছে একথা মানতেই হয়।

শূকরেরা পুরোদস্তুর লেখাপড়া শিখে ফেলেছে আগেভাগেই। কুকুরেরাও বেশ ভালোই পড়তে পারে, তবে তারা ওই সপ্তঅনুজ্ঞা ছাড়া

আর কোনো কিছু পড়তে রস পায় না। ছাগল মুরিয়েলটা কুকুরদের চেয়ে কিছু বেশি বিদ্বান হয়েছে, সে মাঝে সাঝে জঞ্জালের গাদা থেকে খবরের কাগজের টুকরো যোগাড় ক'রে এনে অন্যান্য পশুদের কাছে পড়ে' শোনায়। বুড়ো বেঞ্জামিন শূয়োরদের চেয়ে লেখাপড়ায় কম যায় না, তবে এসব ব্যাপারে মগজ খরচে অনিচ্ছুক। তার মত হচ্ছে এই যে, পড়বার মত কিছুই নেই। ক্লোভার বর্ণমালা আয়ত্ত করেছে, কিন্তু পর পর অক্ষর চিনে কথা পড়তে পারে না মোটেই। আর বক্সার প্রথম চারটি অক্ষর পেরিয়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারে নি। মাটির ওপর A, B, C, D লিখে ফ্যালে ধুলোর ওপর, তার চওড়া থাবা দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে অনেক কসরৎ করে, পরবর্তী বর্ণগুলো স্মরণপথে আনবার জন্য। কিন্তু সেটি হবার উপায় নেই। যদি E, F, G, H শেখে তাহলে আবার প্রথমের চারটি বর্ণ হারিয়ে যায়—এরকম দু-একবার হয়েছে। শেষকালে ও ঠিক করল গোড়ার চারটে অক্ষরই ভালো। রোজ সে দু-চারবার এই আদি বর্ণ ক'টি লিখত—স্মরণশক্তিটায় শান দেবার জন্য। মলি হতভাগী শিখল সেই ছ'টি অক্ষর যে ক'টি ওর নাম লিখতে দরকার। এর বাইরে আর কিছু ও শিখতে নারাজ।

এ ছাড়া বাকীসব জানোয়ার ওই আদি অক্ষর 'A'কে ডিঙিয়ে ওপারে যেতে পারে নি। আরও দেখা গেল যে, অপেক্ষাকৃত নির্বোধ জন্তু যেমন ভেড়া, হাঁস, মুরগী এরা ওই সপ্তঅনুজ্ঞাটুকুও মুখস্থ করতে পারে নি।

বিস্তর চিন্তার পর স্নোবল ঘোষণা করল যে সপ্তঅনুজ্ঞাকে এক সরল সংক্ষিপ্ত সারমন্ত্রের মধ্যে আনা যায়, সে মন্ত্রটি এই—'চার পা ভালো—দু-পা খারাপ।' এতে পশুবাদের মূল তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে। এই

পরম কথাটি যে প্রাণী অনুধাবন করবে সে-ই মানুষের অপপ্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

প্রথমে পাখীরা আপত্তি তুলেছিল এই বলে যে, তাদেরও ত দু'টো-পা—নতুন মন্ত্রে দু-পাকে খারাপ ব'লে পাখীদেরও অসম্মান করা হয়েছে। স্নোবল তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল—'তা কি ক'রে হয়? তোমাদের দু-দুটো পাখা নেই? পাখা দিয়ে হাওয়া কেটে এগিয়ে যেতে পারো, মানুষের হাতের মত মতলব-বাজী ত পাখার কাজ নয়। অতএব পাখা আর পা-তে কোনোই ফারাক নেই। যে মন্ত্র দিয়ে মানুষ তার যাবতীয় শয়তানী হাসিল করে সেই 'হাত-ই হচ্ছে তার প্রতীক চিহ্ন।'

পাখীরা স্নোবলের এই দীর্ঘ বক্তৃতার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না, তবে ওরা স্নোবলের এই ব্যাখ্যা মেনে নিল। তারপর থেকে যত ইতরবুদ্ধি প্রাণী নতুন অনুজ্ঞা মুখস্থ করতে লাগল। গোলাবাড়ির দেওয়ালপ্রান্তে সপ্তঅনুজ্ঞার মাথায় ওপরে আরও বড় বড় হরপে লেখা হয়ে গেল—'চার-পা ভালো, দু-পা খারাপ।' একবার যখন কথা ক'টা মুখস্থ হয়ে গেল তখন থেকে ভেড়ার পাল এই নতুন মন্ত্রটির ভক্ত হয়ে পড়ল। মাঠে বসে থাকতে থাকতে অতর্কিতে তারা যখন তখন চীৎকার ক'রে ওঠে—'চার পা ভালো, দু-পা খারাপ।' আর একবার এই উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ শুরু হ'লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে চল্‌ত—ওরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যেত না।

স্নোবলের সমিতি-কমিটির কারবারে নেপোলিয়নের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। সে বলে যে ছোটদের শিক্ষাদীক্ষাটা অনেক বেশী দরকারী, যদি কিছু করতেই হয় ত তাদের জন্যেই করা উচিত—আর আগেই যারা বড় হয়ে গিয়েছে তাদের কিছু হবে না।

খড়ের ফসল ঘরে ওঠবার পর-পরই জেসি আর ব্লুবেল দু'জনে মিলে ন'টি নধর বাচ্চা প্রসব করল। তারা মাই-এর দুধ ছাড়বামাত্র নেপোলিয়ন তাদের মায়ের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেল, বল্‌লে যে, এদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব সে নিজেই গ্রহণ করছে। ওদের নিয়ে গিয়ে নেপোলিয়ন উঁচু এক টং-এ রেখে দিল। লাগামঘরের ওপরে মইতে চ'ড়ে তবে সে ঘরে যাওয়া যায়। একেবারে সকলের লক্ষ্যের বাইরে নেপোলিয়ন এই কুকুর-বাচ্চাদের রাখল। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যে কৃষিভবনের সকলে ওদের ভুলেই গেল।

রোজ-রোজ গরুর দুধগুলো কোথায় উবে যায় সে রহস্যও টের পেতে বেশি দেরি হয় না। জানা গেল যে, শূয়োরদের খাবারের সঙ্গে দুধ মাখানো হয় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে। ওদিকে আবার হালী আপেল পাকতে শুরু হয়ে গেছে—বাগানের ঘাসের ওপর ঝড়ো হাওয়াতে অজস্র আপেল পড়ে মাটি ছেয়ে যায়। পশুরা মনে মনে ধরে নিয়েছিল যে, সকলে সমানভাবে এই আপেলের ভাগ পাবে, কিন্তু একদিন হুকুম এল যে, ঝরে' পড়া সব আপেল লাগাম-ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ওগুলো কেবলমাত্র শূকরেরা ব্যবহার করবে। এতে কোনো কোনো জানোয়ার ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হয় নি—কারণ, দেখা গেল যে—এ বিষয়ে শূকরেরা সকলেই একমত, এমন কি স্নোবল এবং নেপোলিয়নের মধ্যেও মতানৈক্য ঘটল না।

সর্বসাধারণের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে ব্যাখ্যার জন্য স্কুইলারকে পাঠানো হল।

সে চীৎকার ক'রে নিবেদন করল—'কমরেডগণ! আমি আশাকরি যে, তোমরা একথা মনে করো না যে, আমরা, শূকরেরা শুধু স্বার্থপরতার

বশবর্তী হয়ে, বা আমাদের বিশেষ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই আপেলগুলো আত্মসাৎ করছি! সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমাদের, মানে শূকরদের মধ্যে অনেকেই আপেল বা দুধ কিম্বা দুটোই বরদাস্ত করতে পারে না। আমি নিজে ত একেবারেই পছন্দ করি না এ দুটো বস্তু। কিন্তু তবু নিরুপায় হয়েই আমরা এসব ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য স্বাস্থ্যটা বজায় রাখা। বিজ্ঞানের চর্চাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আপেল আর দুধ এ দুটোই শূকরদের স্বাস্থ্য সতেজ রাখার পক্ষে অপরিহার্য, বুঝলে কম্‌রেডগণ! আসলে শূকরেরা কী—তারা মগজের কাজ করে, বুদ্ধিজীবী তারা। একথা তোমরা অবশ্যই জানো যে, এই খামারবাড়ির তাবৎ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত এবং পরিচালনার ষোল আনা ঝক্কি আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়েছে। কিবা দিন, কিবা রাত্রি, আমরা সর্বক্ষণ তোমাদের সুখসুবিধার দিকে দস্তুরমত নজর রাখছি। কাজেই তোমাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যই আমরা এই আপেল আর দুধ খেতে বাধ্য হচ্ছি।

'আজ যদি আমরা শূকরেরা ঠিক-ঠিক সবদিক সাম্‌লে চলতে না পারি, তাহলে কি ঘটবে তা তোমরা কেউ ভেবে দেখেছ? জোন্‌স্‌ ফিরে আসবে! হ্যাঁ, জোন্‌স্‌ নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। এখন কথা হচ্ছে যে, তোমরা কেউ নিশ্চয় চাওনা যে জোন্‌স্‌ ফিরে আসুক!' বল্‌তে বল্‌তে স্কুইলার বেঁটে মোটা দেহটা এপাশ-ওপাশে দোলায় আর লেজের ঝাপট মারে—'তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় এমন কেউ নেই যে জোন্‌সকে এখানে ফিরে পেতে চাও।'

আর যাই হোক, পশুরা কেউই আর জোন্‌সের ফিরে আসাটা যে চায় না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যখন স্কুইলার ব্যাপারটা

এইভাবে বুঝিয়ে দিল তখন সবাই চুপ—আর কিছু বলবার নেই কারুর। সত্যিই ত, শূকরদের স্বাস্থ্য অটুট রাখাটা খুব দরকার। অতএব বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে বাতাসে ঝরে' পড়া আপেল (এবং নাবী আপেল যখন পাকবে তখন সেগুলোও) আর দুধ সবটাই শূকরদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত থাকবে।

(৪)

গ্রীষ্মের শেষের দিকে 'পশু কৃষিভবনের' খবর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিদিন নেপোলিয়ন আর স্নোবল ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দিত, পায়রাদের কাজ হচ্ছে আশপাশের ক্ষেতখামারে গিয়ে সেখানকার জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে মেলামেশা করা, আর তাদের কাছে বিপ্লবের বিবরণ জানানো, আর সুবিধে পেলে 'ইংলণ্ডের পশুরা' গান খানা অবিকৃত সুরে শিখিয়ে দেওয়া।

এইভাবে পশুরা যখন বিপুল উৎসাহভরে নিজেদের কাজে মন ঢেলে দিয়েছে, তখন শ্রীযুক্ত জোন্‌স্ কি করছেন? উইলিংডন শহরের 'রেডলায়ন'এর পানশালাতে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। আর কাউকে দেখলেই পশুদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বলতে শুরু করছেন। এ যে ঘোরতর অবিচার—কয়েকটা অপোগণ্ড জানোয়ারে মিলে তাঁকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়ে কি না তাঁর যাবতীয় ভূসম্পত্তি বেমালুম দখল ক'রে বসল!

আর সব চাষী জোত্‌দারেরা নীতিগতভাবে যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করে কিন্তু আসল ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে চায় না। মনে মনে বরং সবাই মতলব ভাঁজে, কি ক'রে জোন্‌সের এই দুর্দশার সুযোগে নিজের

আখের গুছিয়ে নেওয়া যায়। এই লোকটির জমিজমাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার ইচ্ছেটাই প্রত্যেকের মনের অভিলাষ।

জোন্‌সের প্রতিবেশী দু'টো খামারের মালিকের মধ্যেও চিরকালের ঝগড়া আছে তাই বাঁচোয়া। জোন্‌সের খামারের একদিকে হচ্ছে 'ফক্সউড', সেকেলে ধরনের বিরাট জোতজমা, কিন্তু অযত্নের দরুন এর কোনো শ্রীছাঁদ নেই। ফক্সউডের মালিক পিল্‌কিংটন সাহেব আরাম-প্রিয় মানুষ। সে কেবল শিকার ক'রে আর মাছ ধ'রেই দিন কাটায়। ওদিকে যে জমিতে আগাছা জন্মাচ্ছে, বেড়াগুলো ভেঙেচুরে যাচ্ছে সেদিকে তার মোটেই নজর নেই। আর একদিকে হচ্ছে 'পিঞ্চফিল্ড' খামার। পিঞ্চফিল্ডের কর্তা ফ্রেডরিক সাহেব হুঁশিয়ার, শক্ত মানুষ। তার ছোট্ট খামারখানিতে খুব ভালো চাষ-আবাদ হয়। মামলাবাজ খলিফা বলে ফ্রেডরিকের দুর্নাম আছে।

পিল্‌কিংটন আর ফ্রেডরিকের মধ্যে বিরোধ এতই বেশি যে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও ওরা হাতে হাত মেলাতে নারাজ।

সে যাই হোক, ওরা দু'জনেই 'পশুভবনের' বিপ্লবে খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওদের এখন কড়া নজর খামারের জন্তুজানোয়ারদের ওপর। যাতে ওই খামারের খবরাখবর নিজেদের ঘরের পশুরা বিশেষ না পায় সেই চেষ্টা করছে ওরা। প্রথম প্রথম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে হেসে উড়িয়ে দেবার ভান করত—বলত, 'হ্যাঃ, জানোয়ারেরা আবার খামার চালাবে। তাহলে আর ভাবনা ছিল না! দাঁড়াও না দু-সপ্তাহ যেতে দাও, দেখবে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে।' ওরা ব'লে বেড়ায় যে 'ম্যানর ফার্মের' পশুরা (এখনও ওরা ওটিকে ম্যানর ফার্মই বলে, 'য়্যানিম্যাল ফার্ম' আদৌ বরদাস্ত করতে চায় না) হরদম নিজেদের

মধ্যে খেয়োখেয়ি' শুরু করে দিয়েছে। আর দু'চার দিনের মধ্যেই শুকিয়ে মরবে ওরা।

এমনি ক'রে বেশ কিছুদিন কেটে গেল, কিন্তু দেখা গেল যে বিপ্লবী খামারের পশুরা অনাহারে মরল না। এবারে ফ্রেডরিক আর পিল্‌কিংটন সুর পাল্টে বলতে শুরু করল যে পশুদের কৃষিভবনে ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা চলছে। ওখানকার জানোয়ারদের মধ্যে যারা প্রবল তারা দুর্বলদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, এমনও দেখা গেছে যে ছোট-ছোট নিরীহ প্রাণীদের বড়রা গিলে খাচ্ছে, সবাই মিলে স্ত্রীজাতির সঙ্গে যথেচ্ছভাবে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হচ্ছে, সামান্য কারণেই ঘোড়ার নাল আগুনে তাতিয়ে পরস্পরকে ছ্যাঁকা দিয়ে হিংস্রতা চরিতার্থ করছে। প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করতে গেলে তার ফল এছাড়া আর কী হবে !— ফ্রেডরিক আর পিল্‌কিংটন এইসব কথা রটিয়ে দিল।

তবুও এসব গল্প সকলে সবটুকু বিশ্বাস করে না। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, তাজ্জব একটা খামার বাড়ি আছে, সেখানকার জানোয়াররা মানুষকে ভাগিয়ে দিয়েছে, জানোয়ারেরা সেখানকার সবকিছু কাজ নিজেরাই চালাচ্ছে। সত্যমিথ্যায় মিলে বিচিত্র খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। আর তার ফলে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের ঢেউ বয়ে গেল সারাবছর ধরে। এতকাল ধরে যেসব বলদেরা পোষ মেনে এসেছে তারা সব হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বন্যের মত আচরণ শুরু করে দিল। ভেড়ার দল বেড়াভেঙে ক্লোভার ঘাস মুড়িয়ে খেতে লাগল। গরুরা দুধের বালতিতে পায়ের গুঁতো মেরে উল্টে দিতে লাগলো না। ঘোড়ারা পিঠ থেকে সওয়ারকে স্বচ্ছন্দে উল্টে ফেলে দিচ্ছে, আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হয়েছে—'ইংলণ্ডের পশুরা' গানটির সুর, বাণী অভাবনীয়

গতিতে চারিদিকের পশুসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গানখানা কানে গেলে মানুষেরা রাগ চেপে রাখতে পারে না, যতই তারা এটাকে ঠাট্টা তামাসা করুক না কেন। মানুষেরা বলে, পশুরা যে এত নির্বোধ তা কে জান্ত! নইলে অমন ওঁছা গান কেউ গায়। যারা এ গান গায় বুঝতে হবে যে তাদের ঘটে এতটুকু পশুবুদ্ধিও নেই। এ গান কোনো পশুকে গাইতে দেখলে মানুষেরা তৎক্ষণাৎ তাকে আচ্ছাসে ঠ্যাঙানী দেয়। তবুও এই সঙ্গীতের প্রচারকে দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ব্ল্যাকবার্ডেরা ঝোপে-ঝাড়ে এই গান গায়, উঁচু গাছে বসে পায়রারা গাইছে এই গান, কামারের হাতুড়ির ঘায়ে এই সুর বাজে, গির্জার ঘণ্টায় এই সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—আর মানুষের বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। তাদের ভবিষ্যৎদশার দৈববাণী শুনে শিউরে ওঠে মানুষ।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে, শস্য কেটে গাদা ক'রে রাখা হয়েছে—কিছু কিছু মাড়াইও চুকেছে। এক ঝাঁক পায়রা পশুদের খামারে উড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিল, জোন্‌স আসছে। তার সঙ্গে ফক্সউড আর পিঞ্চফিল্ডের জনা ছয়সাত লোক জুটেছে, আর তার কর্মচারীরা ত রয়েছেই। ওরা পাঁচগরাদের ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে, গাড়িচলার পথ ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। মানুষগুলোর হাতে লাঠি আছে, কেবল জোন্‌সের হাতে বন্দুক। সকলের আগে আগে জোন্‌স আসছে বন্দুক নিয়ে—বলাবাহুল্য যে ওরা খামারবাড়ি আবার দখল করবার মতলবেই আসছে।

এ ধরনের একটা কিছু যে হতে পারে তা অনেকদিন আগেই অনুমান ক'রে পশুরা তোড়জোড় ক'রে তৈরী হয়ে বসেছিল। স্নোবল করেছিল কি বসতবাড়ি থেকে জুলিয়স সিজারের অভিযান সম্পর্কে লেখা একখানি বই এনে অভিনিবেশ সহকারে পড়েছিল। কাজেই আজকের এই আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে সে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল। অত্যন্ত দ্রুত সে তার হুকুম জারি করল, মিনিট দুয়ের মধ্যে পশুরা যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন হয়ে গেল।

মানুষরা খামারবাড়ির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে দেখে স্নোবল প্রথম আক্রমণ শুরু করল। সবগুলো পায়রা এদিক-ওদিক উড়ে উড়ে মানুষের মাথার ওপর বিষ্ঠাত্যাগ করতে লাগল—ওরা সংখ্যায় অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ জন হবে। মানুষগুলো যখন মাথা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত তখন ঝোপের আড়াল থেকে রাজহাঁসেরা বেরিয়ে পড়ে (এতক্ষণ ওরা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল) মানুষের পায়ে সজোরে ঠোঁটের ঠোকর মারতে শুরু করল। অবিশ্যি এ হচ্ছে প্রাথমিক ব্যবস্থা—কেবলমাত্র মানুষদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এই ফন্দী। লাঠির ঘায়ে রাজহাঁসেদের খেদিয়ে দিল মানুষরা। এবার স্নোবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। মুরিয়েল, বেঞ্জামিন আর তার সঙ্গে ভেড়ার পাল নিয়ে স্নোবল বীরবিক্রমে সাম্‌নে এগিয়ে চল্‌ল। তারপর চারদিক থেকে গুঁতো মারতে লাগল মানুষগুলোকে—আর বেঞ্জামিন ঘুরে ফিরে লাথি ছুঁড়ে চল্‌ল। কিন্তু এবারও মানুষেরা লাঠির ঘায়ে, নাললাগানো জুতোর ঠোক্করে ওদের বেকায়দা করে তোলে। এমন সময়ে স্নোবল সাঙ্কেতিক চীৎকার করতেই জানোয়ারেরা সরাসরি খামারবাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পশ্চাদপসরণ করে চলে গেল।

মানুষেরা জয়োল্লাস করে উঠ্‌ল। ওরা মনে করল জানোয়ারেরা বুঝি পালাচ্ছে। আর সেই ভেবে এলোমেলোভাবে পশুদের তাড়া করে চল্‌ল। স্নোবল ঠিক এইটাই চেয়েছিল। যে মুহূর্তে মানুষগুলো দুদ্দাড়িয়ে ভেতরের আঙিনায় ঢুকল তখনই তিনটে ঘোড়া, গরু তিনটি এবং বাদবাকী সব শুয়োরেরা কোথা থেকে এসে জুটে পড়ে মানুষদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। এতক্ষণ এরা সব গোয়াল ঘরে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। এবারে স্নোবল আক্রমণের সঙ্কেত করতেই যে যার কাজে লেগে গেল। স্নোবল নিজে ধেয়ে চল্‌ল জোন্‌সের দিকে। তাকে দেখেই জোন্‌স বন্দুক উঁচিয়ে গুলী ছুঁড়ল। স্নোবলের পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, আর একটি ভেড়া নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু স্নোবল তাতে পরোয়া করল না, সে তার আড়াইমণী দেহের ওজন সংহত ক'রে জোন্‌সের পায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কাতে জোন্‌স্ গোবর গাদায় ছিটকে পড়ল আর বন্দুকও হাত থেকে খসে পড়ল। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক আক্রমণ বক্সারের, পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে বক্সার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও সাম্‌নের নাললাগানো ভারী পায়ে এমন চাট্ ছুঁড়তে লাগল যে পয়লা চাটেই ফক্সউডের সহিস ছোকরা কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল! নির্ঘাৎ ব্যাটা অক্কা পেয়েছে। এই কাণ্ড দেখে কয়েকটা লোক হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে। জানোয়াররা সবাই মিলে মানুষগুলোকে আঙিনার চারদিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের লাথি মারছে, গুঁতোচ্ছে, মাড়িয়ে দিচ্ছে। খামারবাড়ির সব বাসিন্দা এসে জুটেছে। যে যার নিজের কায়দামাফিক লড়াই করছে। প্রতিহিংসা। হঠাৎ ছাদ থেকে বেড়ালটা লাফিয়ে পড়ে ওদের রাখালটার ঘাড়ে জোরসে আঁচড়াতে

লাগল, লোকটা ঘাব্ড়ে গিয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ল।...এক ফাঁকে পালাবার পথ পরিষ্কার পেয়ে লোকগুলো ছুটতে শুরু করল। সোজাসুজি বড় শড়কের দিকে ছুটল তারা। যে পথ দিয়ে পাঁচ মিনিট আগে মানুষ এসেছিল জবরদখলের মতলবে, এখন সেই পথ ধরেই পরাজয়ের কলঙ্ক মেখে পালিয়ে বাঁচল। ওদের পিছু পিছু হাঁসেরা টিট্‌কারি দিতে দিতে চলেছে, ঠোকর মারছে—হেনস্থার শেষ নেই।

সব ব্যাটা মানুষ পালিয়েছে, কেবল একজন আর ফিরতে পারল না।

বক্সার অনেক চেষ্টা করছে সহিস ছোকরাকে তোলবার, কিন্তু সে একদম নড়ছে না।

দুঃখিত বক্সার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—'বেচারী মরে গেছে। কিন্তু আমি সত্যিই ওকে মেরে ফেল্‌তে চাই নি। আমার পায়ে যে লোহার জুতো আছে সে কথা একদম মনে ছিল না। কিন্তু এখন কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, আমি ইচ্ছে ক'রে ওকে মেরে ফেলি নি।'

স্নোবল গর্জে উঠ্‌ল—'ওসব আবেগ উচ্ছ্বাস রাখ কমরেড়।' এখনও তার পিঠের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে—'যুদ্ধ যুদ্ধই। সব মানুষের মধ্যে মরা মানুষই একমাত্র ভাল।'

'আমি হত্যা চাই না। মানুষের জীবনও হরণ করতে আমার মন সরে না।' বল্‌তে বল্‌তে বক্সারের দুচোখে অশ্রু ভরে গেল।

কে যেন হেঁকে বল্‌লে—'মলি কোথায়?'

সত্যিই মলি নিখোঁজ হয়েছে। সবাই আশঙ্কা করছে যে মানুষেরা নিশ্চয় তাকে জখম করেছে, কিম্বা নিয়ে পালিয়েও গিয়ে থাকতে পারে। অবশ্য, অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল যে, মলি তার আস্তাবলে গামলাতে মাথা জাবনার মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রয়েছে। বন্দুকের

আওয়াজ পেয়েই ও নাকি পালিয়ে এসেছিল। এদিকে মলিকে খুঁজে বার ক'রে ফিরে এসে ওরা দেখ্‌ল যে মরা সহিসটা পালিয়েছে। তাহলে সে মরে নি, ভয়ে সিটিয়ে পড়ে ছিল!

এবার ওরা জমায়েৎ হয়ে হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিল। যে যার আপন-আপন বীরত্বের বিবরণ জোর গলায় জাহির করতে ব্যস্ত। তখনকার মত বিজয়োৎসবের একটা আয়োজন হ'ল। পতাকা উড়িয়ে বার কয়েক 'ইংলণ্ডের পশুরা' গীত হ'ল। তারপর যুদ্ধে নিহত ভেড়াটিকে সমাধিস্থ করা হ'ল সসম্মানে। তার কবরের ওপর একটি গোলাপী কাঁটাবহুল ফুলগাছের চারা রোপণ করা হ'ল। সমাধিস্থানে দাঁড়িয়ে স্নোবল একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করল, তার প্রধান বক্তব্য এই যে, পশুভবনের কল্যাণের জন্য সকলেরই জীবনপণ ক'রে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। পশুগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করল যে, এই যুদ্ধের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য একটা সামরিক সম্মানচিহ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কাজে কাজেই স্নোবলকে 'প্রথম শ্রেণীর পশুবীর' এই সম্মানে ভূষিত করা হ'ল। এই পুরস্কারটি আসলে একটি পিতলের ফলক (ঘোড়াদের লাগাম ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া পেতলের একটি চাকৃতি) রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে এটি পরে স্নোবল বেরুবে। আর এই মৃত ভেড়াটিকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর পশুবীর' স্মারকে ভূষিত করা হ'ল।

এই যুদ্ধের কি নাম হবে এই নিয়ে অনেক কথা খরচ হ'ল। অবশেষে স্থির হ'ল যে এই যুদ্ধকে 'গোশালার যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হবে কারণ গোয়ালঘরেই চরম সংঘর্ষ শুরু হয়।

জোন্‌সের পরিত্যক্ত বন্দুকটি কাদার মধ্যে পড়ে ছিল। এদিকে শোনা গেল যে বসতবাড়িতে কিছু কার্তুজ আছে। পরিশেষে এই

সিদ্ধান্ত হ'ল যে, পতাকাদণ্ডের পাদদেশে বন্দুকটিকে তোপের মত খাড়া রাখা হবে, বছরে দু-বার এই বন্দুক ছোঁড়া হবে—একবার হবে ১২ই অক্টোবর, গোশালার যুদ্ধ স্মরণে; আর একবার বিপ্লবের স্মরণে ২৪শে জুন।

(৫)

শীত পড়ল আর মলির গাফিলতীও বাড়ল। ওকে নিয়ে মহা মুস্কিল হয়েছে। আজকাল ও রোজই দেরী ক'রে কাজে আসে, কেউ কিছু বল্‌লেই ও জবাব দেয়, ঘুম ভাঙে নি। ওর নাকি শরীরে কি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে! অথচ আহারে খাশা রুচি রয়েছে। যে কোনো অজুহাতে মলি কাজ ফাঁকি দিয়ে পুকুরধারে চলে যায়। সেখানে জলের ধারে দাঁড়িয়ে, পরিষ্কার জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে বোকার মত কী যে ছাখে তা ও-ই জানে। তবু এসব ত তেমন কিছু মারাত্মক নয়, এর চেয়েও গুরুতর কিছু করছে এরকম গুজব শোনা যাচ্ছে।

একদিন হয়েছে কি মলি ঘাস চিবোতে চিবোতে আঙিনাতে বেশ খুশি মনে ওর লম্বা লেজটা দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে, ক্লোভার ওর পাশে গিয়ে হাজির হ'ল।

ক্লোভার বল্‌ল—'তোমাকে একটা কথা বল্‌ব মলি—খুব গুরুতর কথা। আজ সকালে তোমাকে বেড়ার ওপারে উঁকি দিতে দেখেছি। ওই যে যেখানে আমাদের খামার শেষ হয়ে ফক্সউড শুরু হয়েছে সেখানে। বেড়ার ওপারে পিল্‌কিংটনের একটা চাকর দাঁড়িয়ে ছিল। অবিশ্যি অনেক দূর থেকেই লক্ষ্য করছিলাম—তবে ঠিকই

দেখেছি যে ও লোকটা তোমাকে কি যেন বলছিল—আর তুমি নাকটা এগিয়ে দিয়ে ওর আদর খাচ্ছিলে! এ সবের অর্থ কি মলি?'

'না না, তা হবে কেন, সে কিছু বলেনি! আমি ওদিকে যাই নি! না, না, এ কথা মিথ্যে!' মলি চেঁচিয়ে উঠল। পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল মলি।

'মলি! তাকাও দেখি আমার মুখের দিকে। আর শোনো, নিজের দিব্যি গেলে সত্যি কথা বলো দেখি, লোকটা তোমার নাকে হাত দিয়ে আদর করেনি?'

'না, একথা সত্যি নয়।' ব'ল্‌লে বটে মলি, কিন্তু ক্লোভারের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। পর-মুহূর্তে ছুটে মাঠে পালিয়ে গেল মলি।

কি একটা ভেবে নিয়ে, ক্লোভার সোজা মলির আস্তাবলে চলে গেল। সেখানে গিয়েই পায়ের খুর দিয়ে মলির শয্যা, মানে, খড়ের গাদা বেশ ক'রে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে খুঁজে পেল কয়েক টুক্‌রো মিশ্রীর ড্যালা আর কয়েকটি ফিতে, হরেকরকম রঙের সব ফিতে!

এর পর তিন দিনের দিন মলি উধাও হয়ে গেল। কয়েক সপ্তাহ ওর আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি, তারপর একদা পায়রারা সংবাদ দিল যে, তারা নাকি মলিকে দেখেছে। উইলিংডন ছাড়িয়ে একটা শুঁড়িবাড়ির সামনে মলিকে দেখা গিয়েছে। একটা খুব মোটা লোক ওকে চিনি খাওয়াচ্ছে, আর আদর করছে। ওর ঘাড়ে নতুন লাল-টুকটুকে বাহারী ফিতে লটকানো, হালফিল গায়ের লোম ছাঁটাই হয়েছে—গোলা পায়রাদের অভিমত এই যে মলিকে দেখে শুনে মনে হয়

খুব মৌজে রয়েছে ও। এরপর আর য়্যানিম্যাল ফার্মের কোনো পশু মলির নাম কখনও উচ্চারণ করে নি।

জানুয়ারীতে আব্‌হাওয়া খুব প্রতিকূল হয়ে পড়ল। মাটি যেন লোহার মত কঠিন হয়ে গেল, আর মাঠে-ঘাটে কোনো কাজ করার উপায় নেই। বড় গোলাবাড়িতে বিস্তর সভার বৈঠক হতে লাগল। শূকরেরা আগামী মরশুমের জল্পনা কল্পনার খসড়া করতে খুব ব্যস্ত। এটা সবাই মেনে নিয়েছে যে শূকরেরা অন্যান্য পশুদের চেয়ে বহু গুণে বুদ্ধিমান, অতএব কৃষিভবনের সর্বপ্রকার কর্মধারা তারাই স্থির করবে, অবশ্য তাদের এইসকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোট দ্বারা অনুমোদিত করা হবে।

স্নোবল আর নেপোলিয়নে যদি বিরোধ না থাকত তাহলে এই বন্দোবস্তে কাজ বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই চল্‌ত। কিন্তু এরা দু'জনে প্রতিপদে ফাঁক পেলেই দ্বিমত হয়ে যায়। এ যদি বলে যে, জমির বেশি অংশে যব রোপণ করালে ভালো হবে—তখন ও বল্‌বে, না, জই চাষ করো। এ যদি বলে যে, এই ধরনের জমি হচ্ছে কপি চাষের খুব উপযোগী তখন ও স্রেফ নাক কুঁচকে বলে বস্‌বে যে, মূলো ছাড়া এ জমিতে আর কিছু হ'তেই পারে না। এদের প্রত্যেকেরই নিজের দলবল রয়েছে, আর বাকবিতণ্ডারও কামাই নেই, ফলে কখনও কখনও তর্কের চেহারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

সাধারণ সভাতে প্রায়শঃই স্নোবল তার উচ্চাঙ্গের বক্তৃতার জোরে জিতে যায় ঠিকই। কিন্তু নেপোলিয়ন তদ্‌বিরের কাজে খুব পটু। যথাসময়ে নিজের দলে টেনে আনবার কৌশলটুকু তার খুব রপ্ত। বিশেষ ক'রে ভেড়ার পালে তার খুব প্রতিপত্তি। সম্প্রতি ভেড়াদের এক হুজুগ হয়েছে যখন তখন 'চার পা ভালো, দু পা খারাপ'। জিগির

তোলা। হঠাৎ ওরা চীৎকার জুড়ে দেয়—'চার পা ভালো, দু' পা খারাপ'। এই জাতীয় মন্ত্রটি উচ্চারণ ক'রে অনেক সময় ওরা সভায় বিঘ্ন ঘটায়। স্নোবল যখন সভাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে তখনই যেন ওদের এই জিগির দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। বসতবাড়িতে 'চাষী ও পশুপালক' পত্রিকার পুরনো একটি সংখ্যা কুড়িয়ে পেয়ে, স্নোবল সেটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছে, এখন তার মগজে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তর মতলব গজ্-গজ্ করছে। জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা, পশুদের ভোজ্যাদি গর্তে মজুত রাখার উপায়, এবং বিবিধ নব্যপ্রথা সম্পর্কে সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করল। এবার থেকে পশুদের সরাসরি মাঠের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যহ মলত্যাগ করবার ব্যবস্থা হ'ল, তাতে করে আপনাআপনি জমিতে সার দেওয়ার কাজ হাসিল হবে—গাড়ি ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মেহনৎ বাঁচানোর অভিনব পন্থা এটা। নেপোলিয়নের নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা নেই—সে শুধু বল্‌ল যে স্নোবলের এইসব আজগুবি মতলবে কিচ্ছু কাজ হবে না। নেপোলিয়ন নীরবে প্রতীক্ষা করছে, কবে তার নিজের দিন আসবে। অবশেষে ওদের মধ্যে প্রচণ্ডতম বিরোধ বাধল 'হাওয়া কল' নিয়ে—এরকম তিক্ত, তীব্র গণ্ডগোল আর কখনও হয় নি।

খামারশালার কাছাকাছি একটা মাটির ঢিবি আছে। এই অংশটি হচ্ছে খামারের সবচেয়ে উঁচু জমি। একদা স্নোবল এই ঢিবিটা পর্যবেক্ষণ করে' বল্‌লে যে, 'হাওয়া কল' বানানোর এটাই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। এই হাওয়া কলে যে ডায়নামো চল্‌বে, তাতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি সমগ্র কৃষিভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে। তার ফলে শীতের সময়ে পশুদের থাকবার জায়গা গরম রাখা যাবে, আলো জ্বল্‌বে,

করাত চল্‌বে, খড় কাটবার যন্ত্র চালানো হবে, বিদ্যুৎচালিত দুধ দুইবার যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে—আরও বহুতর সুবিধে সুযোগ পাওয়া যাবে হাওয়া কল চালাতে পারলে। এর আগে এখানকার জানোয়াররা এসব কথা কস্মিন্ কালে শোনে নি, কি ক'রেই বা শুন্‌বে? জোন্‌সের খামারবাড়ি ত মান্ধাতার আমলের চালচলনেই এতদিন চলে এসেছে। তাই, স্নোবল যখন এইসব অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রপাতির কথা বলে তখন এরা সবাই হাঁ ক'রে শোনে। সত্যি ভারি অবাক লাগে, ওরা সবাই নিজের খুশিমত মাঠে চরবে অথবা লেখা পড়ার আর আলাপ আলোচনার মধ্যে নিজেদের নিয়োগ ক'রে যখন মানসিক উন্নতি করতে থাকবে তখন কিনা যন্ত্রগুলো ওদের যাবতীয় কাজ করে দেবে!

অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্নোবলের 'হাওয়া কল' (উইণ্ড মিল) বসানোর নক্সাপত্র তৈরী হয়ে গেল। জোন্‌সের খান তিনেক বই থেকে যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি আবিষ্কার করা হ'ল। এককালে যে চালাতে কৃত্রিম উপায়ে ডিমফোটানো হ'ত সেটি এখন স্নোবলের গবেষণার ঘর। এই ঘরখানাতে কাঠের মেঝে থাকার দরুন আঁক-জোক করার খুব সুবিধে। স্নোবল এই ঘরে এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজে ব্যস্ত থাকে। তার সামনে বইগুলো খোলা রয়েছে, বইএর পাতায় পাথর চাপানো, আর সে নিজে সামনের পায়ের থাবাতে মুঠো ক'রে চক খড়ি ধ'রে এপাশে ওপাশ ঘোরাঘুরি করছে, খড়ির আঁচড় টানছে, উত্তেজিত মুহূর্তে অর্ধস্ফুট 'হুঁ-হুঁ' আওয়াজ ছাড়ছে। দেখতে দেখতে নক্সা হয়ে উঠল জটিল বাঁকাচোরা দাঁতালো রেখার মিছিলের মত। মেঝেখানার বেশিরভাগ অংশ এই নক্সার বিচিত্র চিত্রে ঢেকে গিয়েছে। অপরাপর জন্তুরা এসব দেখে কিছুই বুঝতে পারল না, তবে তারা মুগ্ধ হ'ল বৈকি।

ওরা প্রত্যেকে দিনে অন্ততঃ একবার করে স্নোবলের নক্সা দেখতে আসে। এমন কি হাঁস মুর্গীরাও বাদ যায় না, ওদের কেবলই ভয় এই যে, পাছে পা দিয়ে নক্সাগুলো মাড়িয়ে ফ্যালে, তার জন্যে রীতিমত কসরৎ ক'রে চলাফেরার দরকার হয়। কেবলমাত্র নেপোলিয়ন নিজে এ ব্যাপারটা পরিহার করে চল্‌ছে। অবশ্য 'হাওয়াকল' পরিকল্পনার প্রথম উন্মেষেই নেপোলিয়ন জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে এর বিপক্ষে। হঠাৎ একদিন সে হাজির হ'ল নক্সাগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। এটা কেউ আশা করে নি। ঘরময় গম্ভীর ভাবে পায়চারী করতে করতে সে নক্সার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখল, দু'-একবার নাক বাড়িয়ে শুঁকে পরখ করল, খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নক্সার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করল যেন, এরপর অতর্কিতে একটা পা উঁচু করে নক্সার ছকের ওপর প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল গম্ভীর ভাবে, একটি কথাও না বলে।

হাওয়া কলের ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে কৃষিভবনে সম্পূর্ণ দুটো দল গড়ে উঠল। স্নোবল অবশ্য স্বীকার করল যে, হাওয়া কল বানানো খুবই শক্ত কাজ। দেয়াল তৈরীর জন্যে খুঁড়ে পাথর যোগাড় করতে হবে, দেয়াল গেঁথে তুলতে হবে, হাওয়া ধরবার জন্য পাখা তৈরী করতে হবে, তারপর চাই তার আর ডায়নামো। কি ক'রে যে এগুলো সংগ্রহ করা যাবে সে কথা স্নোবল জানালো না। কিন্তু এ সব ব্যবস্থা এক বছরের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে এটা স্নোবল দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল। এবং পরিশেষে সে এও প্রকাশ করল যে, এই নব্য ব্যবস্থার দরুন পশুদের মেহনৎ এত কমে যাবে যে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন তাদের কাজ করতে হবে—বাকী সময়টা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব হয়ে যাবে; অপর পক্ষে নেপোলিয়নের

যুক্তি হচ্ছে এই যে, বর্তমানে শুধু খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়াটাই জরুরী প্রয়োজন। এই সময়ে যদি তারা হাওয়া কলের পিছনে সময় অপচয় করে তাহলে অচিরে অনাহারে মরতে হবে তাদের সকলকে।

জানোয়ারদের মধ্যে দুটি বিরোধী দল দাঁড়িয়ে গেল—এক দলের বুলি হ'ল—'স্নোবলকে ভোট দাও—সপ্তাহে তিন দিন খাটো,' আর এক দলের জিগির হচ্ছে—'নেপোলিয়ানকে ভোট দাও—পেট পুরে খাও।'

একমাত্র বেঞ্জামিন কোনো দলেই যোগ দিল না। খাবার যে আরও বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে একথাও সে বিশ্বাস করে না—আবার, হাওয়া কল হ'লে খাটুনী বাঁচবে সেকথাও সে মানতে রাজী নয়। হাওয়া কল হোক আর না-ই হোক জীবন যেমন চিরকাল চলে এসেছে তেমনিই, অর্থাৎ দুর্দশাগ্রস্ত ভাবেই চলবে।

হাওয়া কল নিয়ে মতানৈক্য ছাড়াও আর একটি বিষয় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কৃষিভবন রক্ষার ব্যাপারটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষেরা গোশালার যুদ্ধে একবার পরাস্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না। তারা আরও লোকজন হাতিয়ারপাতি নিয়ে দৃঢ়তর সংকল্পের সঙ্গে আক্রমণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার তারা জোন্সকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চরম চেষ্টা করবে। মানুষের আক্রমণের আশঙ্কাটা আরও প্রবল হওয়ার হেতু এই যে, গোশালার যুদ্ধের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে আশপাশের সব খামারের পশুরা ক্ষেপে গিয়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করছে।

যথারীতি খামার রক্ষার ব্যাপারেও নেপোলিয়ন আর স্নোবলে বিরোধ বাধল। নেপোলিয়নের মত হচ্ছে, যে উপায়েই হোক আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শিখতে হবে।

আর স্নোবল এই মত প্রকাশ করল যে, দিকে দিকে আরও পারাবতদূত পাঠিয়ে বাকী সব খামারের জন্ত জানোয়ারদের বিপ্লবের দিকে অগ্রসারী করা প্রয়োজন। এ বল্লে যে, আমরা যদি আত্মরক্ষাই করতে না পারি তাহলে হেরে যাবো নির্ঘাৎ। আর ও বল্লে, চারদিকে যদি বিপ্লব শুরু হয়ে যায় তাহলে আর আত্মরক্ষার দরকারই হবে না। পশুরা প্রথমে নেপোলিয়নের বক্তৃতা শুনল, আবার তারপর স্নোবলের কথা শুন্‌ল— তার ফলে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না যে কার কথা ঠিক। ওদের মনটা এমনই যে, যখন যার কথা শোনে সেইমুহূর্তে তারই সঙ্গে একমত হয়ে যায়।

অবশেষে একদিন সত্যিই স্নোবলের হাওয়া-কলের ছক-নক্সা সব তৈরী হয়ে গেল। সামনের রবিবারের সভাতে ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, হাওয়া কলের কাজ বর্তমানে শুরু হবে কিনা। একে একে সব পশু সমবেত হ'ল। স্নোবল উঠল বক্তৃতা দিতে। মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল 'চার পা ভালো—দু-পা খারাপ' জিগির দিয়ে বাধা সৃষ্টি করছে, কিন্তু ·স্নোবল সে সব গ্রাহ্য না ক'রে হাওয়া কল বানানোর প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে চল্‌ল।

নেপোলিয়ন উঠল জবাব দিতে। সে পরিষ্কার বলে দিল যে হাওয়া-কল হচ্ছে আস্ত বুজরুকী। পশুদের কাছে তার সৎপরামর্শ—'কেউ হাওয়া কলের স্বপক্ষে ভোট দিও না।' এই বলে সে গম্ভীরভাবে বসে পড়ল। বোধ হয় আধমিনিটও সে বলেনি—এবং তার বলার ফলাফল নিয়ে তাকে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত দেখা গেল না। এরপর স্নোবল উঠে দাঁড়াল। তাকে উঠতে দেখেই ভেড়ার পাল আবার জিগির জুড়ে দিয়েছে—তাদের প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে স্নোবল হাওয়া কলের স্বপক্ষে ভোট আদায়ের

উদ্দেশ্যে আবেগময় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় পশুদের কাছে আবেদন জানাল।

এতক্ষণ পর্যন্ত পশুদের সহানুভূতি দুই নেতার দিকেই প্রায় সমভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু স্নোবলের বাগ্মিতার উচ্ছ্বাসে তাদের মন ভিজে গেল। স্নোবল দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলছে, 'আমাদের এই পশু ভবনের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পশুদের ঘাড় থেকে গুরুভার মেহনতের বোঝা নামিয়ে দেওয়া।' তার কল্পনা বহুদূর-প্রসারী—বিদ্যুতের সাহায্যে শুধু যে খড় কাটাই হবে তা নয়, তার চেয়ে ঢের বড় বড় কাজ হবে, যেমন ক্ষেতে লাঙল দেওয়া, কাটাই, মাড়াই, আঁটি বাঁধা—সব হবে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে। এ ছাড়া পশুদের বাসের জায়গায় আলো, ঠাণ্ডা জল, গরম জল, বৈদ্যুতিক উনুন সবরকম ব্যবস্থা হবে। স্নোবল যখন বক্তৃতা শেষ করল তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে কোন পক্ষের জয় হবে ভোটে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়িয়ে তির্যক দৃষ্টিতে স্নোবলের দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাল—তারপর অদ্ভুত একটা গলার আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠল। ইতিপূর্বে তাকে এমন আওয়াজ করতে কেউ দ্যাখে নি।

এই শব্দ থাম্‌তে-না-থাম্‌তে সভার বাইরে কুকুরের 'ঘেউ-ঘেউ' শোনা গেল। আর ন'টি বিপুলকায় কুকুর তীর বেগে ছুটে এল গোলাবাড়িতে। তারা সরাসরি স্নোবলের দিকে ধেয়ে চল্‌ল। স্নোবল কোনোক্রমে ওদের ওই তীক্ষ্ণ দাঁতের আক্রমণ বাঁচিয়ে দৌড়তে লাগল। নিমেষের মধ্যে সে দরজার বাইরে পৌঁছে গেল—কুকুরগুলোও চলল ওকে তাড়া ক'রে। স্নোবল দৌড়চ্ছে লম্বা মাঠের ওপর দিয়ে সোজা বড় শড়কের দিকে। তার দৌড় ত শূয়োরের দৌড়, কুকুরগুলো তার কাছাকাছি গিয়ে পড়ল

ব'লে। হঠাৎ একবার তার পা পিছলে গেল—সবাই ভাবল, এবারে কুকুরের কবলে পড়ল স্নোবল। কিন্তু চট্ ক'রে সাম্‌লে নিয়ে সে আরও জোরে ছুট মারল—কিন্তু কুকুররা ওকে ধরল ব'লে, আরও কাছিয়ে গিয়েছে ওরা। একটা কুকুর ওর লেজে এক কামড় মেরেছিল আর কি, এমন সময়ে স্নোবল এক ঝাপ্‌টায় লেজটা সরিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—ওদের মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাৎ! হঠাৎ স্নোবল বেড়ার ফাঁক দিয়ে টুক ক'রে গলে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

পশুরা ভয়ে মুখ শুকিয়ে, চুপচাপ গোলাবাড়িতে গুটিগুটি ফিরে এল। লহমার মধ্যে কুকুরগুলোও লাফাতে লাফাতে হাজির হল।

প্রথমে ওরা কেউ ধারণাই করতে পারে নি, এই কুত্তারা কোথা থেকে এসেছে, অবশ্য সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতেও সময় লাগল না। নেপোলিয়ন যে ন'টি কুকুরবাচ্ছাকে মানুষ করবার দায়িত্ব নিয়ে তাদের মায়েদের কাছ থেকে সরিয়ে জনান্তিকে পালন করছিল—এরা তারাই। যদিও এরা পূর্ণযুবক হয়ে ওঠে নি, তবু এখনই রীতিমত বড়সড় দেখাচ্ছে এদের। আর কী ভয়ঙ্কর চেহারা—যেন নেকড়ে বাঘ এক একটা! এরা সর্বক্ষণ নেপোলিয়নের পায়ে পায়ে রয়েছে, সেই সে-আমলে জোন্‌সকে দেখে কুকুরগুলো যেমন ক'রে লেজ নাড়ত, এরা নেপোলিয়নকে দেখে অবিকল তেমনি ভাবে লেজ নাড়ছে!

একদা যেখানে দাঁড়িয়ে বুড়ো মাতব্বর প্রথম বক্তৃতা ক'রেছিল নেপোলিয়ন সেই উঁচু জায়গাতে উঠে দাঁড়াল—তার পিছনে কুকুরগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে। সে ঘোষণা করল যে, এরপর আর রবিবারে কোনো সভা হবে না। এর কোনো প্রয়োজন নেই, মিছে সময় নষ্ট হয় এতে।

এখন থেকে খামারের কার্য নির্বাহের জন্য বিশেষ একটি সমিতি গঠিত হবে, কেবলমাত্র শূকরেরা এই সমিতির সদস্য থাকবে—আর নেপোলিয়ন স্বয়ং হবে সেই সমিতির সভাপতি। সমিতির বৈঠক সাধারণের সমক্ষে বসবে না—অবশ্য বৈঠকের পর সমিতির সিদ্ধান্তগুলি সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রতি রবিবার সকালে পশুগণ মিলিত হয়ে পতাকা নমস্কার সেরে 'ইংলণ্ডের পশুরা' গাইবে, তারপর যার-যার সপ্তাহের কাজ বুঝে নিয়ে সরে পড়বে। কোন রকম তর্কবিতর্ক একদম চলবে না।

স্নোবলকে তাড়িয়ে দেওয়ায় সবাই মনে মনে আঘাত পেয়েছিল। এর ওপর এই আচম্‌কা ঘোষণা শুনে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল সবাই। ঠিকমত যুক্তি খুঁজে পেলে কেউ কেউ হয়ত প্রতিবাদও করতে প্রস্তুত ছিল। বক্সার পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সে একবার কান দুটো পিছনে ঠেলে দিলে, তারপর কপালের চুলে নাড়া দিল, এমনিভাবে সে ছড়ানো ভাবগুলোকে চিন্তাসূত্রে গাঁথতে খুব চেষ্টা করল, কিন্তু বল্‌বার মত কিছুই খুঁজে পেল না শেষ পর্যন্ত। অবশ্য শূকরদের মধ্যে কেউ কেউ এদিক দিয়ে কৃতী। সাম্‌নের সারির চারজন অল্পবয়স্ক শূকর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ জানালো। তারা চার জনে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌ল এবং বক্তৃতা জুড়ে দিল সমবেতভাবে। কিন্তু সহসা নেপোলিয়নের পার্শ্বচর কুকুরগুলো ভারী গলায় ভয়ঙ্কর গর্জন করতেই শূয়োর বাচ্ছারা থেমে গেল, এবং গুটি গুটি নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। এরপর শুরু হয়ে গেল ভেড়ার পালের জিগির—'চার পা ভালো—দু পা খারাপ।' পনের মিনিট ধরে এক নাগাড়ে এই চল্‌ল। তার ফলে আর কোনো আলোচনার প্রশ্নই উঠ্‌ল না।

এই নববিধানের আসল উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য স্কুইলারকে পশুদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে।

'বন্ধুগণ!' সে বল্‌লে—'আমি বিশ্বাস করি যে, বন্ধু নেপোলিয়ন এই যে বাড়তি মেহনৎ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছেন, এর মর্ম তোমরা বুঝতে পারছ। তোমরা যদি মনে করে থাকো যে, নেতা হওয়ায় সুখ কিছু আছে তাহলে ভুল করবে। ঠিক তার উল্টো ব্যাপার—নেতৃত্ব হচ্ছে গভীর এবং গুরুভার দায়িত্বের বোঝা। সব পশুই সমান একথাটা কমরেড নেপোলিয়ন যতখানি বিশ্বাস করেন, তোমরা কেউ ততটা পারো না। তোমরা নিজেরা বিচার বুদ্ধি দিয়ে ঠিক পথটা বেছে নিতে পারো—এ দেখলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। কিন্তু কি জানো! তোমরা হয়ত ভুল পথ ধ'রে বস্‌বে। তখন বন্ধু আমাদের কি দশা হবে? মনে করো যদি তোমরা স্নোবলকে অনুসরণ করতে, তার ওই হাওয়া কলের মত ভূয়ো একটা জিনিসকে সত্যি মনে করে তার পিছনে ছুটতে তাহলে—। স্নোবল যে একটা আস্ত বদমায়েস ছাড়া কিছু নয় আমরা ত তা এখন সবাই জানি!'

কে যেন বল্‌ল—'কিন্তু সে গোশালার যুদ্ধে বীরের মত লড়াই করেছিল।'

'বীরত্বই সব নয়!' স্কুইলার জবাব দিল—'আনুগত্য, বাধ্যতা এগুলো আরও প্রয়োজন। আর গোশালার যুদ্ধের কথা বলছ, দেখ্‌বে আমরা ক্রমশঃ বুঝতে পারব যে তার মধ্যে স্নোবল যেটুকু করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। নিয়মানুবর্তিতা, বুঝলে কমরেডগণ, লৌহ-কঠিন নিয়মানুবর্তিতাই হচ্ছে আজকের একমাত্র কথা। এক

কদম আমরা ভুল পথে পা বাড়িয়েছি কী আমাদের দুষমনেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। তোমরা নিশ্চয় চাও না যে জোন্‌স আবার ফিরে আসুক ?' *

এই অকাট্য যুক্তির আর কোন জবাব নেই। সত্যিই, পশুরা ত কেউ চায় না যে জোন্‌স ফিরে আসুক। যদি রবিবারে সকালের বিতর্ক সভাই জোন্‌সের ফিরে আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে সে সভাই বন্ধ হোক। বক্সার এতক্ষণ ধরে ভেবে ফেলেছে, কাজেই সাধারণের মুখপাত্র হয়ে বল্‌লে—'যদি কম্‌রেড নেপোলিয়ন একথা ব'লে থাকে ত এটাই ঠিক।' এবং এর পর থেকে বক্সার এই সার ব'লে গ্রহণ করল—'নেপোলিয়ন সর্বদা নির্ভুল।' তার প্রাক্তন 'আমি আরও বেশি মেহনৎ করব।' নীতির সঙ্গে এই নূতন নীতিটিও যুক্ত হয়ে গেল।

এদিকে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে লাঙল পড়ল।

যে ঘরে স্নোবল তার নক্সার ছক এঁকে রেখেছিল সে ঘরখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। সবাই ধরে নিয়েছে যে তার নক্সার আঁকিবুকি সব মুছে ফেলা হয়েছে মেঝে থেকে।

আজকাল প্রতি রবিবার পশুরা সকালে বড় গোলাবাড়িতে জমায়েৎ হয়ে সাপ্তাহিক কাজের নির্দেশাদি গ্রহণ করে। বুড়ো মাতব্বরের মাথার খুলি থেকে মাংস-চামড়া সব খসে গিয়ে সেটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে—এখন সে খুলিটা ফলবাগানের সমাধি থেকে উঠিয়ে এনে পতাকাদণ্ডের নীচে বন্দুকটির পাশে আর একটি দণ্ডে আটকে রাখা হয়েছে।

পতাকা ওড়ানোর পর, সবাই গোলাবাড়িতে যাবার আগে, ওই খুলিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সারি বেঁধে খুলির সম্মুখ দিয়ে সম্ভ্রমভরে চলে যায়।

আজকাল আর আগের মত ওরা সবাই এক সঙ্গে বসে না। নেপোলিয়ন আর স্কুইলার, তার সঙ্গে মিনিমাস নামক আর একটি বিশিষ্ট বরাহ উঁচু মঞ্চে বসে থাকে—ওদের পাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সেই নটি কুকুরও মঞ্চের ওপর থাকে। মিনিমাস হচ্ছে একজন কবি, সে গানও বাঁধতে পারে—অসাধারণ গুণসম্পন্ন প্রাণী। মঞ্চের ওপর, পিছন দিকে থাকে আর সব শূয়োরেরা। অন্যান্য পশুরা মঞ্চের দিকে মুখ ক'রে গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণ দখল ক'রে বসে।

নেপোলিয়ন সামরিক কাঠখোট্টা কায়দায় কর্কশকণ্ঠে আগামী সপ্তাহের কর্মপদ্ধতি পড়ে যায়। এরপর মাত্র একবার 'ইংলণ্ডের পশুরা' গেয়ে পশুদের চলে যেতে হয়।

স্নোবল বিতাড়িত হবার পর যেটা তৃতীয় রবিবার পড়ল, সেদিন হঠাৎ নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, শেষ পর্যন্ত হাওয়া কল বানানোই হবে। একথা শুনে সবাই ত অবাক। নেপোলিয়ন যে কেন মত বদলেছে একথা সে প্রকাশ করল না। সে শুধু সংক্ষেপে জানিয়ে দিল যে, এই বাড়তি কাজের দরুন সবার ঘাড়ে আরও পরিশ্রমের চাপ পড়বে। হয়ত খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণও কমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ওদিকে কাজের ছক-নক্সার যাবতীয় খুঁটিনাটি সব তৈরী হয়ে গেছে। এই কাজের জন্য গত তিন-সপ্তাহকাল ব্যাপী শূকরদের এক বিশেষ কমিটিকে অজস্র শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। হাওয়া কলের গঠন কার্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক সব পরিকল্পনা কাজে রূপায়িত করতে হয়ত বছর দুই সময় লাগবে।

সেদিন সন্ধ্যাতে স্কুইলার পশুদের কাছে গোপনে বুঝিয়ে দিল যে বস্তুতঃ নেপোলিয়ন কোনোকালেই হাওয়া কলের বিপক্ষে ছিল না।

বরং হাওয়াকল বানানোর মতলবটা গোড়াগুড়ি নেপোলিয়নেরই ছিল, স্নোবল ডিম ফোটাবার ঘরের মেঝেতে যেসব নক্সা এঁকেছিল সেগুলোও ত নেপোলিয়নের নিজস্ব। স্নোবল চুরি ক'রে এনেছিল নেপোলিয়নের কাগজপত্র থেকে। আসলে হাওয়া-কলটা নেপোলিয়নেরই নিজের সৃষ্টি!

কে একজন প্রশ্ন করলে—'তাই যদি হবে, তাহলে সে এর বিরুদ্ধে এত কথা বললে কেন?'

স্কুইলার ধূর্তভাবে একবার তাকিয়ে বলল—'এটা হচ্ছে কমরেড নেপোলিয়নের চালাকি! আসলে স্নোবলকে তাড়াবার জন্যেই নেপোলিয়ন বাইরে-বাইরে হাওয়া-কল গড়ার বিরোধিতা দেখাচ্ছিল। স্নোবল দুষ্ট চরিত্রের জীব, তার প্রভাব আমাদের সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে পারত। এখন স্নোবল দূর হয়েছে, কাজ অগ্রসর হয়ে যাবে, সে আর বাগ্‌ড়া দিতে পারবে না। একেই বলে কৌশল'। স্কুইলার হেসে জানাল। সে বার কয়েক এই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল—'কৌশল, কমরেডগণ, কৌশল!' লেজ দোলাতে দোলাতে সে খুশির হাসি হাসল।

পশুরা ঠিক বুঝতে পারে না স্কুইলারের এ কথার অন্তার্থ। কিন্তু তবু তার বলার ভঙ্গীতে এমন যুক্তির ভাব ফুটে উঠল আর ওর সঙ্গে তিনটে কুকুর ছিল, তারা এমন ভীষণভাবে গজরাতে লাগল যে স্কুইলারের ব্যাখ্যা সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল—বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে সাহস করে কেউ আর গেল না।

(৬)

সারা বছর ধরে পশুরা সব ক্রীতদাসের মত মেহনৎ করল। কেউই ত্যাগস্বীকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কারণ তারা ভালো ক'রেই জানে

যে, যা কিছু করছে তা সবই ত তাদের নিজেদের জন্যে আর যেসব পশু উত্তরকালে আসবে তাদেরও জন্যে। ওইসব অলস, তস্কর মানুষগুলোর জন্যে ত তাদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে না।

গোটা বসন্তকাল আর গ্রীষ্মে ওরা সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা মেহনৎ করেছে। এর ওপর আগস্ট মাসে নেপোলিয়ন ঘোষণা করল যে রবিবারের অপরাহ্ণেও কাজ হবে। এই কাজটা অবশ্যই সম্পূর্ণ কর্মীদের স্বেচ্ছাধীন, তবে যদি কোনো পশু এই স্বেচ্ছাধীন কাজে গরহাজির হয় তাহলে তার খাদ্যবরাদ্দ কমে গিয়ে অর্ধেক হবে। এত ক'রেও দেখা গেল যে কতকগুলি কাজে মোটেই হাত দেওয়া গেল না। এবারে ফসল কিছু কম হয়েছে গতবারের তুলনায়। আর গ্রীষ্মের গোড়াতে যে দুটি ক্ষেতে 'কন্দ' রোপণ করা উচিত ছিল সে দুটি ক্ষেত ঠিক সময়ে লাঙল দিয়ে তৈরী করা গেল না ব'লে 'কন্দ' মোটে রোপণ করাই হ'ল না। কাজেই সামনের শীতটা যে বেশ কষ্টে কাটাতে হবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

হাওয়াকলের কাজে এমন-এমন সব অসুবিধে দেখা দিচ্ছে যা আগে থেকে অনুমান করে নি কেউ। খামারের এলাকার ভেতরেই চুনো-পাথরের ভালো জমি রয়েছে, বাইরের বাড়িতে মজুত ছিল প্রচুর বালি আর সিমেন্ট। কাজেই, গাঁথনীর জন্যে যেসব মালমশলা দরকার সবই হাতে রয়েছে। কিন্তু পয়লা নম্বর সমস্যা দাঁড়াল, পাথরগুলোকে ঠিক-ঠিক মাপে ভেঙে টুকরো করা যায় কি ক'রে তাই নিয়ে। গাঁইতি আর লোহার ছেনি ছাড়া এ কাজ হয় না। অথচ কোনো পশুই ত শুধুমাত্র পিছনের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াতে পারে না, আর পিছনের পায়ে সোজা হয়ে না দাঁড়াতে পারলে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারও করা যায় না। এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে সপ্তাহ কয়েক পরে একজনের মাথায়

আসল মতলবটা এল—এর জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে প্রয়োগই হচ্ছে যথার্থ উপায়। খাদের চারিদিকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর পড়ে রয়েছে। ওরা করলে কি, সেই সব বৃহৎ পাথরকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর সবাই মিলে, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, যারা কায়দা ক'রে দড়ি আঁকড়ে ধরতে পারে তারা সবাই একসঙ্গে মিলিতশক্তির বলে ধীরে ধীরে চড়াইয়ের উপর দিয়ে সে পাথরকে টিলার মাথায় তুলল। সেই উঁচু জায়গা থেকে আবার সজোরে পাথরকে টিলার কিনারা থেকে একেবারে ঠেলে নীচে ফেলে দিল। সময়ে সময়ে তেমন সঙ্কটে পড়লে শূকরেরাও ওদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে লাগল। ওই উঁচু থেকে নীচে আছড়ে পড়ে পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একবার ভেঙে টুকরো হয়ে গেলে অবশ্য তারপর সেগুলো বয়ে ওপরে তোলাটা সহজ। ঘোড়ারা গাড়ি বোঝাই দিয়ে সেগুলো বইল, ভেড়ারা এক-এক খণ্ড ক'রে ঠেলেঠুলে নিয়ে গেল, এমন কি মুরিয়েল আর বেঞ্জামিন দু'জনে মিলে একটা সেকেলে গাড়িতে নিজেদের জুতে নিয়ে ভাগের মেহনৎ পুজিয়ে দিতে লাগল। এমনি ক'রে গ্রীষ্মের শেষের দিকে যথেষ্ট পাথর জমা হয়ে গেল, তারপর শুরু হয়ে গেল ইমারত তৈরীর কাজ। তদ্‌বির-তদারকীর দায়িত্ব নিল শূকরকুল।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ, সময়ও প্রচুর খরচ হচ্ছে। প্রায়ই এমন হয় যে, একখণ্ড বড় পাথর খাদ থেকে ওপরে তুলতে তামাম দিনটা লেগে গেল, তারপর যখন কিনার দিয়ে নীচে ফেলা হ'ল তখন হয় ত আস্ত পাথরটা আর ভাঙলই না।

বক্সারকে বাদ দিয়ে কোনো কাজই উদ্ধার হতে পারত না। এক এক সময়ে এমন মনে হয় যে, তার একার যা ক্ষমতা, খামারের আর

বাকী সকলের মিলিত শক্তি যেন তার চেয়ে বেশি নয়। অনেক সময় এমন হ'ত যে ওপর দিকে ভারী পাথর তুল্‌তে তুল্‌তে হঠাৎ পাথরটা নীচের দিকে গড়াতে শুরু করল আর সেই সঙ্গে জানোয়ারদেরও হিড়-হিড় করে নামিয়ে নিয়ে চলল। এই সময়ে বক্সার একাই পাথরের দড়ি আঁকড়ে প্রাণপণে গড়ানো ঠেকিয়ে রাখে। তার এই অমিত কর্মক্ষমতা দেখে সবাই সাবাস দেয়। একটু একটু ক'রে সেই খাড়া চড়াই পথ বিপুল শক্তি দিয়ে সে যখন চলে, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে, ক্ষুর দিয়ে মাটিকে যেন সেঁটে ধরেছে সে, চওড়া পিঠের দু-পাশ দিয়ে দর-দর ঘাম ঝরে—তখন সবাই তারিফ করে বক্সারের। কখনও কখনও ক্লোভার তাকে এত বেশি মেহনত করতে বারণ করে। কিন্তু বক্সার গ্রাহ্য করে না।—'আমি আরও বেশি খাটব।' আর, 'নেপোলিয়ন সর্বদা নির্ভুল।' এই দুটো নীতিকথা যেন সকল সমস্যার সমাধান মন্ত্র। আজকাল সে মুরগীর সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা করে আর সকলের চেয়ে পৌনে একঘণ্টা আগে ঘুম থেকে ওঠে,—আগের মত আধঘণ্টা আগে ওঠাতেও সে খুশি নয়। এছাড়া, ফালতু অবসরে (আজকাল এরকম ফাঁকা সময় বড় বেশি পায় না সে) সে একাই খাদে চলে গিয়ে, কারুর সাহায্য ছাড়াই পাথরের টুকরো গাড়িতে বোঝাই ক'রে হাওয়াকল তৈরীর জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে জমা করে।

এত মেহনৎ সত্ত্বেও এবছর গরমকালে জানোয়ারদের অবস্থা এমন কিছু খারাপ গেল বলে মনে হয় না। জোন্‌সের আমলে ওরা যা খেতে পেত তার চেয়ে যদি বেশি না পেয়ে থাকে তাই কী—তার চেয়ে কমও ত পাচ্ছে না! এখন ত ওদের শুধু নিজেদেরই খাওয়া-দাওয়ার ভার বইতে হচ্ছে। এর ওপর পাঁচ পাঁচটা ফোতো মানুষকে পুষতে হচ্ছে

না—এই আনন্দেই ওরা বেশ খুশি আছে। সে খুশির তুলনায় ওদের ব্যর্থতা যেন কিছুই নয়।

আর, কতকগুলো কাজে মানুষের চেয়ে তাদের পদ্ধতি সহজতর এবং তাতে ওদের মেহনৎও বেঁচে যায়। যেমন ধরুন না, নিড়ানোর কাজটা ওরা এমন নিখুঁতভাবে করতে পারে যা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। আজকাল ত চুরিচাপাটির বালাই নেই, সেজন্যে চারণ-ভূমির থেকে আলাদা চাষের জমি ঘিরে রাখার দরকার হয় না। এতে ক'রে কত মেহনৎ বেঁচে গেছে—বেড়া মজবুত রাখা, গতায়াতের দরজা বানানো, কিছু দরকার নেই।

তবু গ্রীষ্ম যত এগুতে লাগল ততই কতকগুলো অভাব হঠাৎ গজিয়ে ওদের ভাবিয়ে তুলল। এখন চাই মেটে তেল, কাঁটা পেরেক, সূতলী দড়ি, কুকুরেব বিস্কুট, ঘোড়ার নাল লাগাবাব লোহা—এগুলোর মধ্যে একটাও খামার বাড়িতে ফলানো যাবে না। এরপর আরও দরকার হয়ে পড়বে—বীজ, কৃত্রিম সার, এছাড়া হরেকরকম হাতিয়ারপাতি এবং হাওয়াকলের জন্য কলকব্জা। এগুলো কি উপায়ে সংগ্রহ করা যাবে, কেউ তা বাৎলাতে পারে না।

এক রবিবার সকালে জানোয়ারেরা কাজের ফরমাস নিতে গিয়ে শুনল যে, নেপোলিয়ন এক নূতন নীতি গ্রহণ করবে ব'লে স্থির করেছে। এখন থেকে য়্যানিম্যাল ফার্ম প্রতিবেশী ফার্মগুলির সঙ্গে ব্যবসায়সূত্রে আবদ্ধ হবে। অবশ্য এর পেছনে কোনো কারবারী মতলব নেই। শুধু কতকগুলি জরুরী দরকারী জিনিসপত্র সংগ্রহই আসল উদ্দেশ্য। নেপোলিয়ন বলল, যাবতীয় অন্যান্য দরকাবের চেয়ে হাওয়াকলের প্রয়োজনীয় জিনিসের গুরুত্ব ঢের বেশি একথা বিবেচনা করতে হবে।

অতএব সে একটা খড়ের গাদা বিক্রীর বন্দোবস্ত করছে, এ-বছরের উৎপন্ন গমেরও কিছুটা অংশ বিক্রীর ব্যবস্থা করেছে। এবং এরপর যদি আরও বেশি টাকার দরকার হয় তাহলে সেটা তুলতে হবে ডিম বেচে। উইলিংডনে ডিমের চাহিদা সব সময়ই রয়েছে—কাজেই ডিম বেচে টাকা সংগ্রহ করা শক্ত হবে না। এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন বলল যে, এই মহৎ ত্যাগ স্বীকারের সুযোগে মুরগীদের খুশি হওয়া উচিত। হাওয়াকল তৈরীর কাজে কেবলমাত্র তারাই এই বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে—এ কি কম কথা!

আর একবার জানোয়ারদের মধ্যে একটা আবছা অস্বস্তির হাওয়া বয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে কস্মিনকালে কোনো সম্পর্ক রাখব না, ব্যবসায় বাণিজ্য কিছুতেই করব না, টাকা পয়সা স্পর্শ করব না—এগুলোই ত প্রাথমিক সভার মূল প্রস্তাব ছিল। যখন জোন্‌স্‌কে ওরা তাড়িয়ে দিল তখন প্রথমে এই সংকল্পই ত ওরা গ্রহণ করেছিল! সব জানোয়ারেরই মনে পড়ছে সেই শপথ গ্রহণের কথা, অথবা একথা বলা যায় যে, যেন এইরকম একটা কিছু হয়েছিল ব'লে ওদের মনে হচ্ছে।

নেপোলিয়ন যেদিন সভা রদ ক'রেছিল সেদিনের সভায় যে চারটে চ্যাংড়া শূয়োর প্রতিবাদ করতে উঠেছিল—আজও তারা ক্ষীণকণ্ঠে কি কি যেন ব'লতে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কুকুরগুলোর প্রচণ্ড গর্জনের ধমকে তাদের কথা কোথায় ডুবে অতলে তলিয়ে গেল। তারপর যথারীতি ভেড়াদের 'চার পা ভালো—দু পা খারাপ' চীৎকার আরম্ভ হল। এইভাবে মুহূর্তের বেসামাল ভাবটা মেরামত হয়ে গেল। পরিশেষে নেপোলিয়ন তার সামনের থাবা উঁচিয়ে সবাইকে চুপ করতে নির্দেশ দিল, তারপর সে ঘোষণা করল যে, ইতিমধ্যে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সে সবই করে ফেলেছে। মানুষের সংস্পর্শে আসাটা পশুদের পক্ষে নিশ্চয়ই অগৌরব,

অতএব নেপোলিয়ন এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে কোনো জানোয়ারকে মানুষের কাছে যেতে হবে না। সে নিজেই এর যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা বইবে। উইলিংডনের বাসিন্দে এক য়্যাটর্নী—তার নাম 'হোয়াইমপার', রাজী হয়েছেন,—তিনি য়্যানিম্যাল ফার্মের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ স্থাপন করে দেবেন। তিনি প্রতি সোমবার সকালে এখানে হাজির হয়ে 'যথাকর্তব্য' জেনে যাবেন। বক্তৃতার উপসংহারে নেপোলিয়ন তার বরাবরের অভ্যাসমত 'য়্যানিম্যাল ফার্ম দীর্ঘজীবী হোক' জিগির দিল, এবং 'ইংলণ্ডের পশুরা' গীত হয়ে সভাভঙ্গ হ'ল।

পরে স্কুইলার যথারীতি ফার্মে ঘুরে ঘুরে পশুদের মনে স্বস্তি আনবার কাজে ব্যাপৃত হ'ল। সে বোঝালে যে, ব্যবসায় না-করা বা পয়সা কড়ি স্পর্শ-না-করার সংকল্প মোটেই গৃহীত হয় নি, এমন কি ও ধরনের কোনো আলোচনাই কস্মিন্‌কালে হয় নি, ওটা সর্বৈব কল্পনা-প্রসূত। মনে হচ্ছে যেন স্নোবলের রটানো কোনো মিথ্যা চক্রান্ত এর পিছনে রয়েছে। কিন্তু তবু কোন কোন পশুর মন থেকে সন্দেহটা পুরোপুরি ঘোচে না—তখন চতুর স্কুইলার তাদের খুব কায়দামাফিক জেরা শুরু করল—'তোমরা কি নিশ্চিত ব'লতে পারো যে এটা তোমাদের স্বপ্ন কল্পনা নয়, বন্ধুগণ? তোমাদের কাছে কি এই প্রস্তাবের কোন নজির আছে? যা বলছ তোমরা তা কি কোথাও লিখিত রয়েছে, দেখাতে পারো?' যেহেতু এমন কথা কোথাও লিখিত নেই সেহেতু জন্তুরা নিশ্চিন্ত মনে মেনে নিল যে, তাদেরই ভুল হয়েছে।

নির্দিষ্ট বন্দোবস্তমত শ্রীযুক্ত হোয়াইম্পার প্রতি সোমবার ফার্মে হাজিরা দেয়—ছোট্টখাট্ট মানুষটি, গালে গালপাট্টা, চোখের চাউনীতে

ধূর্ততা ফুটে আছে যেন। এমনিতে কাজ কারবার সামান্য—তবে আর কেউ অনুমান করবার আগেই সে আন্দাজ করেছিল যে য়্যানিম্যাল ফার্মের কাজে একজন দালাল দরকার হবেই—সে দালালীর মুনাফাটা খুব হেলাফেলার মত হবে না। এটাও হোয়াইম্পার বুঝতে পেরেছিল। তার এই গতায়াতটা পশুরা কেমন যেন ভয়ের চোখেই দেখত, যতটা পারত এড়িয়ে চল্‌ত তাকে। কিন্তু যখনই ওরা দেখত যে নেপোলিয়ন তার চারপায়ে দাঁড়িয়ে হোয়াইম্পারকে কাজের অর্ডার দিচ্ছে আর সামনে দু'পায়ে লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন গর্বে ওদের বুক যেন ফুলে উঠ্‌ত! কতকটা সেই কারণেই ওরা এই নতুন বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছে। এখন ওদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা আগের মত নেই। য়্যানিম্যাল ফার্মের উন্নতির দরুন মানুষগুলো আগের চেয়ে যে ওদের কম ঘৃণা করে তা নয়, বরং ওদের হিংসে যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মানুষ মাত্রেরই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, আজই হোক আর কালই হোক, য়্যানিম্যাল ফার্ম দেউলে হয়ে ভেঙে পড়বে। আর হাওয়া কলের ব্যাপার যে ফক্কা হয়ে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পানশালাতে বসে বসে ওরা ছক কেটে একে অপরের কাছে প্রমাণ ক'রে দেয় যে, হাওয়া কলটা নির্ঘাৎ উল্টে পড়বে, আর যদি বা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েও থাকে তবে অচল অকেজো হয়েই থাকবে। এত সব বিদ্বেষ সত্ত্বেও মানুষগুলোর মনের মধ্যে পশুদের প্রতি একটা সম্ভ্রম জন্মেছে—পশুরা কৃতিত্ব সহকারে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দেখে। এই সম্ভ্রমের একটা লক্ষণ এই যে, ওরা আজকাল য়্যানিম্যাল ফার্মকে য়্যানিম্যাল ফার্ম ব'লেই উল্লেখ করে, আগের মত ম্যানর ফার্ম বলে না। ওরা জোন্‌সের হয়ে ওকালতী করাও ছেড়ে দিয়েছে। আর জোন্‌স্‌ও ফার্ম ফিরে পাওয়ার আশা

ছেড়ে দিয়ে এ অঞ্চল থেকে দেশের অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করছে।

এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র হোয়াইম্পার ছাড়া মানব সমাজের আর কোন প্রাণীর সঙ্গে য়্যানিম্যাল ফার্মের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু প্রায়ই গুজব শোনা যাচ্ছে যে, নেপোলিয়ন নাকি খুব শীগ্‌গিরই ফক্সউডের পিল্‌কিংটন কিম্বা পিঞ্চফিল্ডের ফ্রেডরিকের সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে আবদ্ধ হবে। তবে একই সঙ্গে দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া যে সম্ভব নয় এটা সুনিশ্চিত।

এই সময়ে একদিন দেখা গেল যে শূকরেরা হঠাৎ বসতবাড়িতে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানেই বসবাস শুরু ক'রেছে। এবারও পশুদের মনে পড়ল যে, এর বিরোধী একটা প্রস্তাব যেন আগের আমলে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এবারেও স্কুইলার তাদের প্রত্যয় করালে যে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সে বল্‌লে যে, যেহেতু শূকরেরা ফার্মের বুদ্ধি যোগানো মস্তিষ্ক, তাদের কাজের জন্য একটু নিরিবিলি জায়গার দরকার। তা ছাড়া নেতার মান-মর্যাদার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে শূয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়ে তাঁর কোন বাড়িতে থাকাই শোভন। (ইদানীং স্কুইলার নেপোলিয়নকে 'নেতা' ব'লে উল্লেখ করে)।

কিন্তু যখন জানা গেল যে শূকরেরা রান্নাঘরে খাওয়া দাওয়া ত করেই, উপরন্তু বৈঠকখানা ঘরে আমোদপ্রমোদও করে, আবার বিছানাতে ঘুমোতে আরম্ভ করেছে—তখন কেউ কেউ বিচলিত হয়ে উঠল। বক্সার শুধু এই বলে নিশ্চিন্ত হ'ল যে 'নেপোলিয়ন সর্বদা নির্ভুল', কিন্তু ক্লোভারের বিশ্বাস যে ওর বেশ মনে পড়ছে, বিছানায় শোয়ার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ক্লোভার গোলাবাড়ির কোণে গিয়ে

সপ্তঅনুজ্ঞা পড়ে নিজের ধারণাটা যাচাই করবার জন্য চেষ্টা করল। যখন বুঝতে পারলে যে, ও শুধু অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা পড়তে পারে এবং কিছুতেই পদগুলো পুরোপুরি পড়তে পারলে না, তখন ও মুরিয়েলকে ডেকে আনলে।

ও মুরিয়েলকে বললে—'চার নম্বর অনুজ্ঞাটা পড়ে দাও ত! আচ্ছা, ওতে এমন কথা লিখছে না যে, বিছানায় শোবে না কখনও?'

খানিকটা কসরৎ করে মুরিয়েল বানান ক'রে পড়ল, 'এই ত লিখছে, কোনো পশু বিছানাতে শোবে না, চাদর পেতে।' মুরিয়েলের পড়া চুকল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্লোভার কিছুতেই মনে করতে পারল না যে চতুর্থ অনুজ্ঞাতে চাদরের উল্লেখ ছিল কিনা। কিন্তু দেওয়ালের ওপর যখন স্পষ্টাক্ষরে চাদরের কথা রয়েছে তখন অবশ্য সেটাই ঠিক। আর ঠিক এই সময়েই স্কুইলার গোটা দুই তিন কুকুর সঙ্গে ক'রে ওইধার দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল—সে সমস্ত ব্যাপারটা যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়ে দিল।

সে বল্‌লে—'কমরেডগণ, তোমরা তাহলে শুনেছ যে আমরা শূয়োরেরা বসতবাড়ির বিছানাতে ঘুমোই? কিন্তু কেন শোবো না বলো? তোমরা নিশ্চয় মনে করো না যে, বিছানায় শোয়ার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে? বিছানা বল্‌তে কি বোঝায়, যাতে শুয়ে ঘুমোনো হয় তা-ই বিছানা। আস্তাবল বা খোঁয়াড়ের মত জায়গায় খড়ের গাদাকেই আমরা বিছানা বলি। আপত্তি রয়েছে ওই চাদরের বেলাতে—যেহেতু চাদর হচ্ছে মানুষের আবিষ্কৃত। আমরা বসতবাড়ির বিছানা থেকে চাদর দূর করে দিয়ে শুধু কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোই। তাও বেশ আরামের।

কিন্তু মাথা খাটানোর কাজে যাদের সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় সেই শূকর-সমাজের যতটুকু প্রয়োজন, একথা আমি বল্‌তে পারি যে সে বিছানা তার চেয়ে মোটেই বেশি আরামদায়ক নয়। কম্‌রেডগণ, তোমরা নিশ্চয় আমাদের এই বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করতে চাও না, চাও কি? তোমরা নিশ্চয় চাও না যে আমরা এমন শ্রান্ত হয়ে পড়ি যার দরুন আমাদের কর্তব্য সমাধা করতে পারব না? নিশ্চয় তোমরা চাওনা যে জোন্‌স্‌ ফিরে আসুক আবার?'

তৎক্ষণাৎ পশুরা তার শেষ কথায় সমর্থন জানাল। এরপর আর শূকরদের বিছানায় শোয়া নিয়ে কেউ কোনো কথা কয় নি। এবং এর কিছুদিন পরে যখন ঘোষণা করা হ'ল যে, খামারের আর সব পশুরা শয্যা ত্যাগ করার এক ঘণ্টা পরে শূকরেরা সকালে উঠবে তখনও কেউ কোনো অভিযোগ করল না।

শরৎকাল এল। পশুরা পরিশ্রান্ত তবু তারা খুশি। এ বছরটা ওদের খুব কষ্টে কেটেছে, খড় আর শস্যের অনেকখানি বেচে দেওয়ার দরুন শীতের সঞ্চয় হিসাবে খুব বেশি কিছু অবশিষ্ট ছিল না—কিন্তু হাওয়া কলের আশাই যাবতীয় ক্ষতি পূরণ করেছে। ওটা তৈরীর কাজ প্রায় আধাআধি এগিয়ে গেছে। ফসল তোলার পর বেশ কিছুদিন শুক্‌নো খট্‌খটে গেল, সেই সময়ে পশুরা আরও বেশি পরিশ্রম ক'রে কাজ এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যদি দেওয়ালের গাঁথনীটা একফুট বেশি তোলা যায় তাহলে ততটাই এগিয়ে রইল—অতএব সারাদিন ব্যস্তভাবে পাথর যোগান দেওয়ার আর কামাই নেই। বক্সার আবার চাঁদের আলোতে রাত্তিরবেলা দু-একঘণ্টা কাজ করে একা-একা। অবসর সময়ে পশুরা অর্ধসমাপ্ত হাওয়া কলের চারধারে ঘুরে বেড়ায় আর অবাক হয়ে ভাখে—কি

করে ওরা এমন বিরাট আর চমৎকার দেয়াল তুলতে পারল, কেমন খাড়া হয়ে মাথা তুলে হাওয়া কলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে! একমাত্র বেঞ্জামিনই এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে নারাজ। অবিশ্যি স্বভাবসিদ্ধ দু-একটা বাঁকা মন্তব্য ছাড়া সে বিশেষ কিছু বলে না, সে হয়ত বলে—'গাধারা অনেক দিন বাঁচে।'

নভেম্বর সঙ্গে নিয়ে এল নৈঋতের গর্জনমুখর প্রবল বায়ুবেগ। সব ভিজে যাচ্ছে, সিমেণ্ট ধরিয়ে রাখা যাচ্ছে না—অতএব গাঁথনীর কাজ বন্ধ করতে হ'ল। অবশেষে একদিন রাত্রে ঝড়ের প্রখরতা এত বাড়ল যে খামার বাড়ির বনিয়াদগুলো পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, গোলাবাড়ির ছাদের মাথা থেকে গোটাকয়েক টালি উড়ে গেল। মুরগীগুলোর ঘুম ভেঙে গিয়ে তারা ভয়ের চোটে চেঁচামেচি জুড়ে দিল—ওরা সবাই নাকি দুঃস্বপ্ন দেখেছে, দূরে কোথায় কামানের গর্জন হচ্ছে। পরদিন সকালে জানোয়ারেরা ঘুম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে দেখল পতাকা-দণ্ড ধরাশায়ী হয়েছে, বাগানের একটি দেবদারু গাছ মূলো তোলার মত উপড়ে পড়ে রয়েছে। এর পরমুহূর্তে যে দৃশ্য ওরা দেখল তাতে প্রত্যেকের কণ্ঠ থেকে হতাশ করুণ স্বর বেরিয়ে এল—চোখের সামনে এ কী ভয়াবহ দৃশ্য হাওয়া কল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে।

নিমেষে সবাই দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হ'ল। নেপোলিয়ন সাধারণতঃ ধীরে ধীরে ছাড়া চলে না, সে-ই সকলের আগে ছুটে হাওয়া কলে পৌঁছল। এই ত তাদের সম্মুখে হাওয়া কলের বনিয়াদ ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, তাদের এতদিনের পরিশ্রমের ফল মাটিতে মিশে গেল—কী কষ্ট ক'রে ওরা সব পাথর জড়ো ক'রে ইমারৎ গড়বার জন্যে প্রাণপাত করেছে, সেই সব পাথরের টুকরো মাটিতে

ছড়িয়ে পড়েছে—হাওয়া কলের গাঁথনী আর নেই! প্রথমটা কারোর মুখেই কথা সরল না—শুধু শোকার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নেপোলিয়ন অস্থিরভাবে পায়চারী করছে, মাঝে মাঝে মাটি শুঁকে কী যেন পরখ করছে। লেজটা শক্ত হয়ে একবার এপাশ একবার ওপাশ ঘোরাচ্ছে সে। এটা মানসিক চঞ্চলতার লক্ষণ। সহসা সে থমকে দাঁড়াল, যেন মন স্থির করে ফেলেছে।

'কম্‌রেড্‌গণ', সে শান্তকণ্ঠে বল্‌ল—'তোমরা জান, এর জন্য কে দায়ী? তোমরা কি আন্দাজ করতে পারো রাতারাতি আমাদের হাওয়া কলের সর্বনাশ করবার জন্যে কোন্ শত্রু এসেছিল? স্নোবল!' সে হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠল—'স্নোবল এই কাণ্ড করেছে! আমাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্মেই সে আক্রোশবশে এই শত্রুতা করেছে। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ তোমরা, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ওই বিশ্বাসঘাতকটা রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এসে আমাদের পুরো একটি বছরের মেহনৎকে এইভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কম্‌রেডগণ, আমি এখনই এইখানে দাঁড়িয়ে স্নোবলের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলাম। আর যে তাকে জীবন্ত ধরে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে পুরো এক বুশেল আপেল পুরস্কার দেওয়া হবে। যে কেউ তার অপরাধের শাস্তি দিতে পারবে, তাকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর পশুবীর" উপাধিভূষিত করা হবে এবং তাকে আধ বুশেল আপেল উপহার দেওয়া হবে।'

এমন কি স্নোবলও যে এই ধরনের অপরাধ করতে পারে একথা জেনে সবাই যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হ'ল! ক্ষুব্ধ গর্জনধ্বনি শোনা গেল চারদিকে। এবং সকলেই ভাবতে লাগল পুনরায় যদি স্নোবল এখানে আসে তাহলে

কীভাবে তাকে ফাঁদে ফেলবে!......এর অল্পকালের মধ্যেই টিলার নীচে ঘাসের ওপর একটি শূকরের পায়ের ছাপ আবিষ্কৃত হ'ল। অবশ্য সে দাগটা কয়েক গজ গিয়েই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তবে অনুমান করা যাচ্ছে যে, বেড়ার কাছাকাছি একটা গর্তে গিয়ে দাগটা মিলিয়েছে। নেপোলিয়ন শুঁকে শুঁকে বলে দিল যে, এ পায়ের দাগ নির্ঘাৎ স্নোবলের। সে আরও বললে যে, তার বিশ্বাস স্নোবল ওই ফক্সউডের দিক দিয়েই খুব সম্ভব খামারে ঢুকেছিল।

পায়ের ছাপ পরখ শেষ হয়ে যাবামাত্র নেপোলিয়ন হাঁক দিল—'কম্‌রেডগণ! আর সময় নষ্ট করলে চল্‌বে না! কাজ পড়ে রয়েছে। আজই সকালে আমরা নতুন করে হাওয়াকল গড়তে শুরু করব। সারাটা শীতকাল, আমরা একাজ করব—রোদই হোক বা বৃষ্টি ঝরুক তাতে কিছু এসে যায় না! এই বিশ্বাসঘাতককে দেখিয়ে দেবো যে আমাদের পরিকল্পনাতে এতটুকু রদবদল হবে না, পূর্বপরিকল্পনামত দিনেই আমরা হাওয়াকল শেষ করব। এগিয়ে চলো কমরেড! হাওয়াকল দীর্ঘজীবী হোক! য়্যানিম্যাল ফার্ম দীর্ঘজীবী হোক!'

(৭)

তীব্র কঠিন হাড় কাঁপানো শীত। ঝড়ো হাওয়ার মাতুনীর পর তুষার এবং শিলাবৃষ্টি চলে। তারপর চারদিক বরফে জমে গেল। এই অবস্থা কাটতে কাটতে ফেব্রুয়ারী মাস কাবার হ'ল। পশুরা চরম ক্লেশসহকারে এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় যথাসম্ভব গাঁথুনীর কাজ করছে—এবং একথা ওরা ভালো ক'রেই জানে যে বাইরের মানুষগুলো খুব কৌতুহলী হয়ে ওদের সবকিছু নজর রাখছে। এও ঠিক যে, পশুরা

যথাসময়ে হাওয়াকল গড়ে তুলতে না পারলে মানুষগুলো বিজয়োল্লাসে মেতে উঠবে।

বিদ্বেষবশেই বোধকরি মানুষেরা বিশ্বাস করতে চায় না যে স্নোবল হাওয়াকল ভেঙে দিয়েছে, ওরা বলছে যে, দেয়ালটা খুব পাতলা হয়েছিল ব'লেই গাঁথনী ভেঙে গিয়েছে! কিন্তু জানোয়ারেরা ত জানে যে আসল ব্যাপারটা তা নয়। তবু, ওরা ঠিক করল যে এবারে আর দেড় ফুট গাঁথনীর দেয়াল না করে একেবারে তিনফুট চওড়া করবে। এতে অবশ্য আরও অনেক পাথর যোগাড় করতে হবে। দীর্ঘকাল যাবৎ খাদটা বরফে বোঝাই হয়ে রইল, সেজন্য কিছুই কাজ করা গেল না। তারপর যখন শুক্‌নো কন্‌কনে তুষার ঝড় চলল তখনই কিছু কিছু কাজ চালু হ'ল। আর এই শীতে কাজ করাও খুব কঠিন। আগের মত উদ্দীপনা আর নেই, পশুরা কেমন যেন ভেঙে পড়েছে। কিরকম ঠাণ্ডা! আর ক্ষিধেটাও সর্বক্ষণ লেগে থাকে। কেবল বক্সার আর ক্লোভারই সব সময় চাঙ্গা। আর স্কুইলার সর্বদা খাশা বক্তৃতা ঝাড়ছে—শ্রমের মর্যাদা, ত্যাগের আনন্দ এইসব তার বিষয়বস্তু। কিন্তু বক্তৃতার চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহ পায় ওরা বক্সারকে কাজ করতে দেখে, তার শক্তির বহর দেখে আর তার 'আরও বেশি কাজ করব' জিগির শুনে!

জানুয়ারীতে খাদ্যের ঘাটতি হল! শস্যের বরাদ্দ ছাট্ ক'রে অর্ধেক হয়ে গেল, এবং ঘোষণা করা হ'ল যে তার বদলে বাড়তি আলু দিয়ে এই অভাব পূরণ করা হবে। এরপর দেখা গেল যে ভালোভাবে ঢেকে না রাখার দরুন আলুগুলো বেশির ভাগ জমাট বেঁধে নষ্ট হয়ে গেছে, আলুগুলো কিরকম নরম আর বদ্ রং মেরে গেছে, তা থেকে খুব সামান্যই

খাবার মত পাওয়া গেল। ওরা কিছুদিন শুধু ভুষি আর বীটপালং খেয়ে কাটাল। অনশনের কঠিন চেহারা ওদের সামনে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রয়েছে।

এখন এই ব্যাপারটা বাইরের কেউ যাতে টের না পায় সেদিকে কড়া নজর রাখা খুব দরকার। হাওয়াকলের পতনের পর থেকে মানুষগুলো য়্যানিম্যাল ফার্মের সম্বন্ধে নিত্য নতুন মিথ্যে আবিষ্কারে উঠে পড়ে লেগেছে। আবার তারা রটাচ্ছে যে, দুর্ভিক্ষে আর মড়কে পশুগুলো উজাড় হয়ে যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি, আর শিশুহত্যায় পশুরা ধ্বংস হচ্ছে। এই অবস্থায় যদি এখানকার শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতির কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তার শোচনীয় পরিণাম যে কী হবে নেপোলিয়ন তা বেশ ভালো ক'রেই বুঝেছে। তাই সে হোয়াইম্পারের সাহায্যে ঠিক উল্টো খবর বাইরে রটাতে লাগল। এতকাল হোয়াইম্পারের সাপ্তাহিক পরিদর্শনের সঙ্গে জানোয়ারদের আদৌ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এবার হ'ল কি, কয়েকটি পশুকে বাছাই ক'রে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে, হোয়াইম্পারকে দেখলেই ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, খাদ্যবরাদ্দ বেড়ে গিয়েছে। একাজের জন্য ভেড়ারাই নিযুক্ত হ'ল। এছাড়া নেপোলিয়ন হুকুম দিল যে ভাণ্ডারশালার খালি পাত্রগুলির প্রায় পুরোপুরিটা বালি ভর্তি ক'রে তার ওপর বাকীটা খাদ্য ও শস্য দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। সুবিধে সুযোগ মাফিক একদিন এক অছিলায় হোয়াইম্পারকে ভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারপর অবশ্য সে দেখল শস্য বোঝাই পাত্রগুলি। সে খুব ঠকে গেল। এবং সে বাইরে বলে বেড়াতে লাগল যে য়্যানিম্যাল ফার্মে মোটেই খাদ্যাভাব ঘটে নি।

এত ক'রেও কিন্তু জানুয়ারীর শেষে বোঝা গেল যে বাইরে থেকে আরও কিছু খাদ্যশস্য সংগ্রহ না করলেই নয়। আজকাল নেপোলিয়নকে সাধারণের সামনে বিশেষ দেখা যায় না। সে সর্বদাই খামারবাড়ী থাকে। বাড়ির প্রত্যেক দরজায় সেই ভীষণদর্শন কুকুরগুলো পাহারায় মোতায়েন। আর যদি কখনও সে বাইরে বেরোয় তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে রীতিমত জাঁকজমক ক'রে, চারপাশে ছ-টা দেহরক্ষী কুকুর নিয়ে চলে। কুকুরগুলো কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেখলেই প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে হঠিয়ে দেয়। আজকাল রবিবার সকালেও নেপোলিয়ন বিশেষ বেরোয় না, অন্য শূকর মারফতে তার হুকুম জারি করে। প্রায়ই স্কুইলার এই স্থলাভিষিক্তের কাজ ক'রে থাকে।

এক রবিবার সকালে স্কুইলার ঘোষণা করল যে, যে সব মুরগীদের আবার ডিম পাড়বার সময় হয়েছে তাদের ডিম দিয়ে দিতে হবে। হোয়াইম্পারের মারফতে নেপোলিয়ন প্রতি সপ্তাহে চার শ' ডিম সরবরাহের ঠিকা নিয়েছে। ডিম বেচা টাকা দিয়ে শস্য এবং খাবার কিনে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত খামারের রসদ চালানো যাবে। তারপর অবশ্য পরিস্থিতি সহজ হবে।

একথা কানে যেতেই মুরগীরা প্রচণ্ড গোলমাল লাগিয়ে দিল। এরকম একটা প্রয়োজনের সম্ভাবনা হতে পারে, সেকথা ওরা এর আগে শুনে ছিল বটে, তবে বিশ্বাস করে নি যে এটা আদৌ কার্যে পরিণত হবে। ওরা এই সবে বসন্তে ডিমে তা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এই সময়ে ওদের কাছ থেকে ডিম কেড়ে নেওয়া মানে হত্যাকাণ্ড—ওরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করল। জোন্‌সকে তাড়াবার পর আজ এই প্রথম এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা নাকি কতকটা বিদ্রোহেরই মত। তিনটে বাচ্ছা কালো মিনরকা মুরগীর নেতৃত্বে মুরগীরা নেপোলিয়নকে

বিফল মনোরথ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ওরা কড়িকাঠের খাঁজের ওপর উঠে ডিম পাড়বার চেষ্টা করল—সেখান থেকে ডিমগুলো আছড়ে মেঝেতে পড়ে নষ্ট হ'ল। তার জবাবে নেপোলিয়ন চটপট্ যে ব্যবস্থা করল সেটা খুব নির্মম। মুরগীদের খাবার দেওয়া একেবারে বন্ধ হ'ল—আর নেপোলিয়ন হুকুম জারি করল এই মর্মে, যদি কোনো প্রাণী কোনো মুরগীকে একটি দানাও খাবার দেয় তাহলে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই আইন বলবৎ থাকছে কিনা সেটা দেখবার জন্য কুকুরেরা কড়া নজর রাখতে লাগল। দীর্ঘ পাঁচদিন ধ'রে মুরগীরা নিজেদের জেদ বজায় রাখল কিন্তু তারপর নতি স্বীকার ক'রে যে-যার ডিম পাড়বার খাঁচায় গিয়ে বসল। ইতিমধ্যে ন'টি মুরগী ফতে হয়ে গেছে। তাদের বাগানে গোর দেওয়া হ'ল এবং প্রচার ক'রে দেওয়া হ'ল যে তারা কক্কাইডায়োসিস রোগে মারা গিয়েছে। হোয়াইম্পারের কানে এসব কোনো খবরই পৌঁছলো না। এবং যথারীতি ডিম সরবরাহ করা হ'ল। এরপর হপ্তায় একদিন খামারে পশারীর গাড়ি এসে ডিম নিয়ে যেতে লাগল।

এর মধ্যে আর স্নোবলের দেখা কেউ পায় নি। গুজব শোনা যায় যে, স্নোবল হয় পিঞ্চফিল্ড, নয় ফক্সউড-এর কাছাকাছি কোন খামারে আত্মগোপন করে রয়েছে। ইতিমধ্যে আশেপাশের খামারগুলোর সঙ্গে আগের চেয়ে কিছুটা খাতির জমিয়ে নিয়েছে। বছর দশেক আগে একবার বীচগাছের জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছিল—সেই জঙ্গলা কাঠের একটা স্তূপ মজুত রয়েছে আঙিনাতে। কাঠগুলো এতদিন ধরে রোদে জলে বেশ কাজের উপযোগী হয়ে রয়েছে। আর হোয়াইম্পার কাঠগুলো বেচবার পরামর্শ দিল নেপোলিয়নকে। পিল্‌কিংটন আর ফ্রেডরিক, দু'জনেই ওগুলো কিনতে

চায়। এখন নেপোলিয়ন ঠিক করতে পারছে না দু'জনের মধ্যে কাকে দেবে, তাই একটু ইতস্তত করছে। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যখন ফ্রেডরিকের সঙ্গে দরদস্তরে খানিকটা তার বনিবনা হচ্ছে তখন শোনা যায় যে স্নোবল ফক্সউডে আত্মগোপন করে রয়েছে। আর যখন পিল্‌কিংটনের দিকে নেপোলিয়ন একটু ঝুঁকে পড়ে তখন প্রচার হয় যে স্নোবল নাকি পিঞ্চফিল্ডে আত্মগোপন করে রয়েছে।

বসন্তের প্রথম দিকে হঠাৎ একটি দারুণ খবর পাওয়া গেল—স্নোবল নাকি খামারে ঘন-ঘন যাতায়াত শুরু করেছে রাত্তির বেলা; এই দুঃসংবাদে পশুরা খুব বিচলিত হয়ে পড়ল—রাত্তিরের ঘুম ঘুচে গেল তাদের। রোজ রাত্তিরে সে গা-ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি এসে যতেক প্রকার দুষ্কার্য করে যাচ্ছে। সে শস্য পাচার করে, দুধের বালতি উল্টে দিয়ে যায়, ডিমগুলো ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে, বীজবোনা ক্ষেত মাড়িয়ে দিচ্ছে, ফলের গাছগুলো থেকে বাখলা ছিঁড়ে নষ্ট করছে সে। খামারে যতকিছু ক্ষয়-ক্ষতি বা গোলমাল হচ্ছে তা সবই স্নোবলের নামে চলে যাচ্ছে। যদি একটা জানালা ভাঙে কি নর্দমা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যে কেউ চোখ বুজে বলে দেবে যে স্নোবলই রাত্রে এসে এই অকর্ম করে গেছে। একদিন হ'ল কি ভাণ্ডারশালার চাবীটা হারালো—সবাই তখন বুঝে ফেলল স্নোবলই চাবীটা চুরি ক'রে নির্ঘাৎ সেটা কুয়াতে ফেলে দিয়ে গেছে।

মজার কথা হচ্ছে এই যে, যখন সেই হারানো চাবীটা একটা ছাতুর বস্তার তলা থেকে পাওয়া গেল তখনও সকলের পূর্ব ধারণা পাল্টালো না। গরুগুলো সমস্বরে ঘোষণা করল যে, ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকে সেই সময়ে স্নোবল গোয়াল ঘরে ঢুকে ওদের দুধ দুয়ে নিয়ে পালায়। আরও জানা

গেল যে, সে বছরে ইঁদুরগুলো শীতে বিস্তর উপদ্রব করেছে, তারাও স্নোবলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত !

নেপোলিয়ন ফতোয়া দিল যে, স্নোবলের এবংবিধ কার্যকলাপের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতএব সে তার কুকুরদল পরিবৃত হয়ে খামারের ঘরদোর সমস্ত ঘুরে ফিরে পরখ করতে লাগল—অন্যান্য জানোয়ারেরাও যথোচিত দূরত্ব বজায় রেখে পিছু পিছু চলল। কয়েক পা ক'রে সে চলে আর মাটি শুঁকে-শুঁকে স্নোবলের পায়ের ছাপ খুঁজে ছাখে, নেপোলিয়ন নাকি মাটির গন্ধ থেকে টের পায় এটা। খামারের আনাচে-কানাচে গন্ধ শুঁকে বেড়াল নেপোলিয়ন, গোয়ালে, মুরগী ঘরে, শব্জী বাগানে, এক কথায় খামারের সর্বত্রই স্নোবলের পায়ের ছাপ সে আবিষ্কার করল। মাটিতে লম্বা মুখটা লাগিয়ে ঘন-ঘন নাক ঝাড়া দিয়ে সে বিকট গর্জন করে ওঠে—'স্নোবল! সে এখানে এসেছিল। পরিষ্কার তার গন্ধ পাচ্ছি! হুঁ!' আর 'স্নোবল' উচ্চারণ শুনলেই কুকুরগুলো এমন ভীষণ গর্জন করে দাঁত খিঁচোয় যে তাতে ভয়ে জানোয়ারগুলোর রক্ত হিম হয়ে আসে।

জানোয়ারেরা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওদের মনে হচ্ছে যেন স্নোবল একটা অদৃশ্য দুষ্ট শক্তি। এই দুষ্ট শক্তিটা ওদের চারিপাশের বাতাসের সঙ্গে যেন মিশে থেকে যত রকম সর্বনাশের ভয় দেখাচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যের সময় স্কুইলার ওদের সকলকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে ভয়ত্রস্ত মুখে জানালো যে, একটা গুরুতর খবর দেবার ভার তার ওপর পড়েছে।

'কম্‌রেডগণ!' ব'লে সে কয়েকটা ছোট্ট লাফ দিয়ে বিচলিত ভাবটা সামলাতে সামলাতে বলল—'একটা ভয়ঙ্কর মারাত্মক ব্যাপার ধরা

পড়েছে! স্নোবল পিঙ্কফিল্ডের ফ্রেডরিকের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। ফ্রেডরিক নাকি এখনও আমাদের আক্রমণ ক'রে খামারখানা কেড়ে নেবার মতলব চালাচ্ছে! যখন আক্রমণ শুরু হবে তখন স্নোবল ওদের পথ দেখিয়ে আনবে, এই মতলব। দাঁড়াও, এর চেয়েও মারাত্মক খবর আছে। আমরা মনে ক'রেছিলাম যে, স্নোবলের বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল তার উচ্চাশা আর অহংকার। কিন্তু সেটা সর্বৈব ভুল কমরেড। আসল ব্যাপার কি জানো, গোড়াগুড়ি থেকেই মানে যখন আমরা জোনস্‌কে তাড়াই তখন থেকেই স্নোবল জোন্‌সের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত! বরাবর সে জোন্‌সের গুপ্তচরের কাজ করে এসেছে। এ সবই নথীপত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছে। স্নোবল পালাবার সময় যে সব কাগজপত্র ফেলে গিয়েছিল সেগুলোতেই এসব প্রমাণ রয়েছে—এই নথীপত্রগুলি আজই সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে! আমার কাছে সব জিনিসটা এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে কমরেডগণ! সে যে কীভাবে গোশালা যুদ্ধে আমাদের হারিয়ে সর্বনাশ করে দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছিল সেকথা তোমাদের মনে আছে। অবিশ্যি খুব বরাত জোর যে তার মতলব বানচাল হয়েছিল তাই আমরা রক্ষে পেয়ে গেছি। কেমন, তোমাদের মনে পড়ছে না সেকথা?'

জানোয়ারেরা ত অবাক! স্নোবল যেদিন হাওয়াকল ধ্বংস করেছিল সেদিনের তুলনায় আজকের এই দুর্বৃত্ততা হাজার গুণে বেশি। কিছুক্ষণ কেটে গেল, খবরটা যেন ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। ওদের বেশ পরিষ্কার মনে পড়ছে, গোশালার সংগ্রামে স্নোবল কিভাবে সকলের আগে তেড়ে গিয়েছিল আক্রমণ করতে, প্রতিপদে কিভাবে স্নোবল ওদের উৎসাহিত করেছিল, জোন্‌সের গুলীতে জখম

হয়েও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে কিভাবে লড়াই চালিয়েছিল, এসবই ওদের মনে রয়েছে, অন্ততঃ ওদের যেন মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা এইরকমই ঘটেছিল। প্রথমটা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারে না, কীভাবে স্নোবলের সঙ্গে জোন্‌সের যোগাযোগটা ঘটল! এমন কি বক্সারও কথাটার খেই ধরতে পারে না। সচরাচর সে বিনা প্রশ্নে সব কিছু মেনে নেয়। সে কিছুক্ষণের জন্য সামনের পা দুটো মুড়ে চোখ বুজে চিন্তাসূত্রগুলি পরপর সাজিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে।

সে বললে—'আমি একথা বিশ্বাস করি না। গোশালার যুদ্ধে স্নোবল বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিল। আমি নিজে তাকে দেখেছি। আর এই যুদ্ধের পরেই আমরা কি তাকে প্রথম শ্রেণীর পশুবীর উপাধি দিই নি?'

'কমরেড, সেটা আমাদের ভুল হয়েছিল। কারণ আমরা এখন জেনেছি, যে কাগজগুলো আমরা পেয়েছি—তার সেই গুপ্ত নথীপত্রে লেখা রয়েছে যে, সে আমাদের ডোবাবার তালেই ছিল—'

বক্সার বললে—'কিন্তু সে আহত হয়েছিল—আমরা সবাই তার গা দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেছি—সেই অবস্থায় সে ছুটোছুটি করছিল!'

'আহা সেটাও তার চক্রান্তের একটা অঙ্গ—'স্কুইলার চেঁচিয়ে উঠল—'জোন্‌স গুলী ছুঁড়েছিল শুধু ওর গায়ে আঁচড় লাগাবার জন্যে। তোমরা পড়তে জানলে দেখিয়ে দিতে পারতুম, একথাও সে নিজেই লিখে রেখেছে। স্নোবলের মতলব ছিল, ঠিক সঙ্কটমুহূর্তে আমাদের সকলকে পালাবার সঙ্কেত করবে—তারপর শত্রুর হাতে সবকিছুই গিয়ে পড়ত। সে প্রায় কাজ হাসিল করে এনেছিল। আমি একথাও জোর দিয়ে বলতে পারি যে, স্নোবল শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হ'ত—শুধুমাত্র আমাদের নেতা, বীর নেপোলিয়নের জন্যই সে পারে নি।

'তোমাদের কি মনে পড়ে, যখন জোন্‌স তার লোকজন নিয়ে আঙিনার মধ্যে ঢুকে পড়ল তখন হঠাৎ স্নোবল উল্টোদিকে পালাতে শুরু করেছিল! আর তার পিছু পিছু অনেকগুলো জানোয়ারও তাকে অনুসরণ করেছিল! আচ্ছা তোমাদের কি মনে পড়ছে না, যে, যখন সবাই ভয় পেয়ে গেল, মনে হ'ল যেন সব গেল-গেল ঠিক সেই সময়ে কম্‌রেড নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠে হাঁক দিলো—"মারো—মানুষকে মারো!" আর জোন্‌সের পায়ে কঁ্যাক ক'রে দাঁত বসিয়ে দিল নেপোলিয়ন? তোমাদের নিশ্চয় সেকথা মনে আছে কম্‌রেডগণ!' ব'লে স্কুইলার ঘন ঘন দুল্‌তে লাগল এপাশ-ওপাশে।

স্কুইলার এমন নিখুঁতভাবে বিবরণ দিয়ে গেল যে জানোয়ারদের মনে হ'ল যেন, সত্যিই ওদের সেসব কথা মনে পড়ছে। সে যাই হোক, ওদের মনে পড়ল যে সংকটকালে স্নোবল সত্যিই পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতেও বক্সারের অস্বস্তি কাটল না।

'স্নোবল যে গোড়ার দিকে বিশ্বাসঘাতকতা করত একথা আমি বিশ্বাস করি না।' সে বলল—'পরে সে যা করেছে তা অন্যকথা। কিন্তু গোশালার যুদ্ধের সময় সে যে সৎ কমরেড ছিল এ আমি বিশ্বাস করি।'

'আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়ন স্পষ্টই বলে দিয়েছে—একেবারে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, বন্ধুগণ—যে স্নোবল একেবারে আদিকাল থেকেই জোন্‌সের চর ছিল—', স্কুইলার দৃঢ় অথচ ধীরকণ্ঠে বলল—'একেবারে সেই আমল থেকে, যখন আমরা কেউ বিপ্লবের কথা কল্পনা করি নি তখন থেকে স্নোবল জোন্‌সের চর।'

'অবিশ্যি, সে আলাদা কথা', বক্সার বলল—'যদি কম্‌রেড নেপোলিয়ন একথা বলে থাকে তবে তাই ঠিক।'

'এই হ'ল সাঁচ্চা মেজাজ, কম্‌রেড!' স্কুইলার সজোরে ঘোষণা করল। কিন্তু দেখা গেল যে সে বক্সারের দিকে বিশ্রীভাবে পিট-পিটে চোখে একবার তাকাল। তারপর চলে যাবার জন্মে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু থেমে বলল—'আমি এখানকার সব পশুকে সতর্ক করে দিচ্ছি—প্রত্যেকে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চলো। কারণ আমাদের ধারণা হচ্ছে—সেরকম ধারণা করবার কারণও রয়েছে—যে স্নোবলের দলের গুপ্তচর আমাদের আশপাশেই এই এখানেই—হয়ত এখনই ঘোরাফেরা করছে।' স্কুইলারের কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট গুরুত্বের আভাস রয়েছে।

চারদিন পরে, বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যের দিকে চলেছে, এমন সময়ে নেপোলিয়ন হুকুম দিল—সব জানোয়ারকে আঙিনাতে সমবেত হতে হ'বে এখনই। যখন ওরা সবাই এসে জড়ো হ'ল তখন নেপোলিয়ন বসতবাড়ি থেকে বেরুলো—তার চারপাশে ন'টি কুকুর আর অংগে দুটো মেডেল। ইদানীং সে নিজেকেই 'প্রথম শ্রেণীর পশুবীর' এবং 'দ্বিতীয় শ্রেণীর পশুবীর' খেতাব দিয়ে দিয়েছে—মেডেল দুটি সেই খেতাবের স্মারকচিহ্ন। কুকুরগুলোর গর্জনে পশুদের পাঁজরায় খিল ধরে যাচ্ছে ভয়ের চোটে। ওরা সবাই যে যার নিজের ঠাঁয়ে চুপ ক'রে গুটিসুটি বসে আছে। কি জানি কেন মনে হচ্ছে, আজ একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে।

নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়িয়ে তার শ্রোতাদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে নজর বুলিয়ে নিল। তারপর চড়াগলায় আওয়াজ ছাড়ল সে। তৎক্ষণাৎ কুকুরগুলো লাফিয়ে এগিয়ে গেল, চারটে শূয়োর বাচ্ছার কান কামড়ে ধ'রে হিড় হিড় ক'রে এনে হাজির করল নেপোলিয়নের পদতলে। ওদিকে শূয়োর বাচ্ছাগুলো যন্ত্রণায়, ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

ওদের কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। কুকুরগুলো একবার রক্তের স্বাদ পেয়ে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। সমবেত পশু সমাজের বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন তারা দেখল যে তিনটে কুকুর গিয়ে বক্সারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বক্সার ওদের আসতে দেখেই তার সামনের পা দুটো উঁচুতে তুলে একটা কুকুরকে শূন্যে লুফে নিল, তারপর মাটিতে ঠেসে ধরল পা দিয়ে। কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ করে মাপ চাইতে লাগল, বাকী দুটো লেজ গুটিয়ে পালাল। বক্সার নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে যেন জিজ্ঞাসা করল—'কুকুরটাকে টিপে মেরে ফেলব—না, ছেড়ে দেব?' নেপোলিয়নের মুখের চেহারা যেন হঠাৎ পাল্টে গিয়েছে। সে বক্সারকে তিরস্কারের ভংগিতে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে বলল। বক্সার সংগে সংগে পা উঠিয়ে নিল, কুকুরটা সুড়ুৎ করে পালাল—তার দু-এক জায়গা আঁচড়ে গেছে, কেঁউ কেঁউ করে ডাকছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গোলমাল থেমে যায়।

শূয়োর ক'টা দাঁড়িয়ে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে, ওদের মুখের প্রতিটি রেখায় যেন অপরাধের ছাপ পড়ে রয়েছে।

নেপোলিয়ন এবারে ওদের স্বীকারোক্তি করতে আদেশ দিল।

এই চারটে শূয়োর বাচ্চাই রবিবারের সভা বন্ধ করার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিল।

বিনা প্ররোচনাতেই তারা স্বীকার করল যে, যেদিন স্নোবলকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে তারা গোপনে স্নোবলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে। ওরাই স্নোবলের সঙ্গে মিলেমিশে হাওয়াকল ধ্বংস করেছে। ওরা ফ্রেডরিকের হাতে য়্যানিম্যাল ফার্ম তুলে দেবে এরকম একটা গোপন চুক্তিও ওদের মধ্যে হয়েছে। তারা একথাও

বলল যে, স্নোবল তাদের কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে দীর্ঘকাল জোন্‌সের গুপ্তচর ছিল। শূয়োরদের স্বীকারোক্তি শেষ হ'তেই কুকুরেরা তাদের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল। এরপর ভয়ংকর কণ্ঠে নেপোলিয়ন জানতে চাইল, আর কোনো জানোয়ার কিছু স্বীকারোক্তি করতে চায় কি না!

সেই যে তিনটি মুরগী ডিম-না-দেবার দলে সর্দারী ক'রে বিপ্লব বাধাতে চেষ্টা করেছিল, তারা এগিয়ে এল। এবং বলল যে, স্নোবল তাদের স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং নেপোলিয়নের আদেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল। এদেরও হত্যা করা হ'ল। এরপর একটি রাজহাঁস এগিয়ে এসে স্বীকার করল যে, সে গতবছরের ফসল থেকে ছ'টি শস্যের শিষ্ চুরি ক'রে, সেগুলো সে রাত্রিতে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর একটি ভেড়া বলল যে, সে খাবার জলের পুকুরে প্রস্রাব করে ফেলেছে। তার এই কুকাজের পেছনেও নাকি স্নোবলের প্রেরণা রয়েছে—একথা সে স্বীকার করল। আরও দু-টি ভেড়া স্বীকার করল যে, তারা একটা বুড়ো মেষকে জঞ্জালের আগুনের চারপাশে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ছুটিয়ে মেরে ফেলেছে—এই মেষটি নেপোলিয়নের গোঁড়া ভক্ত, অবিশ্যি কাশিতে ভুগছিল, বুড়োও হয়েছিল। এদের সকলকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হল ঐখানেই। এমনিতর স্বীকারোক্তির কাহিনী আর বিচারের জের চলল—দেখতে দেখতে নেপোলিয়নের পায়ের সামনে মৃতদেহের স্তূপ জমে গেল, রক্তের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। জোন্‌সের নির্বাসনের পর আজ পর্যন্ত এরকম কাণ্ড কেউ চোখে দেখে নি, কল্পনাও করতে পারে নি।

বিচারপর্ব চুকে গেলে পর শূকর আর কুকুরেরা ছাড়া আর সব জন্তুই একসঙ্গে গুটি-গুটি চলে এল। ওদের মন খারাপ—সবকিছু যেন ওলট-

পালট হয়ে গেছে। ওরা বুঝে উঠতে পারছে না কোন্ ব্যাপারটা বেশি বীভৎস—যে পশুরা স্নোবলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতা; না সেই অপরাধের প্রতিশোধের যে নমুনা ওরা চোখে দেখে এল সেইটে।

অতীতের ইতিহাসে ঠিক এইরকম ভয়াবহ রক্ততাণ্ডবের নমুনা খুঁজলে মেলে—কিন্তু আজকের এই বীভৎস কাণ্ড যা ওদের নিজেদের মধ্যে ঘটেছে, এটা আরও অনেক বেশি পাশবিক বোধ হচ্ছে। জোন্‌স চলে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো পশুই অন্য পশুকে খুন করেনি। এমন কি একটা ইঁদুরও কেউ মারে নি। ওরা সবাই মিলে সেই টিলাটার ওপরে গিয়ে অর্ধসমাপ্ত হাওয়াকলের ধারে বসে পড়ল, সবাই কেমন মিইয়ে গেছে, একটু রোদের তাপে গা গরম করার জন্য সবাই গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল—ক্লোভার, মুরিয়েল, বেঞ্জামিন, গরুগুলো, ভেড়ার পাল, রাজহাঁস আর মুরগীর পাল। সব্বাই। শুধু বাদ রয়েছে কেবল বেড়ালটা, নেপোলিয়ন পশুদের জমায়েৎ হ'তে নির্দেশ দেবার আগেই সে হঠাৎ উধাও হয়েছে। ওরা কেউ কোনো কথা বলে না কিছুক্ষণ।

বক্সারই কেবল বসে নি, পায়চারি করছে আর কালো লেজটা মাঝে মাঝে পিঠের ওপর বুলিয়ে সে মৃদু চিঁহি রব করছে—অবাক হয়ে গেছে সে!

শেষকালে সে বললে—'আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমাদের খামারে যে এমন কোনো ব্যাপার ঘটতে পারে—এটা মন কিছুতেই মানতে চায় না। নিশ্চয়ই আমাদের কোনো দোষ আছে—নইলে এটা ঘটত না। এ থেকে বাঁচতে হ'লে, আমি দেখছি, আরও বেশি কাজ করতে হবে!

এরপর থেকে আমি রোজ সকালে সকলের চেয়ে পুরো একঘণ্টা আগে উঠব।'

তারপর সে কদমচালে আওয়াজ করতে করতে পাথরের খাদের দিকে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে, পর পর দু ভার পাথর বোঝাই ক'রে একাই টেনে নিয়ে হাওয়াকলের কাছে জমা ক'রে রেখে তবে রাত্রের মত বিশ্রাম নিল।

আর সব পশু ক্লোভারকে ঘিরে চুপ ক'রে বসে রইল। এই ঢিবিতে বসে ওরা চৌদিকের পল্লীর পরিবেশ দেখতে পায়। য়্যানিম্যাল ফার্মের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। সামনের বিস্তৃত মাঠখানা গিয়ে মিশেছে বড় শড়কে, খড়ের ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড়, জলাশয়, গমের ভূঁয়ে ঘন সবুজ কচি কচি শিষগুলো আগামী ফসলের আশা নিয়ে বাড়ছে, আরও দূরে খামার বাড়ির ছাদের লাল টালিগুলোর মাথায় চিমনীর ধূম্রপুঞ্জ। বসন্তের নির্মল একটি সন্ধ্যা। মাঠের ঘাসে, ঝোপের গায়ে, দিবাশেষের রোদখানি নুয়ে পড়ে ঝলমল করছে। আজকের মত এমন গভীরভাবে অনুভব করে নি ওরা কেউ—এ সবই ওদের আপন, এর প্রতিটি রেণুতে ওদের একান্ত অধিকার যেন পরম বিস্ময়ে প্রিয়তম হয়ে উঠল আজকের এই সন্ধ্যায়। জলভরা চোখে ক্লোভার চেয়ে থাকে পাহাড়ের খাদের দিকে। ও যদি মনের কথাটি গুছিয়ে বলতে পারত তাহলে এই কথাই বলত যে, কয়েক বছর আগে মানুষকে পরাস্ত করবার সংকল্পে যেদিন শপথ নিয়েছিল ওরা, সেদিন যে লক্ষ্য ছিল তার সঙ্গে আজকের এই ব্যাপারের মিল নেই। আজ ওরা যা পেয়েছে ঠিক তা চায় নি। মেজর যেদিন ওদের রক্তে বিপ্লবের প্রথম উদ্দীপনা জাগিয়েছিল সে রাত্রে ওরা আজকের এই হত্যাবিভীষিকার ভবিষ্যৎ ছবি দেখতে চায় নি ত।

ক্লোভার নিজের মনে যে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করত, তাতে ছিল পাশমুক্ত পশুসমাজ—যে সমাজে চাবুকের শাসন নেই, ক্ষুধার তাড়না নেই, যে সমাজে সবাই সমান, যেখানে সবাই নিজের সাধ্যমত মেহনৎ করবে, তুর্বলকে যেখানে শক্তিমানেরা রক্ষা করবে সেই সমাজের ছবিই ক্লোভারের সামনে ছিল। যেমন ক'রে বুড়ো মেজরের বক্তৃতা-সভাতে ক্লোভার নিজের পায়ের ঘেরা দেয়ালে হাঁসের ছানাগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেইভাবে তুর্বলকে বাঁচিয়ে রাখার কথাই ও ভেবেছে। কিন্তু তা :না হয়ে এমন তুঃসময় এল কেন—যেখানে কেউ মন খুলে কথা কইতে ভরসা পায় না—চারিদিকে হিংস্র কুকুরেরা তর্জনগর্জন ক'রে ঘুরে ঘুরে খবরদারী ক'রে বেড়াচ্ছে। যখন তোমার চোখের সামনেই, তোমারই কোনো কম্‌রেড় মারাত্মক অপরাধের স্বীকারোক্তি ক'রে, কুকুরের কামড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে মরবে—এ কত তুর্দিন তা তুমি জানো না।

ক্লোভারের মনে কোনো বিদ্রোহের ভাব নেই, নেই কোনো অবাধ্যতার সুর। ও বেশ ভালো ক'রেই জানে যে, এখন এই অবস্থাতেও ওরা মানুষের আমলের চেয়ে ঢের ভালো আছে। এবং আর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সেই চেষ্টাই করতে হবে যাতে মানুষ ফিরে আসতে না পারে। যা-ঘটুক না কেন, ওকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, কঠিন মেহনৎ করতে হবে, ওর ওপর যে হুকুমজারি হোক-না-কেন, ওকে তা-ই করতে হবে—এবং নেপোলিয়নের নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে। তবু এও ঠিক যে ওরা কখনই এইভাবে বাঁচবার জন্য এতদিন এত মেহনৎ করে নি, এই ধরনের জীবন ওরা কল্পনাও করে নি! এইজন্য কি তারা জোন্‌সের গুলির সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল, এইজন্য কি হাওয়াকল গড়তে এত

মেহনৎ করেছিল? ক্লোভারের মনের চিন্তাধারা এই খাতেই বইছে। ও বলে বোঝাতে পারছে না, ভাষা নেই ব'লে!

অবশেষে আর কিছু খুঁজে না পেয়ে ক্লোভার 'ইংলণ্ডের পশুরা' গাইতে শুরু করল—যেন এই গানের মধ্যেই ওর বক্তব্যের কিছুটা ছায়াপাত ঘটবে, এই গানই বুঝি ওর মনোভাবের বাহন। ওর আশপাশে যারা বসেছিল তারাও ধরল সুর। ওরা তিনবার গাইল।—আজকের ঐকতানে দীর্ঘায়ত বিষণ্ণ মন্থরতা বড় করুণ। এর আগে কখনও এমনভাবে ওরা গান গায় নি।

ওদের তৃতীয় দফা গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুইলার হাজির হ'ল—তার দু'পাশে দু'টি কুকুর। সে এমনভাবে এসে দাঁড়াল যেন খুব জরুরী কিছু বলতে চায় সে। তারপর স্কুইলার ঘোষণা করল—কমরেড নেপোলিয়নের বিশেষ বিধানানুসারে 'ইংলণ্ডে পশুরা' নিষিদ্ধ হয়েছে। অতঃপর কেউ আর এ গান গাইতে পারবে না।

জানোয়ারেরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মুরিয়েল চেঁচিয়ে উঠল—'কেন?'

স্কুইলার কঠিন ভঙ্গীতে বলল—'এর আর কোন প্রয়োজন নেই কম্‌রেড, এ গানটি ছিল বিপ্লবের গান। কিন্তু বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ বিকেলে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিয়ে বিপ্লবের চরম নিষ্পত্তি হয়েছে। বহির্জগতের আর অভ্যন্তরের শত্রুরা পরাভূত। 'ইংলণ্ডে পশুরা' গানে আমরা আমাদের সমাজের আরও ভালো অবস্থা কামনার প্রকাশ করি। কিন্তু সে সমাজ ত প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে। এখন তাহলে আর ও গানের কোনই সার্থকতা নেই, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

যদিও পশুরা ভীতসন্ত্রস্ত তবু ওদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ একথায় প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভেড়ার দল হাঁক জুড়ে দিল—'চার পা ভালো—দু'পা খারাপ।' ওরা আর থামতেই চায় না, একনাড়া কয়েক মিনিট ধ'রে ওই ধুয়ো চালিয়ে গেল—তাতে বিতণ্ডা বা আলোচনার সম্ভাবনা ঘুচে গেল।

অতএব 'ইংলণ্ডের পশুরা' গান আর কেউ শোনে নি। এর বদলে কবি মিনিমাস রচিত নূতন একটি সঙ্গীত প্রবর্তিত হয়, গানটার শুরু হচ্ছে :

'য়্যানিম্যাল ফার্ম, য়্যানিম্যাল ফার্ম
আমি তোমার ক্ষতি করব না—দেব আরাম !'

এই গানটাই প্রতি রবিবার পতাকা উত্তোলনের পর পশুরা গাইতে লাগল। কিন্তু নতুন গানখানার বাণী বা সুর কোনো কিছুই ওদের মনঃপূত নয়—'ইংলণ্ডের পশুরা' গানের কাছে এটা কিছু নয়।

(৮)

দিন কয়েক পরের কথা। বিচারের বিভীষিকার আতঙ্ক যখন থিতিয়ে গেছে, তখন পশুদের মধ্যে কয়েকজনের যেন মনে পড়ে গেল—কিম্বা তাদের স্মরণ আছে ব'লে মনে হচ্ছে যে, ছয় নম্বর অনুজ্ঞাতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে : কোনো পশুই অপর কোনো পশুকে হত্যা করবে না। যদিচ ওরা কোনো শূয়োর বা কুকুরের সামনে এ নিয়ে কোনো উল্লেখ করল না তবে এটা বেশ বুঝে নিল যে হত্যাকাণ্ডে অনুজ্ঞার কোনো সমর্থন নেই। ক্লোভার অনুরোধ করল বেঞ্জামিনকে, অনুজ্ঞাটা পড়ে শোনাবার জন্য। বেঞ্জামিন যথারীতি সাফ জবাব দিয়ে দিল—এসব ব্যাপারের মধ্যে সে নাক গলাবে না। তখন মুরিয়েলকে নিয়ে চলল ক্লোভার। মুরিয়েল

পড়ে শোনাল, ষষ্ঠ অনুজ্ঞাতে লেখা রয়েছে—'কোনো পশু আর কোনো পশুকে হত্যা করবে না "বিনা কারণে"।' কি ক'রে যেন শেষের দু'টি কথা পশুদের স্মরণপথ থেকে বেমালুম মুছে গিয়েছে। এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে যে, সত্যি অনুজ্ঞাকে অমান্য করা হয় নি। কারণ, বিশ্বাসঘাতককে খুন করাটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার, বিশেষ ক'রে যারা স্নোবলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তারা ত সোজা ঘুঘু নয়।

সেবার ওরা সারাটা বছর প্রচণ্ড পরিশ্রম করল—গত বৎসরের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করে গেল ওরা। আগের চেয়ে দ্বিগুণ চওড়া দেয়াল গেঁথে হাওয়া কলটা নতুন ক'রে গাঁথা—যে তারিখে শেষ করবার কথা ছিল ঠিক সেই দিনের মধ্যেই কাজ চুকোনো—এর ওপর খামারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ বজায় রাখা বিপুল পরিশ্রমের ধাক্কা। এক এক সময়ে পশুদের এমনও মনে হতে লাগল যে জোন্‌সের আমলে যে পরিশ্রম করত তারা এখন তার চেয়ে ঢের বেশি খাটনী বেড়েছে অথচ খাওয়া-দাওয়ার অবস্থা খারাপ।

এদিকে প্রতি রবিবার সকালে স্কুইলার তার সামনের পা দুটোর সাহায্যে ঢাউস লম্বা একখানা কাগজ মেলে ধরে ওদের কাছে হিসেবের বড় বড় ফিরিস্তি শোনায়। সে দেখিয়ে দেয় আগের তুলনায় প্রত্যেকটি ইতরবিশেষে সব ফসলই শতকরা ২০০, ৩০০ কিম্বা ৫০০ হিসেবে বেড়েছে এবছরে। স্কুইলারকে অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু খুঁজে পায় না ওরা। বিশেষ ক'রে যখন ওরা স্মরণেই আন্‌তে পারছে না যে বিপ্লবের আগে কোনো ফসল কি হারে উৎপন্ন হ'ত, তখন আর উপায় কী! কিন্তু এক একদিন ওদের বলতে ইচ্ছে করে যে, অবিলম্বে অঙ্কের সংখ্যাভার কমিয়ে খাবারটা কিছু বেশি পেতে চায় ওরা।

আজকাল সব হুকুম পরোয়ানাই স্কুইলার কিম্বা অন্য শূকর মারফতে জারি হয়ে থাকে। নেপোলিয়নকে আজ কাল কালেভদ্রে জনসাধারণের সমক্ষে দেখা যায়—বড় জোর মাসে দু'দিন সে বাইরে দর্শন দেয়। আর আজকাল যখন সে বেরোয় তখন যে কেবলমাত্র দেহরক্ষী কুকুরদল সঙ্গে থাকে তা নয়, একটা মুরগী সবার আগে তালে তালে পা পেলে চলে। আর নেপোলিয়ন বক্তৃতা দিতে ওঠবার আগে মুরগীটা ঘোষণা করে—'কঁ-ক্-র্, কঁ-ক্-র্, কোঁ' যেন তূর্য-নিনাদ করছে। একথাও শোনা যাচ্ছে যে, বসতবাড়ির মধ্যে নেপোলিয়নের নাকি নিজস্ব আলাদা সব প্রকোষ্ঠ রয়েছে। সে কারও সঙ্গে বসবাস করে না। সে আলাদা খাওয়া-দাওয়া করে, তার খাওয়ার সময়ে দু-দুটো কুকুর পরিবেশন ক'রে থাকে। তাকে খেতে দেওয়ার সময় 'ক্রাউন ডার্বি' মার্কা বাসনপত্র বার করা হয়—এগুলো বৈঠকখানা ঘরে কাচের আলমারীতে তোলা ছিল। একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রতি বছর নেপোলিয়নের জন্মদিনে তোপধ্বনি করা হবে, মানে, জোন্সের বন্দুক ছোঁড়া হবে। আরও দুটি স্মরণীয় তিথিতে যেমন তোপধ্বনি করার ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি আর কি।

এখন আর নেপোলিয়নের ন্যাড়া নাম উচ্চারণ করা হয় না—যখনই তার কথা উল্লেখ হবে তখনই কেতা মাফিক—'আমাদের নেতা, কমরেড নেপোলিয়ন' বলতে হবে। এর ওপর আবার শূকরেরা খেয়াল খুশি মতো নেপোলিয়নকে বিবিধ খেতাবে ভূষিত করে থাকে, যেমন পশুকুলের পিতা, মানবদর্পহারী, মেষসমাজ-ত্রাতা, হংসমিত্র, এমনই আরও সব। আজকাল নেপোলিয়নের প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই স্কুইলারের দু-চোখ বেয়ে ভক্তি-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের অসামান্য পাণ্ডিত্য, তার উদার অকপট হৃদয়ের পরিচয়, বিশ্ববাসী সমস্ত পশু-

সমাজের প্রতি তার গভীর প্রেমভাব, বিশেষ ক'রে যে সব অবোধ অজ্ঞ পশু যারা আজও অজ্ঞ অবস্থায় দুঃখে কষ্টে অন্যান্য খামারে দাসত্বের বিষণ্ণ জীবন যাপন করছে তাদের জন্য নেপোলিয়নের দরদের অন্ত নেই—এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে স্কুইলার কেঁদে ফ্যালে। এখনকার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে, কথায় কথায় নেপোলিয়নের তারিফ দেওয়া—যা কিছু সৌভাগ্য, যা কিছু গৌরব সবই নেপোলিয়নের কৃতিত্বের দরুন ওরা ভোগ করছে, এটা সবাই বল্‌তে শুরু করেছে। হয়ত শোনা গেল যে একটি মুরগীর আরেকটি মুরগীর কাছে বল্‌ছে—'আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়নের খেদ্‌মতে আমি ভাই ছদিনে পাঁচটা ডিম পেড়েছি।' কিম্বা দুটো গরু পুকুরে জল পান করতে করতে বলে ফেলল—'কমরেড নেপোলিয়নের নেতৃত্বের কুদ্‌রৎকে বহুৎ বহুৎ সেলাম, তাঁর দৌলতে জলটা কেমন মিঠে লাগছে।' কৃষিভবনের সাধারণ মনোভাব একটি গানের মধ্যে অতি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। গানখানির রচয়িতা কবিবর মিনিমাস, আর শিরোনাম 'কমরেড নেপোলিয়ন' :

পিতৃহীন অনাথের বন্ধু তুমি—একথা আমরা জানি
আনন্দের ঝর্ণা তুমি—তুমি তার উৎসভূমি
হে বরাহ-বীর, বীর শিরোমণি !
তোমার ও-দুটি চক্ষু জ্বালায় হৃদয়মাঝে
উদ্দীপ্ত ভাস্বর মহানল—
তোমার ও চোখে আছে শান্ত, স্থির, শাসনের মহাবীর
হে কমরেড নেপোলিয়ন—নেতা আমাদের ॥

তোমার প্রশান্ত হস্ত, বিতরিছে অকৃপণ দান
পশুদের ছুটি বেলা খাদ্য দাও পেটভরা
বিছাইয়া বিচালির স্তূপ, আরামের শয্যা পেতে দাও।
ভেদাভেদ নাহি রাখো, ক্ষুদ্র আর বিরাট পশুতে।
তোমার বিনিদ্র দৃষ্টি ব্যাপ্ত রয় দিকে দিকে
সবাকার কল্যাণ রক্ষণে,—
হে কমরেড নেপোলিয়ন নেতা আমাদের ॥

যদি কোন বংশধর জন্ম নিত ঔরসে আমার
আকারেতে ক্ষুদ্র বোতলের প্রায় অথবা বেলুন সদৃশ আকার হইলে তার
হতো সে তোমার ভক্ত সুনিশ্চিত—নিষ্ঠা, সত্যে দৃঢ়
তাহার মুখের প্রথম বাণীটি জানি নিশ্চয় হ'ত
প্রিয় কমরেড নেপোলিয়ন, প্রিয় নেতা আমাদের ॥

নেপোলিয়ন এই গাথাটি অনুমোদন করল এবং এর অনুলিপি বড় গোলাবাড়ির দেয়ালে লিখবার ব্যবস্থাও করল। সপ্ত অনুজ্ঞার ঠিক অপর প্রান্তে এই গানটি বিজ্ঞাপিত হ'ল। এই লেখার মাথাতে স্কুইলার আঁকল নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি। ছবিটা আঁকা হ'ল সাদা রঙে।

নেপোলিয়ন কিছুদিন ধরে ফ্রেডরিক আর পিল্‌কিংটনের সঙ্গে কারবারের ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েছে—বলা বাহুল্য যে হোয়াইম্পার মধ্যস্থতা করছে। সেই কাঠের পাঁজাটা কিন্তু এখনও বিক্রী করা হয় নি। মনে হচ্ছে ফ্রেডরিকই যেন কাঠের পাঁজাটা হাতিয়ে নেবার জন্য বেশি গরজ দেখাচ্ছে, কিন্তু ন্যায্য দাম দিতে সে নারাজ। আবার এই সঙ্গে এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে যে, ফ্রেডরিক সদলবলে য়্যানিম্যাল ফার্ম

আক্রমণের মতলব আঁটছে, সে নাকি হাওয়া কল ভেঙ্গে দেবে, এখানে হাওয়া কল তৈরী হ'তে দেখে ফ্রেডরিক নাকি হিংসেয় ফেটে পড়ছে। আর স্নোবল যে পিঞ্চফিল্ডেই এখনও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তা আর কে না জানে। এর ওপর হ'ল কি, গরমের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে, তিনটে মুরগী হঠাৎ একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বীকারোক্ত করল যে ওরা নেপোলিয়নকে খুন করবে ব'লে স্নোবলের সঙ্গে চক্রান্ত পাকাচ্ছিল। অবিলম্বে তাদের শাস্তিবিধান হয়ে গেল। আর নেপোলিয়নের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও হ'ল সেই সঙ্গে, চারটে কুকুর রাতে তার বিছানা পাহারা দেবে—এক-একজন এক-এক কোণে। পিন্‌কে নামে একটা বাচ্ছা শূকর করবে কি, নেপোলিয়নকে যে সব খাদ্য খেতে দেওয়া হবে সেগুলো আগে খেয়ে পরখ করবে, তারপর নেতা সেটা খাবে। পাছে খাবারে বিষ মেশানো থাকে।

এর কাছাকাছি সময়ে একদিন প্রকাশ করা হ'ল যে, নেপোলিয়ন কাঠের পাঁজাটা পিল্‌কিংটনের কাছে বিক্রী করবে ব'লে স্থির করেছে। এবং খুব শীগ্‌গিরই য়্যানিম্যাল ফার্ম এবং ফক্সউডের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য আদান প্রদানের বিনিময় বন্দোবস্ত করা হবে এও জানা গেল। নেপোলিয়ন আর পিল্‌কিংটনের মধ্যে একটা বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—হোয়াইম্পারের মারফতেই সব কিছু কথাবার্তা হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না! অবশ্য পিল্‌কিংটনকে এরা সবাই সুনজরে গ্যাখে না কারণ ও লোকটা মানুষ, তবে ফ্রেডরিককে ওরা যেমন ভয় ক'রে, ঘেন্নার চোখে গ্যাখে, পিল্‌কিংটন সম্বন্ধে তেমন কোনো বিদ্বেষ ওদের নেই। বরং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পিল্‌কিংটনকে ওরা পছন্দই করে।

গরম কাল যাই-যাই করছে। হাওয়া কলের গাঁথনী শেষ হবার সময় কাছিয়ে আসছে। আর একটা গুজব খুব চাউর হয়ে গেছে—কবে কখন চক্রান্তকারী বিশ্বাসঘাতকরা আক্রমণ ক'রে বসবে কেউ তা বলতে পারে না। তবে, আক্রমণের দিনটা ঘনিয়ে আসছে। ফ্রেডরিক নাকি এবারে বিশজন বন্দুকধারী মানুষ নিয়ে চড়াও হবে,—পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুষ খাইয়ে রেখেছে। কোনো রকমে সে একবার য়্যানিম্যাল ফার্মের স্বত্বের দলিলপত্র হস্তগত করতে পারলেই হল—পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট তার অধিকার সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলবে না। এ ছাড়াও পিঞ্চফিল্ডে পশুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার চালাচ্ছে ফ্রেডরিক—সে সব কাহিনী চোরা গোপ্যভাবে এখানে পৌঁছচ্ছে। সে নাকি একটা বুড়ো ঘোড়াকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে, গরুদের খেতে দেয় না, একটা কুকুরকে সে নাকি জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে সাবাড় করেছে, সে নাকি সন্ধ্যেবেলা মুরগীদের পায়ে ছুরি বেঁধে দিয়ে মুরগীর লড়াই লাগিয়ে দিয়ে মজা দ্যাখে। এই সব অত্যাচারের কাহিনী শুনে ওদের মাথায় খুন চেপে যায়, তাদেরই সমাজের আর সব জাতভাইদের ওপর মানুষ এই ভাবে জুলুমবাজী করবে! এমনও অনেক সময়ে কেউ কেউ রব তোলে 'আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক, আমরা সদলবলে পিঞ্চফিল্ড আক্রমণ করি, মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে পশুদের মুক্ত করি—তখন স্কুইলার ওদের নিরস্ত করে, বলে হঠকারিতা না ক'রে কমরেড নেপোলিয়নের কৌশল বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখা উচিত।

কিন্তু ফ্রেডরিকের প্রতি ওদের বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে চলল, সেটা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। এক রবিবার সকালে নেপোলিয়ন গোলাবাড়িতে উপস্থিত হয়ে সকলকে বুঝিয়ে বলল যে, কস্মিনকালেও

ফ্রেডরিকের মত নীচ ব্যক্তির কাছে কাঠ বিক্রীর কথা সে মনেও ঠাঁই দেয় নি, ওরকম পাজী, কুচক্রী মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্কের কথা ভাবা মানেই আত্ম-অবমাননা করা।

পায়রারা এখনও বাইরে যায় বিপ্লবের বাণী প্রচারের জন্য। তাদের ওপর হুকুম জারি হ'ল, ফক্সউডের ত্রিসীমানায় যাওয়া নিষেধ। আর তাদের পুরনো জিগির 'মানুষরা সব নিপাত যাক' বদ্‌লে, বলা হ'ল যে, তারা সর্বত্র বলে বেড়াবে—'ফ্রেডরিক ধ্বংস হোক।'

গরম কালের শেষে স্নোবলের আর একটি দুষ্কার্যের কাহিনী প্রকাশ হ'ল। এবছরের গমের ফসলের সঙ্গে বিস্তর আগাছা জন্মেছে। আবিষ্কার হ'ল যে, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, স্নোবল তার কোনো নৈশ অভিযানের সময় নিশ্চয় এই আগাছার বীজ গমের ক্ষেতে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। যে রাজহাঁসটি স্নোবলকে এই চক্রান্তে সহায়তা করেছিল, সে স্কুইলারের কাছে অপরাধ স্বীকার করল এবং বেলেডোনার বিষাক্ত ফল খেয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করল। এরপর জানোয়ারেরা শুনল যে কস্মিনকালে স্নোবলকে 'প্রথম শ্রেণীর পশুবীর' খেতাব দেওয়া হয় নি। ওদের মধ্যে অনেকে মনে করেছিল যে সত্যই বুঝি ওই রকম একটা খাতিরের খেতাব স্নোবলকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহান। আসলে হয়েছিল কী, গোশালার যুদ্ধের পর স্নোবল নিজেই ওই রকম একটা গুজব রটিয়ে বেড়িয়েছিল! অভিনন্দন দেওয়া দূরের কথা বরং তার কাপুরুষতার জন্য রীতিমত তিরস্কারই করা হয়েছিল তাকে। এই খবর শুনে পশুরা আর এক দফা হকচকিয়ে গেল। কিন্তু স্কুইলার অত্যন্ত তৎপর ভাবে ওদের বুঝিয়ে দিল যে, সে ঠিকই বলছে, কারণ পশুদের স্মরণশক্তি মোটেই নেই,

কাজেই ওরা কিছু মনে রাখতে পারে না। ওরা স্কুইলারের কথা মেনে নিল।

শরৎকালের মধ্যেই, ওদের প্রচণ্ড ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে—কারণ এর মধ্যেই আবার ফসল তোলার কাজও করতে হ'ল—হাওয়াকল তৈরী হয়ে গেল। এখনও অবশ্য এর যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ বাকী রয়েছে। হোয়াইম্পার সে সব কেনাকাটার বন্দোবস্ত করছে। যাক, গাঁথনীটা ত চুকে গেছে! ওদের অনভিজ্ঞতা, স্নোবলের নিয়ত চক্রান্ত, হাতিয়ার পত্রের অভাব—এতগুলো বাধা এবং অসুবিধে সত্ত্বেও ঠিক যেদিন হাওয়া কলের গাঁথ্‌নী শেষ করবার কথা সেই তারিখেই ওরা কাজ শেষ করতে পেরেছে! ওরা পরিশ্রান্ত হয়েছে কিন্তু এই পরমসুন্দর শিল্পনিদর্শন হাওয়াকলটি ওদের সকলের গৌরব! কাজ শেষ ক'রে ওরা সবাই গর্বিতভাবে হাওয়া কলের চারদিকে চক্কর দিতে লাগল—প্রথমদিকে যেটা তৈরী হচ্ছিল সেটার চেয়ে বর্তমান এই হাওয়া কলটা কত বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। তাছাড়া, এর দেয়ালটা হয়েছে দ্বিগুণ চওড়া। এটা এত মজবুত হয়েছে যে, বিস্ফোরক ছাড়া আর কিছু দিয়ে একে ধ্বংস করা অসম্ভব। ওরা কী বিপুল পরিশ্রম ক'রে এটা গড়ে তুলেছে, কত বাধাবিপত্তি এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে! এরপর যখন এই চাকা ঘুরবে, ডায়নামো চল্‌বে, তখন ওদের জীবনধারা কিরকম পাল্টে যাবে—কত তফাৎ হয়ে যাবে! এইসব ভেবে ওরা খুশিতে মশগুল হয়ে গেল, সব শ্রান্তি ঘুচে গেল ওদের। বিজয়গর্বে উল্লাসধ্বনি করতে করতে ওরা হাওয়া কলের পাশে হরদম ঘুরপাক খেতে লাগল। নেপোলিয়ন স্বয়ং তার রক্ষী কুকুরদল আর মোরগ সমভিব্যাহারে এসে উপস্থিত হ'ল,—হাওয়াকল পরিদর্শন করতে এসেছে সে। পশুদের এই

সাফল্যের জন্য নেপোলিয়ন নিজে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। এবং পরিশেষে সে ঘোষণা করল যে, হাওয়া কলটির নাম দেওয়া হবে 'নেপোলিয়ন মিল'।

এর দুদিন পরে বিশেষ একটি সভার অধিবেশনে সব পশুদের গোলাবাড়িতে আহ্বান করা হ'ল। সেখানে নেপোলিয়ন ঘোষণা করল যে, কাঠের পাঁজাটা সে ফ্রেডরিকের কাছে বিক্রী ক'রেছে। ওরা এ সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আগামী কাল নাকি ফ্রেডরিকের গাড়ি আসবে মাল নিয়ে যাবার জন্য। এই দীর্ঘকাল যাবৎ নেপোলিয়ন বাইরে-বাইরে পিল্‌কিংটনের সঙ্গে সখ্য দেখিয়ে এসেছে কিন্তু আসলে সে ফ্রেডরিকের সঙ্গেই গোপনে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

ফক্সউডের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটান-ছিঁড়েন করে দেওয়া হ'ল। পিল্‌কিংটনকে অপমানসূচক পত্রাদি পাঠানো হ'ল। পায়রাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল তারা যেন আর পিঞ্চফিল্ড ফার্মে না যায়। আর তাদের প্রাক্তন জিগির পাল্টে দিয়ে বলা হ'ল, এখন থেকে তারা 'ফ্রেডরিক ধ্বংস হোক' এর বদলে বল্‌বে—'পিল্‌কিংটন ধ্বংস হোক।'

এই সঙ্গে নেপোলিয়ন আরও বল্‌লে যে, য়্যানিম্যাল ফার্মের ওপর আক্রমণের কোনো আশঙ্কা নেই, এ সম্পর্কে সব গুজবই ভিত্তিহীন। ফ্রেডরিকের খামারে পশুদের ওপর অত্যাচারের যে কাহিনী প্রচারিত হয়ে এসেছে সেটার মধ্যেও বিশেষ সত্য নেই। খুব সম্ভব, স্নোবল আর তার অনুচরেরাই এসব গুজব রটিয়ে বেড়িয়েছে। এখন এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে স্নোবল পিঞ্চফিল্ডে আত্মগোপন ক'রে নেই, সে কোনো দিনই সেখানে যায় নি। সে আছে ফক্সউডে, খুব আরামেই নাকি আছে, আসলে সে কয়েক বছর ধরেই পিল্‌কিংটনের মাসোহারা খাচ্ছে।

নেপোলিয়নের অসাধারণ ধূর্ততায় শূকরদের খুশীর শেষ নেই! পিল্‌কিংটনের সঙ্গে আল্‌গা বন্ধুত্ব দেখিয়ে নেপোলিয়ন ফ্রেডরিকের কাছে কাঠের দাম বারো পাউণ্ড বাড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু নেপোলিয়নের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার চরম পরিচয় এতে নয়—সে যে কাউকেই বিশ্বাস ক'রে না, এমন কি ফ্রেডরিককেও নয়, এটাই নেপোলিয়নের সবচেয়ে বড বৈশিষ্ট্য, বল্‌লে স্কুইলার। ফ্রেডরিক নাকি কাঠের দাম শোধ করবার সময় চেক কেটে দিতে চেয়েছিল, চেক মানে আর কিছুই নয়, একটা কাগজের চিরকুট—তাতে যে পরিমাণ টাকার অঙ্ক লেখা থাকে সেই টাকাই নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে ওসব চালাকী চলে না। সে একেবারে নগদ পাঁচ পাউণ্ডের আসল কর্‌করে নোট দাবী ক'রে বসেছিল আর বলেছিল যে টাকা আগে জমা দিলে তবে ফ্রেডরিক কাঠ ছুঁতে পারবে। ফ্রেডরিক টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দিয়ে বসে আছে। সে যা টাকা দিয়েছে তাতে হাওয়া কলের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিগুলো কিনে ফেলা যাবে।

ওদিকে গাডী বোঝাই দিয়ে কাঠগুলো নিয়ে যাচ্ছে ফ্রেডরিকের লোক। খুব তাডাহুডো ক'রেই নিয়ে যাচ্ছে। কাঠগুলো চলে গেলে পর আর একটি জরুরী সভা আহূত হ'ল। গোলাবাডিতে এসে সবাই ফ্রেডরিকের দেওয়া নোটের কেতা দেখুক, সে জন্যেই এই সভা। নেপোলিয়নের ঠোঁটের ডগায় কল্যাণবর্ষী হাসি, তার বুকে মেডেল ছুটি শোভা পাচ্ছে, বেদীর ওপর বিচালীর গাদায় আরাম ক'রে বসে রয়েছে সে। তার পাশে বসতবাডির রান্নাঘর থেকে আমদানী করা একটি চীনেমাটির পিরিচে থাক দিয়ে নোটগুলো সাজানো। প্রত্যেকটি জানোয়ার একে একে আস্তে আস্তে এসে দু-চোখ ভরে নোটের গোছাটা

দেখে যাচ্ছে। বক্সার আবার নাক বাড়িয়ে শুঁকে দেখল, নোটগুলো তার নিঃশ্বাসের হাওয়ায় একটু ফর্ ফর্ ক'রে উঠল।

এর তিনদিন পরে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল। হোয়াইম্‌পার সাইকেল ছুটিয়ে এল। মুখ তার মড়ার মত ফ্যাকাশে। সাইকেলখানা আঙিনাতে কোনোরকমে ফেলে দিয়ে, সে সোজা বসতবাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই নেপোলিয়নের ঘর থেকে রুষ্টকণ্ঠে একটা চীৎকার উঠ্‌ল। আসল কথাটা দাবানলের মত নিমেষের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। নোটগুলো জাল—স্রেফ জোচ্চুরী। ফ্রেডরিক স্রেফ্ মুফতে কাঠগুলো পেয়ে গেছে।

অবিলম্বে পশুদের আহ্বান ক'রে সেই সভাতে নেপোলিয়ন ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে ফ্রেডরিকের প্রাণদণ্ড দিয়ে দিল। ফ্রেড্‌রিককে বন্দী করতে পারলে, তাকে জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে সেদ্ধ করা হবে। এই সঙ্গে সে আরও বল্‌ল যে, সাবধান হওয়া দরকার—কারণ এই বিশ্বাসঘাতকার পর চরম আশঙ্কাটাও সত্যি হতে পারে। এখন যে কোনো মুহূর্তে ফ্রেডরিক আর তার দলবল এদের আক্রমণ করতে পারে। খামারবাড়ির সব ক'টি প্রবেশদ্বারে পাহারা বসিয়ে দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া আর একটি কাজ করা হ'ল, ফক্সউডে চারটি পায়রাকে পাঠানো হ'ল সন্ধি-সূচক বাণী দিয়ে। আশা করা যাচ্ছে এতেই হয়ত মিটমাট হয়ে গিয়ে, পুনরায় পিল্‌কিংটনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে পারে।

এর পর দিনই আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পশুরা সবাই তখন সকালবেলাকার জলখাবার খাচ্ছিল, এমন সময় প্রহরীরা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—ফ্রেডরিক তার দলবল নিয়ে পাঁচগরাদের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। পশুরা সবাই রীতিমত সাহসের সঙ্গে মানুষকে

রুখে গেল—কিন্তু এবারে আর গোশালার সংগ্রামের মত সহজে ওরা জিততে পারল না। বিপক্ষে পনের জন মানুষ, তাদের কাছে ছ-ছটা বন্দুক, তারা পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসতে-না-আসতে গুলী ছুঁড়তে শুরু করল। সে মারাত্মক অগ্নিবর্ষণের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না পশুরা, নেপোলিয়ন আর বক্সার অনেক চেষ্টা ক'রেও পশুদের সামলাতে পারল না। ওরা দ্রুত হঠে আসতে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যেই অনেকে জখম হয়ে পড়েছে। বেগতিক দেখে ওরা খামারের ঘরে আশ্রয় নিল এবং চিকের ফাঁক দিয়ে খুব সন্তর্পণে উঁকি মেরে ব্যাপার-স্যাপার দেখতে লাগল। গোটা মাঠখানা, মায় হাওয়া কলটা সুদ্ধ শত্রুরা অধিকার করে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে স্বয়ং নেপোলিয়ন পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে গেছে বলে মনে হল। সে নির্বাক ভাবে ঘন-ঘন এপাশ-ওপাশে পায়চারী করছে, লেজটা তার খাড়া, মাঝে-মাঝে ঈষৎ দুল্‌ছে। আর ফক্সউডের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে—যদি পিল্‌কিংটন তার লোকজন নিয়ে সাহায্য করে, তাহলে এখনও জয়লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এইসময়ে পায়রাগুলো ফিরে এল, তাদের গতকাল ফক্সউডে পাঠানো হয়েছিল—ওদের চারজনের মধ্যে একজনের কাছে পিল্‌কিংটনের লেখা এক-টুক্‌রো কাগজ, তাতে লেখা রয়েছে—'যেমন কর্ম, তেমনি ফল।'

এদিকে, ফ্রেডরিক আর তার লোকেরা হাওয়া কলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। সেদিকে চেয়ে পশুদের কণ্ঠ থেকে একযোগে একটা অস্ফুট হতাশার ধ্বনি বেরিয়ে এল। ওদের মধ্যে দু'টো লোক হাতুড়ি আর শাবল বার ক'রেছে—ওরা শেষে হাওয়া কলটাকে ভেঙ্গে ফেলবে!

নেপোলিয়ন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'অসম্ভব! আমরা যেরকম মজবুত আর চওড়া ক'রেছি দেয়ালটা, তাতে ওদের সাধ্যি নেই, সাতদিন ধরে চেষ্টা করলেও ওরা কিছু করতে পারবে না। কমরেডগণ, তোমরা একটু ধৈর্য ধরো—

কিন্তু বেঞ্জামিন মানুষগুলোর গতিবিধি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল—মানুষ দুটো, একেবারে হাওয়া-কলের ভিতের নীচে গর্ত খুঁড়ছে। বেঞ্জামিন আস্তে আস্তে ওর লম্বা নাক্‌টা নাড়তে লাগল, ও যেন খুব মজা পেয়ে গেছে।

সে বল্‌লে—'যা ভেবেছি ঠিক তাই! ওরা কি করছে, বুঝতে পারছ না? দেখো, এর পরই ওখানে ওরা বিস্ফোরক-পাউডার ঠেসে দেবে, ওই গর্তে।'

জানোয়ারগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। ওরা নিরুপায়। এখন এই খামারবাড়ির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

এর কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, লোকগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হ'ল—সে শব্দের ধাক্কায় কানের পর্দা ফেটে যাবার মত অবস্থা! পায়রাগুলো হাওয়ায় উড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে, নেপোলিয়ন ছাড়া আর সব জানোয়ার মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ে মুখ গুঁজে রইল। তারপর ওরা যখন উঠল, তখন হাওয়া কলের শূন্য জায়গাটা কালো ধোঁয়াতে ঢেকে গেছে—ক্রমশঃ হাওয়ায় ধোঁয়াগুলো ভেসে গেল, দেখা গেল হাওয়া কলটা আর নেই!

এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখে জানোয়ারগুলো ক্ষেপে উঠল—কিছুক্ষণ আগেকার হতাশা, ভয় সব কিছু এই রাগের উত্তেজনায়

উপে গেল। এত বড় অন্যায়, নিন্দনীয় কাণ্ড ওরা সহ্য করতে নারাজ। প্রতিহিংসার জিগির দিয়ে ওরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এগিয়ে চল্‌ল—কোনো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে, সরাসরি শত্রুকে আক্রমণ করতে চল্‌ল ওরা। এবারে আর গুলীবর্ষণের ভয়ে ওরা পিছিয়ে থাকল না, শিলাবৃষ্টির মত ওদের ওপর গুলী এসে পড়ছে অবিশ্রাম। ভয়ঙ্কর, তিক্ত তীব্র লড়াই চল্‌ল। মানুষেরা বার বার গুলী বর্ষণ করছে, আর পশুগুলো তাদের কাছাকাছি গিয়ে পড়লে লাঠিপেটা করছে, ভারী জুতোর ঠোক্কর মারছে। একটি গরু, তিনটি ভেড়া, দুটি রাজহাঁস নিহত হয়েছে, আর প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আহত। এমন কি নেপোলিয়ন, যে নাকি সকলের পিছনে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, তারও লেজের খানিকটা উড়ে গেছে গুলী লেগে! তবে মানুষের গায়ে যে একেবারে আঁচড় লাগে নি তা নয়। বক্সারের ক্ষুরের চোট লেগে তিনটে মানুষের মাথা ফেটে গেছে, গরুর শিং-এর গুঁতোয় একজনের পেট ফুটো হয়েছে, জেসি আর ব্লুবেলের আক্রমণে একজনের প্যাণ্ট ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হবার দাখিল। ওদিকে হয়েছে কি, নেপোলিয়ন তার দেহরক্ষী কুকুর দলকে মতলব দিয়েছে, লুকিয়ে ঝোপের আড়ালে আড়ালে গিয়ে লোকগুলোর পিছন থেকে আক্রমণ করতে। যখন কুকুরগুলো মানুষের পিছনে গিয়ে হিংস্রভাবে চীৎকার আরম্ভ করল তখন মানুষগুলোর প্রাণে ভয় ঢুকে গেল। তারা এবারে চারদিক থেকে ঘেরাও হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ল! ফ্রেডরিকও হেঁকে জানিয়ে দিলে সময় সুযোগ থাক্‌তে থাক্‌তে দৌড়ে চলে যাওয়াই ভালো। পরমুহূর্তে দেখা গেল কাপুরুষের দল তাদের প্রিয় প্রাণটুকু নিয়ে পরিত্রাহি দৌড় লাগিয়েছে। পশুরা ওদের তাড়িয়ে মাঠের শেষ পর্যন্ত ধাওয়া ক'রল,

ওরা যখন কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে ঠেলাঠেলি ক'রে পালালো তখন শেষমেশ দু-চারটে লাথি-চাটও দিতে ছাড়ল না।

পশুদের জয় হ'ল। কিন্তু ওরা বড় শ্রান্ত। সবারই অঙ্গে রক্ত ঝরছে। কোনোরকম নেংচে নেংচে ওরা খামারবাড়ির দিকে ফিরে চল্‌ল। ঘাসের ওপর ওদের কমরেডদের মৃতদেহগুলো পড়ে থাকৃতে দেখে কারুর বা চোখ সজল হয়ে এল। ওরা সবাই বেদনার্ত মনে হাওয়া কলটা যেখানে ছিল সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা। হাওয়া কলটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—ওদের এত মেহনতের ধনটুকু একেবারে ঘুচে গেছে। বনেদটা পর্যন্ত আস্ত নেই। এবারে যদি ওটা নতুন ক'রে গড়তে হয় তাহলে আগের মত পাথরগুলো আর পাবে না, সেগুলো বিস্ফোরণের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে গেছে, কয়েক শ' গজ দূরে। মনে হচ্ছে যেন, এখানে কোনোকালে হাওয়াকল বলে কিছু ছিল না।

ওরা যখন খামার বাড়ির দিকে ফিরছে তখন স্কুইলারকে দেখা গেল, সে খুশিতে ঝলমল করছে, তার লেজটা সেইমত দুল্‌ছে। লড়াই-এর সময় সে যে কোথায় এবং কেন নিখোঁজ হ'য়ে গিয়েছিল তা কেউ জানে না।

এরপর খামারবাড়ির ওই দিক থেকে বন্দুকের গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। বক্সার বলল—'বন্দুক ছোঁড়া হ'ল কেন?'

স্কুইলার চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'ওটা আমাদের 'বিজয় ঘোষণা!'

'জয় কিসের?' বক্সার প্রশ্ন করে, তার হাঁটু দিয়ে রক্ত ঝরছে, তার একটি নাল খুলে গেছে এবং ক্ষুর ভেঙে গেছে আর তার পিছনের পায়ে কম ক'রে বারোটা গুলী তখনও ঢুকে রয়েছে।

'তুমি বলছ জয় কিসের? কেন কম্‌রেড, আমরা কি শত্রুদের তাড়িয়ে দিই নি আমাদের এলাকা থেকে—য়্যানিম্যাল ফার্মের পবিত্র ভূমি আমরা দখলে রেখেছি!'

'কিন্তু ওরা যে হাওয়াকল উড়িয়ে দিল! যার পিছনে আমরা গোটা ছু-টি বৎসর প্রাণঢেলে খেটেছি, সেই হাওয়াকল—'

'তাতে কি হয়েছে, আমরা আর একটা হাওয়াকল বানাবো। আমরা ইচ্ছে করলে অমন ছ'টা হাওয়াকল তৈরী করতে পারি। আমরা যে কতবড় বিরাট কাজ করেছি তা তুমি বুঝতে পারছ না কম্‌রেড। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, শত্রুরা সেই জমিটুকু পর্যন্ত দখল করেছিল। আর এখন—আমাদের নেতা কম্‌রেড নেপোলিয়নের নেতৃত্বের দৌলতে—আবার এর প্রতিটি ইঞ্চি জয় করে নিয়েছি।'

বক্সার বলল—'তাহলে, আমাদের যা ছিল তা আবার জয় ক'রে নিয়েছি!'

—'হ্যাঁ, এই আমাদের জয়—' স্কুইলার বলল।

ওরা নেংচে ঢুকল আঙিনাতে। বক্সারের চামড়ার ভেতরে গুলীগুলো অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। ও দেখছে, সামনে তার বিপুল গুরুভার পরিশ্রম জমে রয়েছে, হাওয়াকলটা বনেদ থেকে গেঁথে তুলতে হবে—সে মনে মনে এখন থেকেই হাওয়াকল তৈরীর কাজে লেগে গেছে কল্পনা করছে। কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার তার মনে পড়ল যে, তার এগারো বছর বয়স হয়েছে, তার অমিত-শক্তিধর বিরাট পেশীগুলো যেন আগেকার মত আর কর্মঠ নেই।

আবার সবুজ নিশান উড়ল, বন্দুকের তোপধ্বনি বাজল সাতবার, নেপোলিয়ন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করল—তাদের

সকলের বীরত্বকে প্রশংসা করল—এইসব দেখে-শুনে পশুদের মনে হ'ল সত্যিই ওরা একটা মস্তবড় যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে।

যুদ্ধে নিহত পশুদের সম্মান সহকারে সমাহিত করা হ'ল। বক্সার আর ক্লোভার তাদের মৃতদেহবাহী গাড়িখানা টেনে নিয়ে চল্‌ল। শোভাযাত্রার আগে আগে চল্‌ল নেপোলিয়ন স্বয়ং।

পুরো দুটো দিন ধরে উৎসব চলে। গান, বক্তৃতা, আরও তোপধ্বনি এবং প্রত্যেক পশুকে এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ক'রে আপেল বিতরণ করা হ'ল, পাখীদের দু-আউন্স ক'রে শস্য, আর কুকুরদের প্রত্যেককে তিনখানা করে বিস্কুট দেওয়া হ'ল। ঘোষণা করা হ'ল, এই যুদ্ধের নাম হবে হাওয়া কলের যুদ্ধ। আর নেপোলিয়ন একটি বিশেষ সম্মানচিহ্ন এই উপলক্ষ্যে সৃষ্টি করল, সেই খেতাবের নাম হ'ল—'অর্ডার অব দি গ্রিন্ ব্যানার্।' এই খেতাবটি নেপোলিয়ন নিজেকেই দিল। এত আনন্দ-উৎসবের আতিশয্যে সবাই সেই জাল-নোটের দুঃখময় ব্যাপারটা স্রেফ্ ভুলে গেল।

এর কিছুদিন পরে, একদা শূয়ারেরা একবাক্স হুইস্কি দেখতে পেল বসতবাড়ির মদের ভাণ্ডারে। বাড়িখানা যখন প্রথম দখল করা হয় তখন এটা ওদের নজরে পড়ে নি। যেদিন ওরা এই বাক্সটা দেখ্‌ল, সেই রাত্রে বসতবাড়ির মধ্যে থেকে গানের সুর ভেসে আসতে লাগ্‌ল, আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, 'ইংলণ্ডের পশুরা' গানের সুরও তাতে মিশে গেছে—।

রাত সাড়ে ন'টায় সময়ে নেপোলিয়নকে বসতবাড়ির খিড়কীদরজা দিয়ে আস্‌তে দেখা গেল, তার মাথাতে জোন্‌সের পুরনো টুপি, এটা জোন্‌স মদ-পানের সময় পরত। সকলে বেশ স্পষ্টই দেখ্‌ল, নেপোলিয়ন আঙিনাতে লাফিয়ে চক্কর দিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল। কিন্তু

পরদিন সকালে বসতবাড়িটা একেবারে নিঝুম। একটি শূকরকেও নড়ে ফিরে বেড়াতে দেখ্‌ল না কেউ। বেলা যখন ন'টা বাজে তখন স্কুইলার বেরুলো, ধীরমন্থর তার চলন, মুখে বিরক্তির ছাপ, চোখ-দুটো বোকার মতো নিষ্প্রভ, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সে বেশ অসুস্থ। সে পশুদের ডেকে একত্র ক'রে বল্‌ল যে, একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ সে জানাতে এসেছে। কমরেড নেপোলিয়ন মৃত্যুশয্যায়।

বিলাপের কান্না, হাহাকার উঠল। বসতবাড়ির বাইরে বিচালি বিছিয়ে দেওয়া হ'ল, পশুরা সব পা টিপে-টিপে চলা-ফেরা করতে লাগ্‌ল। অশ্রুভরা চোখে ওরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগ্‌ল, যদি তাদের নেতা সত্যিই চলে যায় তবে তাদের কী উপায় হবে! চারদিকে গুজব ছড়িয়ে গেল যে, স্নোবল কোন্ রন্ধ্র দিয়ে নেপোলিয়নের খাবারে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে। আবার বেলা এগারোটা নাগাদ স্কুইলার বেরিয়ে এল আর একটি বার্তা দেবার জন্য। কম্‌রেড নেপোলিয়ন মৃত্যুর আগে তার শেষ নির্দেশ-বাণী উচ্চারণ করেছে : মদ পান করার সাজা হবে প্রাণদণ্ড।

সন্ধ্যের দিকে অবশ্য নেপোলিয়নের অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে গেল, এবং পরদিন সকালে স্কুইলার জানালো যে নেপোলিয়ন আরোগ্য লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেদিন সন্ধ্যেয় নেপোলিয়ন নিজের কাজে বেরুলো। তারপর দিন শোনা গেল যে সে হোয়াইম্পারকে মদচোলাই আর পরিস্রবণ-সম্পর্কিত বই কেনবার জন্য উইলিংডনে পাঠিয়েছে।

সপ্তাহ খানেক পরে নেপোলিয়ন হুকুম দিল, ফল-বাগানের পাশে যে ছোট্ট মাঠখানা পড়ে রয়েছে সেটায় লাঙল দিতে হবে। অবশ্য এই মাঠখানা মজুত ছিল অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো পশুদের চারণভূমি হিসেবে। ও

জমিটা নাকি একেবারে অজন্মা, অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেজন্যে চষে, ফেলে তাজা বীজ লাগানো হবে। কিন্তু শীগ্‌গিরই খবর পাওয়া গেল যে, নেপোলিয়ন এ জমিতে যব বপন করতে চায়।

এই সময়ে একদিন তাজ্জব কাণ্ড হ'ল—যার পূর্বাপর কোনো অর্থ বুঝতে পারল না পশুরা। রাত তখন বারোটা হবে, এমন সময়ে আঙিনাতে ভারী একটা কিছু উল্টে পড়ার জোরালো শব্দে চম্‌কে উঠে পশুরা ঘুম ভেঙ্গে বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নার আলোতে ঝলমলে রাত। বড় খামার বাড়ির দেয়ালে যেখানে সপ্ত অনুজ্ঞা লেখা রয়েছে, ঠিক তার নীচে একখানা মই ভেঙে দু-টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে। আর তার পাশে স্কুইলার ভ্যাবাচাকা খেয়ে চিৎপটাং হয়েছে, তার কাছেই একটা লণ্ঠন, রং-মাখানো বুরুশ, আর একটা শাদা রং-এর পাত্র উল্টে পড়ে রয়েছে। ত্বরিতে কুকুররা স্কুইলারের চারধারে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর স্কুইলার উঠে চলৎশক্তি ফিরে পাওয়া মাত্র তাকে সঙ্গে নিয়ে বসতবাড়িতে চলে গেল। একমাত্র বুড়ো বেঞ্জামিন ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারের রহস্য টের পেল না। বেঞ্জামিন তার লম্বা নাকটা বিজ্ঞভাবে বারকতক দোলাল কিন্তু একটি কথাও বল্‌ল না।

কিন্তু এর দিন কয়েক পড়ে মুরিয়েল নিজের স্মরণ শক্তিকে ঝালাবার জন্য সপ্ত-অনুজ্ঞা পড়তে গিয়ে দেখ্‌ল যে, আবার একটা নতুন নির্দেশ লেখা রয়েছে যেটা এর আগে দেখেছে ব'লে পশুরা কেউ মনে করতে পারছে না—ভুলে বসে আছে আর কি। ওদের মনে হচ্ছে যে পঞ্চম অনুজ্ঞাতে লেখা ছিল—'কোনো জানোয়ার মদ খাবে না।' কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ওরা দুটো কথা স্রেফ ভুলে গেছে। আসলে পঞ্চম অনুজ্ঞাতে লেখা রয়েছে—'কোনো জানোয়ার মদ খাবে না অতিমাত্রায়।'

(৯)

বক্সারের ভাঙা ক্ষুর সারতে বেশ সময় লাগল। ওরা বিজয় উৎসব শেষ ক'রে তার পরদিন থেকেই নতুন ক'রে হাওয়া কল বানাতে লেগে যায়। বক্সার দিনেকের তরেও ছুটি নিতে নারাজ। পাছে কেউ বুঝতে পারে যে বক্সার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে এই আশঙ্কায় সে দেখাতে লাগ্‌ল যে তার কিছু হয় নি। কিন্তু সন্ধ্যে বেলা ক্লোভারের কাছে সে স্বীকার করে যে, পায়ের যন্ত্রণায় তার খুব কষ্ট হচ্ছে। ক্লোভার কতকগুলো লতাপাতা চিবিয়ে পুল্‌টিশ তৈরী ক'রে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিল। আর বেঞ্জামিন, ক্লোভার দুজনেই বক্সারকে একটু হাল্কা কাজ করতে অনুরোধ করল। ক্লোভার বল্‌ল—'ঘোড়ার কলিজা অমরও নয়—অক্ষয়ও নয়।' কিন্তু বক্সার সে সব কথা গ্রাহ্য করে না। সে বল্‌ল যে, কাজ থেকে অবসর নেবার বয়স পড়বার আগে সে দেখে যেতে যায় যে হাওয়া কল তৈরী শেষ হবো হবো হয়েছে। এটাই এখন তার একমাত্র কামনা।

য়্যানিম্যাল ফার্ম পত্তনের গোড়াতে আইনকানুন তৈরীর সময় ঠিক হয়েছিল যে শূকর আর ঘোড়ারা বারো বছর বয়সে কাজ থেকে অবসর নেবে, গরুর অবসর নেবার বয়স হবে চোদ্দ, কুকুরদের ন'বছর, ভেড়াদের সাত বছর, আর হাঁস-মুরগীদের পাঁচ বছর বয়সে কাজ থেকে অবসর দেওয়া হবে। বুড়ো বয়সে অবসর বৃত্তির ব্যবস্থায় বেশ উদারতা দেখানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কার্যত কেউ অবসর বৃত্তি পায় নি, তবে ইদানীং এ বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা শুরু হয়েছে। অবসর প্রাপ্তদের জন্য পৃথকভাবে যে মাঠখানা জমা ছিল তাতে এখন ত যব বোনা হয়ে গেল। অতএব গুজব শোনা যাচ্ছে বড় মাঠের খানিকটা জমি আলাদা ক'রে বেড়া দিয়ে বৃদ্ধদের চারণভূমি বানানো হবে। আরও শোনা যাচ্ছে যে

অবসরপ্রাপ্ত ঘোড়াদের প্রত্যেককে দৈনিক আন্দাজ আড়াই সের শস্য বরাদ্দ করা হবে, আর শীতকালে তাদের সাড়ে সাত সের খড় আর তার সঙ্গে একটি গাজর অথবা আপেল দেওয়া হবে ছুটির দিনে। আগামী গ্রীষ্মের শেষের দিকে বক্সারের দ্বাদশ জন্মতিথি পড়ছে।

এদিকে দিন যাপনের অবস্থা আরও কষ্টকর হয়ে পড়ল। এবারের শীত গতবারের মতই তীব্র, এর ওপর খাদ্য-খাবার আরও কমে গেছে। আবার একবার খাদ্য বরাদ্দ কমে গেল। অবশ্য কুকুর আর শূকরদের কমল না। স্কুইলার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল যে খাদ্য-খাবারের চুলচেরা সমতা বজায় রাখাটা পশুবাদের নীতির প্রতিকূল।

আর খাদ্য-খাবারের অবস্থা আপাত-দৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও আসলে যে তা নয়, সেটা প্রমাণ করতে স্কুইলারের কিছুমাত্র অসুবিধে হ'ল না। সে অন্যান্য পশুদের বুঝিয়ে দিল যে সাময়িক দরকার হিসেবে খাদ্য-খাবারের 'নতুন বন্দোবস্ত' চালু করা হয়েছে, (খাদ্য বরাদ্দ 'কমিয়ে দেওয়া' কথাটা স্কুইলার কিছুতেই উচ্চারণ করে না, সে 'নতুন বন্দোবস্ত' বলে)। কিন্তু জোন্‌সের আমলের তুলনায় এখনকার বরাদ্দ অনেক উন্নত। মিহি গলায় সে তাড়াতাড়ি ক'রে হিসেবের অঙ্কগুলো পড়ে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে দেখিয়ে দিল যে এখন তারা ঢের বেশি জৈ, খড়, শালগম উৎপন্ন করছে, আর জোন্‌সের আমলের চেয়ে মেহনতের সময়ও তাদের কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া খাবার জলও আগের চেয়ে পরিষ্কার আর উন্নত ধরনের পাওয়া যায়, শিশুমৃত্যুর হার কমে গেছে। আর শোবার জায়গাতে খড় বরাদ্দ বেশি করা হয়েছে, মাছির উপদ্রবও কমে গেছে আগের চেয়ে। পশুরা সবাই এর প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করল। সত্যি কথা, জোন্‌স আর তার আমলের সবকিছুই ওদের স্মৃতি-

পটে আবছা মোছা-মোছা অবস্থায় পড়ে গিয়েছে। ওরা জানে যে আজকাল কষ্টেস্বষ্টে দিন কাটছে, প্রায়ই ওদের পেটে ক্ষিধে থাকে, সব সময় শীতে কষ্ট হয়, আর ওরা যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই ওরা কাজ করে, বিশ্রাম সেই ঘুমোবার সময়ে। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে সেকালে ওদের এর চেয়ে আরও দুরবস্থা ছিল। একথা মনে করেই ওরা খুশি। তাছাড়া, সে আমলে ওরা ছিল দাস, আর এখন স্বাধীন। স্কুইলার ঠিকই বলেছে যে, দুটো অবস্থার মধ্যে যে কত তফাৎ তা'ত এই স্বাধানতা দিয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সংখ্যক মুখে খাবার জোগাতে হচ্ছে। শরৎকালে একসঙ্গে চার চারটে শূকরীতে মিলে একত্রিশটি শাবক প্রসব করল। ছানাগুলো বিচিত্র-বর্ণ। যেহেতু গোটা খামার বাড়িতে নেপোলিয়নই একমাত্র পুরুষ বরাহ, সেহেতু এই শাবকগুলির জনক যে কে তা সহজেই বোঝা গেল।

এরপর কাঠ এবং ইট কেনা হয়ে গেলে পর ঘোষিত হ'ল যে বসত বাড়ির বাগানে শূয়োর বাচ্ছাদের পড়ার ঘর তৈরী হবে। আপাততঃ রান্নাশালেতেই নেপোলিয়ন নিজে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে লাগল। তারা বাড়ির বাগানেই ব্যায়ামাদি ক'রে থাকে, খামারের অন্যান্য পশু-শাবকদের সঙ্গে মেলামেশা তাদের বারণ। এই সময়ে একদিন নিয়ম হয়ে গেল যে, যদি পথিমধ্যে কোনও শূকরের সঙ্গে অন্য কোনো জানোয়ারের দেখাসাক্ষাৎ ঘটে তাহলে শূকরেতর জন্তুটি সরে দাঁড়িয়ে শূকরকে পথ ছেড়ে দেবে। আরও নিয়ম হ'ল যে শূকরমাত্রেই রবিবার তার লেজে সবুজ ফিতের বাহার দিয়ে বেড়াবার সুযোগ পাবে।

সালতামামীতে বোঝা যায় সে ফসলের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কিন্তু এখনও ওদের টাকার টানাটানি রয়েছে। কারণ আরও ইট, বালি, চুন না কিন্‌লে পড়ার ঘর তৈরী শেষ হবে না। আবার ওদিকে হাওয়াকলের খাতে যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে টাকা জমানো শুরু করতে হবে। এছাড়া পিদিমের জ্বালানী তেল চাই, মোমবাতি চাই বাড়ির জন্য, নেপোলিয়নের খাস টেবিলের জন্য চিনি দরকার (চিনি খেলে মেদ জমে ব'লে নেপোলিয়ন আর সব শূকরদের চিনি খেতে দেয় না)। আর নিতনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন দড়ি, কয়লা, পেরেক, তার, কুকুরের বিস্কুট, হাতিয়ার-পাতি—এ সবেরও ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই একটা খড়ের গাদা আর ফসলের কিছু আলু বেচে দেওয়া হ'ল, আর ডিমের ঠিকাটা সপ্তাহে চার'শ থেকে বাড়িয়ে ছ'শো করা হ'ল। তার ফলে মুরগী বেচারাদের মৃত্যুহারের তুলনায় সমান সমান বাচ্ছা ফুটিয়ে নিজেদের গুণ্‌তির হিসেব পোজাতেই প্রাণান্ত। ডিসেম্বর মাসে যেমন একবার খাদ্য বরাদ্দ কমে গিয়েছিল, তেমনি আবার ফেব্রুয়ারীতেও কম্‌ল। তেলের খরচ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে পশুদের শোবার জায়গাতে লণ্ঠন জ্বালালো নিষিদ্ধ হ'ল। কিন্তু শূকরদের দেখ্‌লে মনে হয়ে যেন তারা তোফা আরামে কাটাচ্ছে, আর কিছু না হোক তাদের গায়ে হরদম গত্তি লাগছে।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে একদিন বিকেলে হঠাৎ একটা ভারি লোভনীয় গন্ধ পশুদের নাকে এসে লাগল, এরকম গন্ধ এর আগে কেউ কখনও পায় নি। গন্ধটা ভেসে আস্‌ছে জোন্‌সের রান্নাঘরের পিছনে মদের ভাঁটি-খানা থেকে। ভাঁটিটা জোন্‌স চলে যাবার পর থেকে অব্যবহৃত অবস্থায়ই পড়ে ছিল। কে যেন বলল, বার্লি রান্নার গন্ধ এটা।

নাক বাড়িয়ে পশুরা ক্ষুধার্ত ভাবে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগ্‌ল। ওরা নিজেদের মনেই ভাবতে লাগল হয়ত বা রাত্রে ওদের খাবার জন্য আজ বার্লি সেদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু গরম বার্লির কোনো চিহ্নই পেল না ওরা। এবং এর পরের রবিবারে ঘোষণা করা হ'ল যে, এরপর থেকে যাবতীয় যব কেবলমাত্র শূকরদের জন্যই বরাদ্দ হ'ল। বাগানের ও-পাশের জমিতে এর আগেই যব বোনা হয়েছে।

একদিন কী করে এ খবরটাও ফাঁস হয়ে গেল যে—প্রত্যেক শূকর রোজ এক পাঁইট ক'রে বিয়ার খেতে পায়, আর নেপোলিয়নের নিজের জন্য আধ-গ্যালন বরাদ্দ—নেপোলিয়নের মদ সরবরাহ করা হয়ে থাকে ক্রাউন ডার্বি মার্কা সুরুয়ার পাত্রে।

যদিও আজকাল ওদের অনেক বেশি কষ্ট ক'রে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, তবে একথাও ঠিক যে ওদের জীবনের মর্যাদাও অনেক বেড়েছে—এই মনে ক'রে ওদের কষ্ট খানিকটা লাঘব হয়। এখন অনেক অনেক গান হয়, বক্তৃতাও হচ্ছে খুব, আর শোভাযাত্রাও যথেষ্ট হয়ে থাকে। নেপোলিয়ন হুকুমজারি করেছে যে, সপ্তাহে অন্ততঃ একটি ক'রে স্বেচ্ছা-মিছিল বেরুবে—মূলতঃ এই মিছিল হচ্ছে য়্যানিম্যাল ফার্মের সংগ্রাম এবং জয়লাভকে অভিনন্দিত করার উৎসব। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পশুরা যে-যার কাজ থেকে বেরিয়ে খামারের চারধারে ঘুরবে সামরিক কায়দায়ঃ সব আগে যাবে শূকরবর্গ, তারপর ঘোড়ারা—গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগীরা তারপর চলবে। কুকুরেরা মিছিলের পাশে-পাশে চলবে—আর শোভা-যাত্রার পুরোভাগে যাবে নেপোলিয়নের কালো মোরগ। বক্সার আর ক্লোভার দু'জনে মিলে একটা সবুজ পতাকা বহন ক'রে চলে, পতাকাতে একটি ক্ষুর আর শিং উৎকীর্ণ রয়েছে, আর লেখা রয়েছে—'কমরেড

নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোক!' শোভাযাত্রার পর, নেপোলিয়নের সম্মানার্থে রচিত কবিতা আবৃত্তি হয়—স্কুইলার বক্তৃতা দেয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের সর্বাধুনিক উন্নতির হিসাব দেয় সে। মাঝে মাঝে তোপধ্বনি হয়। এই স্বেচ্ছামিছিলের সবচেয়ে গোঁড়াভক্ত হচ্ছে ভেড়ার দল। যদি কখনও কেউ কোনো অভিযোগ করতে যায় (কাছাকাছি কোনো শূকর বা কুকুর না থাকলে অনেক সময়ে পশুরা অভিযোগ ক'রে থাকে) যে, এইভাবে শীতের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মিথ্যে সময় নষ্ট করা হচ্ছে, তাহলেই ভেড়ারা হাঁক পাড়তে শুরু করে—'চার পা ভালো, দু'পা খারাপ।' এতেই সব গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অবশ্য পশুদের মধ্যে অধিকাংশই এই উৎসবে ফুর্তি পায়। ওরা যে সত্যিই নিজেদের মালিক, আর তাদের যতকিছু মেহনৎ সবই নিজেদের সুবিধে-বাবদে, এই কথাটা মনে করিয়ে দিলেই ওরা খুশি। অতএব এই গান, মিছিল, স্কুইলারের অঙ্কবোঝাই বক্তৃতা, তোপের গর্জন, মোরগের ডাক, পতাকা ওড়ানো, এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে ওরা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকে যে, ক্ষিধেয় ওদের পেট চুঁই চুঁই করছে। এটুকুই লাভ।

এপ্রিল মাসে য়্যানিম্যাল ফার্মকে রিপাবলিক্ ব'লে প্রচার করা হ'ল। কাজেই এখন এর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন অনিবার্য প্রয়োজন। একজনই মাত্র প্রার্থী, নেপোলিয়ন—সে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হল। সেই দিনই প্রকাশ করা হ'ল যে, জোন্সের সঙ্গে স্নোবলের যোগসাজসের সম্পর্কে আরও কতকগুলি নতুন কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, স্নোবল শুধু কায়দা ক'রে গোশালার যুদ্ধে পশুদের পরাজয়ের মুখে এগিয়ে দিয়েছিল তা-ই নয়, সে একেবারে খোলাখুলি জোন্সের পক্ষ নিয়েই লড়াই করেছিল। আসলে স্নোবলই ছিল মানুষের

দলের নেতা, এবং সে 'মানুষ দীর্ঘজীবী হোক' এই ধ্বনি ক'রে আক্রমণ আরম্ভ ক'রে ছিল। লড়াইতে স্নোবলের পিঠের খানিকটা অংশে ক্ষত হয়েছিল, যে কথা এখনও অনেক পশু ভোলেনি সেটা বস্তুতঃ নেপোলিয়নের দাঁতের কামড় খেয়েই হয়েছিল।

সেবার গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে দাঁড়কাক মোজেস হঠাৎ এসে হাজির —কয়েক বছর তার কোনো খোঁজখবরই ছিল না। সে আগেকার মতই রয়েছে, এখনও কোনো কাজে তাকে পাওয়া যায় না, আগের মতই সে মিছরীর পাহাড়ের আজগুবি কাহিনী বলে। একটা খুঁটিতে বসে সে কালো ডানা ঝটপট করে, এবং যদি কেউ তার কথায় কান দেয় তাহলে অনায়াসে ঘণ্টা-খানেক একনাগাড়ে বকে যায়। তার লম্বা ঠোঁটটা আকাশের দিকে উঁচু ক'রে দিয়ে সে গম্ভীরভাবে বল্‌বে—'ওই ওপরে কমরেড! ওই কালো অন্ধকার মেঘের উল্টো দিকে, বুঝলে, সেই মিছরীর পাহাড়! সেই সেখানে আমরা এই হতভাগা পশুরা মরবার পর মেহনতের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্রাম করব।' সে দাবী করে যে, একবার অনেক উঁচুতে উড়ে নাকি সেখানে সে গিয়ে পড়েছিল। সত্যি সেখানে অসংখ্য ঝোপেঝাড়ে মিছরী ঝুলে রয়েছে, তিসির খইল, আর ক্লোভার ঘাসের ছড়াছড়ি—মোজেস স্বচক্ষে দেখে এসেছে। তার কথা অনেকেই বিশ্বাস করে। ওদের জীবন এখন ক্ষুধার তাড়না আর মেহনতের বোঝাতে ভরপুর, অতএব ওরা নিজেদের বোঝায় এখানকার এই জীবনের চেয়ে সুন্দরতর জীবন কোথাও থাকা খুব উচিত। এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে, মোজেসের কথাগুলো শূকরেরা একেবারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে মিছরীর পাহাড়-টাহাড় ডাহা মিথ্যে। অথচ মোজেসকে ওরা ত তাড়িয়েও

দেয় না। উল্টে আবার আধপোয়া করে মদও দেয় মোজেস্‌কে। ও ত কোনো কাজই করে না, তবে কেন এত খাতির।

ক্ষুরের ঘাটা সেরে যাবার পর বক্সার আবার পুরোদমে খাটতে লাগল—বরং বলা যায় যে এত বেশি খাটুনী সেও কখনও খাটে নি। এ বছরে সত্য সব পশুই কেনা গোলামের মত প্রাণপাত পরিশ্রম করল। খামারের নিত্যকার কাজ আর নতুন করে হাওয়া কল বানানো ত ছিলই তার ওপর আবার শূয়োর বাচ্ছাদের পাঠগৃহ বানানোর কাজ শুরু হয়েছে মার্চ মাস থেকে। এক এক সময়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর আধপেটা খাওয়া পশুদের তুঃসহ মনে হ'ত, কিন্তু বক্সার কিছুতেই কাতর হয় না। সে কিছুতেই বুঝতে দেয় না যে এখন আর তার আগের মত শক্তি নেই। তবে তার চেহারা দেখলে টের পাওয়া যায়, গায়ের চামড়ার চাকচিক্য আগের চেয়ে বেশ কমেছে, তার পিছন দিকটায় কিরকম খোন্দল হয়েছে। আর সবাই বলাবলি করে—'বসন্তে নতুন ঘাস হলে বক্সারের শরীর সেরে উঠবে।' বসন্তও এল কিন্তু বক্সারের গায়ে আর গত্তি লাগল না। এক এক সময়ে খাদ থেকে ওপরে সে যখন ভারী চাঁই নিয়ে ওঠে তখন তার অবস্থা দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারে যে কেবলমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি নাহ'লে শুধু ওই চওড়া পেশীগুলোর সাধ্য ছিল না যে ওই খাড়াইতে এই গুরুভারের বোঝা নিয়ে ও পা ঠিক রেখে উঠতে পারে। এই সঙ্কট মুহূর্তে শুধু তার মুখ নড়া দেখলে বোঝা যেত যে সে বল্‌ছে—'আমি আরও কঠিন পরিশ্রম করব', যদিও কোনো শব্দ তার কণ্ঠ থেকে বেরুতো না। আবার একবার ক্লোভার আর বেঞ্জামিন তার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দিল। কিন্তু বক্সার সেদিকে মোটেই নজর দেয় না। এদিকে তার বারো বছরের জন্মদিন কাছে আসছে। তার একমাত্র লক্ষ্য

হচ্ছে, সে অবসর নেবার আগে যেন প্রচুর পাথর জড়ো করে জমিয়ে রেখে যেতে পারে।

গ্রীষ্মের সময় একদিন সন্ধ্যের শেষদিকে খামারে অনেককে বলতে শোনা গেল যে, বক্সারের কিছু হয়েছে। সে একাই বেরিয়ে গিয়েছিল হাওয়াকলের পাথর বইবার জন্য। তার কিছুক্ষণ পরে দুটি পায়রা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, 'বক্সার পড়ে গেছে। সে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। কিছুতেই উঠতে পারছে না।'

খামারের প্রায় অর্ধেক জানোয়ার তখনই ছুটে গেল সেই হাওয়াকলের টিলার ওপর। বোম আর গাড়ীর মধ্যে বক্সার পড়ে রয়েছে, তার গলাটা লম্বা অবস্থায় আছে, এমন কি মাথাটা তোলবার মত শক্তিও তার নেই। চোখ দুটো তার চক্-চক্ করে জ্বলছে যেন, পিঠ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়ছে, মুখের কষ বেয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ক্লোভার হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে বল্‌ল—'বক্সার কেমন আছো?'

বক্সার ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিল—'বুকে বড় যন্ত্রণা। সে যাক গে, আমি না থাকলেও তোমরা নিশ্চয় হাওয়াকল শেষ করতে পারবে। আমার ত তাই মনে হয়। অনেক পাথর মজুত করা হয়ে গেছে—আর মাস খানেক কাজ করতে পারলেই আমি মেরে দিতে পারতাম। সত্যি বলতে কি, শুধু আমার অবসর গ্রহণের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। বেঞ্জামিনেরও ত ঢের বয়েস হল, এবার তাকেও যদি ওরা একই সময়ে অবসর দেয় ত, তাহলে আমরা দু'জনে সঙ্গী হয়ে যেতাম।'

ক্লোভার বল্‌লে—'তোমরা কেউ ছুটে গিয়ে স্কুইলারকে খবর দাও। এখনই একটা ব্যবস্থা হওয়া চাই। যাও—'

সব জানোয়ারই একসঙ্গে চল্‌ল বসতবাড়িতে, স্কুইলারকে খবর দিতে। কেবল ক্লোভার রইল, আর বেঞ্জামিন যেমন বক্সারের পাশে বসে ছিল চুপ ক'রে তেমনই রইল—মাঝে মাঝে লম্বা লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে সে। প্রায় পনেরো মিনিট পরে স্কুইলার এলো, কণ্ঠে তার সহানুভূতি এবং উদ্বেগ ভর্তি। সে জানালে যে কম্‌রেড নেপোলিয়ন তার ফার্মের এমন একনিষ্ঠ কর্মীর এই দুঃসংবাদ শুনে গভীরতম কষ্ট বোধ করছে। এবং বক্সারকে উইলিংডনের হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। হাসপাতালের কথায় সবাই একটু অস্বস্তি বোধ করে। একমাত্র মলি আর স্নোবল ছাড়া এ ফার্মের আর কেউ বাইরে যায় নি। ওদের অসুস্থ কমরেডকে মানুষের হাতে গিয়ে পড়তে হবে একথা ভাবতেও ওদের বিশ্রী লাগে। অবশ্য স্কুইলার খুব সহজেই বুঝিয়ে দিল যে উইলিং-ডনের পশু চিকিৎসকের কাছে বক্সারের চিকিৎসা এখানকার চেয়ে অনেক ভালোভাবেই হবে। আধঘণ্টা-খানেক পরে বক্সার অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াতে পারল, তখন কোনোরকমে নিজের আস্তাবলে সে হেঁটেই এল, মানে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ক্লোভার আর বেঞ্জামিনের বানানো আরামের বিচালি-শয্যায় শুয়ে পড়ল।

এরপর দুদিন ধরে বক্সার তার আস্তাবলেই রইল। শূকরেরা তার জন্য পাটকিলে রং-এর বোতলে ওষুধ পাঠিয়ে দিল—এটা ওরা জোন্‌সের স্নানের ঘরে রাখা ওষুধের বাক্সতে খুঁজে পেয়েছিল। ক্লোভার তাকে নিয়মিত দু বেলা আহারের পর ওষুধ খাওয়াতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা ক্লোভার আজকাল বক্সারের আস্তাবলে তার পাশে বসে গল্প করে, আর বেঞ্জামিন মুখ বুজে মাছি তাড়ায়। বক্সার বলে যে, যা ঘটেছে তার জন্য সে মোটেই কাতর নয়। যদি সে এ যাত্রা ভালোভাবে সেরে ওঠে

তাহলে আরও তিনবছর বাঁচবে আশা করে। তারপর সে বড় মাঠের এককোণে শাস্তিতে দিন কাটাবে, সেই দিনের আশায় সে তাকিয়ে আছে। তখন সে পড়াশুনোর মত অবকাশ পাবে, জীবনে সেটাই তার মানসিক উন্নতির প্রথম সুযোগ হবে। সে জীবনের বাকী সময়টা বর্ণ-মালার অবশিষ্ট বাইশটি অক্ষর শিক্ষার চেষ্টা করবে।

ক্লোভার আর বেঞ্জামিন তাদের সারাদিনের কাজের পর শুধু সেই সন্ধ্যের সময় বক্সারের কাছে আস্তে পারে। সেদিন হ'ল কি, ঠিক দুপুর বেলাতে বক্সারকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী এল। জানোয়ারেরা সবাই তখন এক শূকরের তাঁবে থেকে শালগমের ভূঁই নিড়োচ্ছিল—এমন সময় বেঞ্জামিনকে খামারের দিক থেকে ছুটে আসতে দেখে ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল। বেঞ্জামিন একেবারে তারস্বরে চিল্লাচ্ছে কেন! বেঞ্জামিনকে কেউ এর আগে উত্তেজিত হ'তে দেখেনি—আর, বেঞ্জামিনকে জীবনে এই প্রথম ছুটতে দেখল ওরা। সে চীৎকার করে বল্ল—'শীগ্‌গির। শীগ্‌গির! এখুনি চলে এস। ওরা বক্সারকে নিয়ে পালাচ্ছে।' শূকরের অনুমতি না নিয়েই পশুরা সব কাজ ছেড়ে খামারের দিকে দৌড়লো। সত্যিই ত, উঠোনের ওপর একটা মস্ত ঢাকাগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটার গায়ে কী সব লেখা রয়েছে। দুটো ঘোড়া গাড়ির সামনে বোমের সঙ্গে লাগাম লাগানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে—আর গাড়োয়ানের আসনে একটা ধূর্ত্ত লোক মাথায় টুপী দিয়ে বসে রয়েছে। এদিকে বক্সারের আস্তাবলটা ফাঁকা।

পশুরা সব গাড়ি ঘিরে সমস্বরে বল্‌লে—'বিদায় কম্‌রেড বক্সার! বিদায়।'

বেঞ্জামিন চেঁচিয়ে উঠল —'সব কটা বোকা! বোকা কোথাকার!' ওদের চারপাশে অশান্তভাবে ছটফটিয়ে পাক খাচ্ছে বেঞ্জামিন, তার ছোট্ট

পা দুটো মাটিতে ঠুকে সে বলছে—'হা রে বুদ্ধু! গাড়ির গায়ে কি লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না।'

এ কথায় পশুরা সবাই থমকে গেল। সব চুপচাপ। মুরিয়েল বানান করে পড়তে লাগল। বেঞ্জামিন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, লেখাটি পশুদের পড়ে শোনাতে লাগল—আলফ্রেড্ সিমণ্ডস্, অশ্বঘাতক এবং শিরীষ প্রস্তুতকারক—উইলিংডন। চামড়া ও অস্থিচূর্ণ ব্যবসায়ী। কুকুর-শালার খাদ্য সরবরাহকারী! বুঝলে, এর মানে কি? ওরা বক্সারকে কসাইখানাতে নিয়ে যাচ্ছে। ক্লোভার প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল—'বক্সার! বক্সার! বেরিয়ে এস! শীগ্‌গির চলে এস! ওরা তোমায় মারবে বলে নিয়ে যাচ্ছে।'

এই সময়ে বক্সারের মাথাটা, নাকের ডগায় সাদা দাগটা সুদ্ধ গাড়ীর ছোট্ট জানলাতে দেখা গেল। পশুরা সবাই চেঁচাতে শুরু করল, 'বক্সার, চলে এস, চলে এস!' এদিকে গাড়িটা ততক্ষণে চল্‌তে শুরু করেছে, ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে সেটা ওদের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। ক্লোভারের কথাটা বক্সার ঠিক বুঝতে পেরেছে কি না—ওরা অনুমান করতে পারে না। কিন্তু পরমুহূর্তে ওরা আর বক্সারকে গাড়ীর জানালাতে দেখতে পেলে না। গাড়ির মধ্যে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ঠকা-ঠক খট-খট্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সে শব্দ ক্রমশঃ বাড়ছে। বক্সার লাথি মেরে গাড়ির দরজা ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কিন্তু হায়! তার সে শক্তি আর নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুর ঠোকার শব্দটা আস্তে আস্তে মিইয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। অবশেষে পশুরা সবাই মিলে ওই গাড়ীর বাহক ঘোড়াদুটির কাছে মরীয়া হয়ে গাড়ী থামাবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগ্‌ল। ওরা চেঁচিয়ে

বল্‌ল, 'কম্‌রেড! তোমাদের জাত ভাইকে খুন করবার জন্যে নিয়ে যেয়ো না—দোহাই কম্‌রেড্‌!' কিন্তু নীরেট পাষণ্ড দুটো বুঝতেই পারে না যে কী কাণ্ড হতে চলেছে, বোকার মতো কান গুটিয়ে আরও জোরে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া দুটো। জানলাতে আর বক্সারের মুখ কেউ দেখ্‌তে পেল না। এতক্ষণে একজনের মনে পড়ল পাঁচগরাদের দরজা যদি ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিতে পারত ওরা তাহলেই হ'ত—কিন্তু এখন আর সে সময়ও নেই, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। গাড়ীখানা দরজা পেরিয়ে বড় শড়কে অদৃশ্য হয়ে গেল। বক্সারকে এরপর আর কেউ কোনো দিন দেখ্‌তে পায় নি!

এর তিনদিন পরে ঘোষিত হ'ল যে উইলিংডনের হাস্‌পাতালে বক্সার মারা গেছে। একটি ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্য যতরকম চেষ্টা করা যায় তা সবই বক্সারের জন্য করা হয়েছিল, তবু তাকে বাঁচানো গেল না। স্কুইলারই জন্তু সমাজের সাম্‌নে এসে এই সংবাদ দিল। সে বল্‌লে যে, বক্সারের অন্তিম সময়ে সে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল।

'জীবনের এমন মর্মান্তিক দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি!' ব'লে স্কুইলার তার সামনের পায়ের থাবা তুলে একফোঁটা চোখের জল মুছল, 'তার শেষ নিঃশ্বাসের সময়ে আমি তার বিছানার পাশে ছিলাম। অন্তিমকালে, তখন সে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কথা বল্‌তে পারছিল না, তবু আমার কানের কাছে ফিস্‌-ফিস করে নিজের মনের খেদের কথা বলেছিল—তার একমাত্র আশা ছিল হাওয়া কলের শেষ দেখে যাবে তা ত হ'ল না! সে অস্ফুট স্বরে বলে গিয়েছে—"এগিয়ে যাও কমরেডগণ! বিপ্লব স্মরণ করে এগিয়ে যাও। য়্যানিম্যাল ফার্ম দীর্ঘজীবী হোক! কম্‌রেড নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোক। নেপোলিয়ন

সর্বদা নির্ভুল!" এই হচ্ছে তার শেষ বাণী, বুঝলে তোমরা, কমরেড!'

এর পর সহসা স্কুইলারের হাবভাব পাল্টে যায়। আর কিছু বল্‌বার আগে সে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ছোট্ট কুটুরে চোখদুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে দেখল।

সে বলে চল্‌ল যে, সে জানতে পেরেছে বক্সারকে নিয়ে যাবার সময় একটা বাজে গুজব রটে ছিল। কোনো কোনো পশু লক্ষ্যও করে যে, বক্সারকে যে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় তার গায়ে লেখাছিল 'অশ্বঘাতক'। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই সিদ্ধান্ত করে বসল যে বক্সারকে কষাইখানাতে পাঠানো হচ্ছে। কোনো জানোয়ার যে এত বেহেড বুদ্ধু হতে পারে স্কুইলার কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। স্কুইলার তর্জন-গর্জন ক'রে লেজের ঝাপট মেরে রুষ্ট কণ্ঠে বলে যে, তারা ত নেতা কম্‌রেড নেপোলিয়নকে ভালো বলেই জানে নিশ্চয়! তবে কি করে এমন একটা উদ্ভট, খারাপ কথা ওরা ভাবতে পারল। আসল কারণটা অত্যন্ত সাধারণ, সরল! ওই গাড়িখানা আগে একজন কষাই-এর ছিল, তারপর পশুচিকিৎসকটি সেটা কিনে নিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তিনি এই পুরাণো নামধামগুলো রং লাগিয়ে মুছে দেবার ফুরসৎ করে উঠতে পারেন নি। এই জন্যেই ওদের ভুল ধারণা হয়েছে।

একথা শুনে পশুরা পরম শান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এবং তারপর স্কুইলার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বক্সারের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার নিখুঁত বিবরণ দিতে লাগ্‌ল। সে কতখানি সেবাযত্ন পেয়েছে তা জানালো! তার চিকিৎসার জন্য কত দামী দামী ওষুধ কিনে দিতে হয়েছে এবং

নেপোলিয়ন দু-হাতে তার জন্য খরচপত্র করেছে, এ সবই স্কুইলার বল্‌ল। বক্সারের মৃত্যুশয্যার একটি নিখুঁত ছবিও সে কথার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌ল। স্কুইলারের এত কথা শুনে ওদের মনের শেষ সন্দেহটুকু নির্মূলভাবে ঘুচে গেল। কম্‌রেডের মৃত্যুতে তারা যে বেদনা পেয়েছে তার মধ্যে খানিকটা সান্ত্বনা এই যে, অন্ততঃ সুখেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে সে।

এর পর রবিবার সকালের সভাতে নেপোলিয়ন উপস্থিত হয়ে বক্সারের সম্মানে একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ দিল। সে বল্‌লে যে, পরলোকগত কমরেড্‌ বক্সারের শবদেহ খামারে এনে সমাধিস্থ করা সম্ভবপর হয় নি বটে, কিন্তু সে নির্দেশ দিয়েছে যে, খামারের বাগানের লরেল দিয়ে একটি মালা গেঁথে বক্সারের সমাধির ওপর সাজিয়ে দেওয়া হোক। এবং শূকরেরা খুব শীগ্‌গিরই বক্সারের স্মৃতির সম্মানে একটি ভোজ দেবে। নেপোলিয়নের অভিভাষণের পরিশেষে পশুদের স্মরণ করিয়ে দিল বক্সারের দুটি প্রিয় নীতিমন্ত্র, 'আমি আরও বেশি পরিশ্রম করব' আর 'কম্‌রেড্‌ নেপোলিয়ন সর্বদা অভ্রান্ত'! নেপোলিয়ন এই বলে শেষ করল যে, প্রত্যেক পশুরই নিজের জীবনে এই দুটি মন্ত্রবাক্য মেনে চলা উচিত, তাতে মঙ্গল হবে।

ভোজের নির্দিষ্ট দিনে উইলিংডন থেকে একখানা গাড়ী এলো এবং একটা কাঠের বাক্স বসতবাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সে রাত্রে বাড়ির ভেতরে উন্মত্ত গানের সোরগোল চল্‌ল। এত জোর চেঁচামেচি শুরু হ'ল শেষটাতে যেন মনে হল খুব ঝগড়াঝাঁটি লেগে গিয়েছে। রাত এগারোটা নাগাদ কাঁচভাঙ্গার ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ হয়ে হঠাৎ হৈ-চৈ থেমে গেল।

পরদিন সকালে আর বসতবাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে দেখা যায় না, একেবারে দুপুর বেলায় ও বাড়ির সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। খবর রটে গেল যে, কোথা থেকে যেন কি ভাবে টাকা যোগাড় ক'রে শূকরেরা আর এক বাক্স মদ কিনেছে।

(১০)

বছরের পর বছর কেটে যায়। একের পর একটি ক'রে ঋতু আসে আর যায়। স্বল্পায়ু পশুদের জীবনও নিঃশেষ হয়ে উড়ে যায়। এমনি করে, এমন দিন এল যখন সবাই বিপ্লবের আগের আমলের কথা ভুলে গেল কারণ সে কথা মনে রাখবার মত আর কেউ বেঁচে নেই। পুরনো আমলের থাকবার মধ্যে রয়েছে ক্লোভার, বেঞ্জামিন, দাঁড়কাক মোজেস আর জনকয়েক শূয়ার।

মুরিয়েল মারা গেছে, ব্লুবেল, জেসি, পিঞ্চার সবাই মরে গেছে। এমন কি জোন্‌স্‌ও মরে গেছে। এই দেশেরই অন্য এক অঞ্চলের কোনো শুঁড়ি বাড়িতে মরেছে। স্নোবলের কথা সবাই ভুলেছে। বক্সারের কথাও কারুর মনে নেই,—দু-চারজন যারা তাকে দেখেছিল তারাই কেবল মনে রেখেছে। ক্লোভার এখন বুড়ো হয়েছে, ওর গায়ে মেদ জমে গেছে, গাঁটে-গাঁটে আড়ষ্টতা আর চোখ দুটোয় পিচুটি জমে থাকে ওর। দুবছর হয়ে গেল ওর অবসর নেবার সময় পেরিয়ে গেছে—কিন্তু কার্যতঃ আজ পর্যন্ত কোনো জন্তুই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারে নি। এর অনেক আগেই বৃদ্ধ পশুদের জন্য আলাদা চারণ ভূমির প্রস্তাব চাপা পড়ে গিয়েছে। নেপোলিয়ন এখন পূর্ণবয়স্ক বরাহ, তার ওজন পাক্কা চার মণ। আর স্কুইলার এত মোটা হয়েছে যে, অতিকষ্টে চোখ

দুটো দিয়ে দেখ্‌তে পায় সে। একমাত্র বুড়ো বেঞ্জামিনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। তফাতের মধ্যে তার মুখখানা আগের চেয়ে বেশি শাদাটে হয়েছে, আর বক্সারের মৃত্যুর পর থেকে তাকে আরও বিষণ্ণ দেখায়, মেজাজটা আরও তিরিক্ষি হয়েছে।

এখন খামার বাড়িতে পশুর সংখ্যা অনেক বেড়েছে! অবশ্য গোড়ার দিকে যেমন পশুদের বংশ বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল সেই হারে এখন আর হয় না। হালআমলের অনেকের কাছেই বিপ্লব পুরনো আমলের আব্‌ছা একটা সংস্কারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখে মুখে গল্প কাহিনীর মতই বিপ্লব বেঁচে আছে। আবার এমন অনেক পশু আছে যাদের বাইরে থেকে কিনে আনা হয়েছে, তারা ত এখানে আসবার আগে এসব কথা কিছুই শোনে নি। এখন কৃষি ভবনে ক্লোভার ছাড়া আরও তিনটি ঘোড়া রয়েছে। তাদের চেহারা খাশা, কাজেও তাদের খুব মন, এবং তারা বেশ ভালো কম্‌রেড্‌। কিন্তু বুদ্ধির দিক দিয়ে তারা আস্ত গবেট। তারা কেউ বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর 'B'-র ওপারে বিদ্যে আয়ত্ত করতে পারে নি। পশুবাদের আদর্শ এবং বিপ্লব সম্বন্ধে ওদের যা বলা হয় তা-ই ওরা বিশ্বাস করে—বিশেষ ক'রে ক্লোভার যা বলে তা ত বটেই, ওর ওপর ওদের অচলাভক্তি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এ বিষয়ে ওরা আদৌ কিছু বোঝে কি-না সেটাই ঘোরতর সন্দেহের ব্যাপার।

খামারের অবস্থা আজকাল খুব ভালো হয়েছে, আর বন্দোবস্তও আগের চেয়ে ঢের বেশি শৃঙ্খলিত। কৃষিভবনের এলাকা আগের চেয়ে বড় হয়েছে, পিল্‌কিংটনের কাছ থেকে দুটো জমি কেনা হয়েছে কিনা! হোয়াইম্‌পার নিজের জন্য একখানা গাড়ি কিনেছে। অবশেষে হাওয়াকল তৈরী নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন খামারের নিজস্ব শস্য মাড়াই-

এর কল কেনা হয়েছে, খড় তোলবার যন্ত্র হয়েছে, তাছাড়া বাড়িঘর অনেক বেড়ে গেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কাজে হাওয়া কলটা লাগানো হয় নি। ওটা শস্য গুঁড়ো করার কাজে লাগানো হয়েছে, তাতে বেশ লাভও হচ্ছে। পশুরা আরও একটা হাওয়াকল বানাবার জন্য খুব উঠে পড়ে লেগেছে। শোনা যাচ্ছে যে ওটা শেষ হ'লে ওইটের সাহায্যে ডায়নামো চালানো হবে।

কিন্তু আজকাল আর কেউ স্নোবলের শোনানো আশ্বাস আরামের কথা মুখেও আনে না—সপ্তাহে তিন দিন কাজ, শোবার জায়গায় বৈদ্যুতিক আলো, ঠাণ্ডা গরম জলের ব্যবস্থা, এসব স্বপ্ন ওরা আর দেখে না। ওসব কল্পনা পশুবাদের আদর্শবিরোধী ব'লে নেপোলিয়ন নিন্দাবাদ ক'রে বাতিল করেছে। সে বলেছে যে, যথার্থ সুখ এবং আনন্দ হচ্ছে প্রচুর মেহনৎ করা আর মিতব্যয়ী হয়ে থাকাতে!

আজকাল কেন যেন মনে হয় যে, পশুদের অভাবঅনটন আগের চেয়ে কমে নি বটে তবে ফার্মের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো হয়েছে। অবশ্য শূকর আর কুকুরদের কথা আলাদা। বোধ করি ওরা সংখ্যায় এত বেশি ব'লেই ওদের অবস্থা ভালো। তবে ওরা যে কাজ করে না তা নয়, ওদের মত কাজই করে ওরা। এই ত স্কুইলার, দিনরাত তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্ত নেই, তার ক্লান্তি নেই—অনবরত তদবির-তদারক, খামারের সব ব্যবস্থা নিয়েই সে রয়েছে। এসব এমন ধরনের কাজ যার বেশির ভাগই জানোয়ারেরা একেবারে বোঝে না। স্কুইলার বলে যে শূকরদের দিনের বেশির ভাগ সময় খামার নিয়ে হরদম মাথা ঘামাতে হয়, ওই 'ফাইল' 'রিপোর্ট' 'সভাবিবরণী' 'স্মারকলিপি' এই সব নিয়ে থাকতে হয়। পশুরা এসবের মর্ম কিছুই বোঝে না। এগুলো হচ্ছে

বড় বড় কাগজ, ঘেঁষ-ঘেঁষ লেখা দিয়ে ঠেসে ভর্তি করতে হয়, তারপর সেগুলো উহুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই হচ্ছে ফার্মের সবচেয়ে জরুরী কাজ, স্কুইলার সেকথা বলে। অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, কি শূকর, কি কুকুর কেউ নিজেরা মেহনৎ ক'রে কোনো খাদ্য উৎপাদন করে না। আর তাদের সংখ্যা এত বেশি! তাদের আহারে রুচিও বড় মন্দ নয়!

আর সবার জীবনযাত্রা আগের মতই চলছে, এই তাদের বিশ্বাস। তারা সাধারণতঃ পেটপুরে খেতে পায় না, খড়ের ওপর শুয়ে থাকে, পুকুর থেকে জল খায়, মাঠে মেহনৎ করে, শীতকালে তারা ঠাণ্ডায় কষ্টভোগ করে আর গরমে মাছির উপদ্রবে উদ্ব্যস্ত থাকে। কখনও কখনও বয়োজ্যেষ্ঠরা মনে করবার চেষ্টা করে, বিপ্লব ক'রে ওরা যখন জোন্‌সকে তাড়িয়ে দেয় তখন প্রথম প্রথম ওদের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভালো ছিল কি খারাপ ছিল! কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার মনে পড়ে না। আজকের এই জীবনের সঙ্গে তুলনা করবার মত কিছুই তারা খুঁজে পায় না। একমাত্র স্কুইলারের অঙ্কের সংখ্যাগুলো ছাড়া ওদের অবলম্বন ব'লে কিছু নেই—আর সেই সংখ্যাগুলোতে স্পষ্টই দেখানো হয়ে থাকে সে প্রত্যেক দিক দিয়ে ক্রমশঃ তাদের অবস্থা উন্নত হয়ে এগিয়ে চলেছে। পশুরা এ সমস্যার কোনো সমাধান দেখতে পায় না। আর তা ছাড়া এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও তারা তেমন পায় না। একমাত্র বুড়ো বেঞ্জামিন বলে যে তার দীর্ঘ জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তার মনে আছে। সে ভালো ক'রেই জানে যে, জীবন যেমন চলে এসেছে তেমনই চলবে—আগের চেয়ে খুব ভালোও যেমন কিছু হবে না, তেমনি খুব যে খারাপ কিছু হবে তাও নয়। ক্ষুধা, পরিশ্রম, হতাশা এ সবই ত জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়ম, একথাও বেঞ্জামিন বলে।

তবুও পশুরা আশা ছাড়তে পারে না। অধিকন্তু য়্যানিম্যাল ফার্মের সভ্য হওয়াটা যে গৌরবের, সে কথাটা কোনো পশুই মুহূর্তের তরেও ভোলে না। তারা এই পরম সৌভাগ্যে নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করে। তাদের ফার্মই এই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ফার্ম—সারা ইংলণ্ডের মধ্যেও বটে—যেখানে পশুরাই মালিক, পশুরাই কর্মী! ছোট থেকে বড়, সবাই—এমনকি যাদের বিশ মাইল দূর থেকে আনা হয়েছে সেই নবাগতরা পর্যন্ত প্রত্যেকে এই কথা ভেবে বিস্মিত না-হয়ে পারে না। এর ওপর, যখন তাদের কানে তোপের আওয়াজ পৌছয়, চোখের সামনে সবুজ পতাকা দণ্ডের মাথায় পত্-পত্ ক'রে উড়তে ছাখে, ওদের বুক গর্বে ভরে ওঠে। তারপরই শুরু হয়ে যায় পুরনোকালের বীরত্বকাহিনী, জোন্সের নির্বাসনের কথা, সপ্তঅনুজ্ঞা রচনার ইতিহাস, সেই মহাযুদ্ধের কথা যে যুদ্ধে অভিযানকারী মানবজাতি হেরে ভূত হয়ে গিয়েছিল: সেইসব গল্প চলে। পুরনো আশা-স্বপ্নগুলোর একটিও হারিয়ে যায় নি, অম্লান রয়েছে। এখনও ওরা বিশ্বাস করে যে, বুড়ো মেজরের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে—একদিন আসবে যখন ইংলণ্ডের মাটিতে মানুষের পদচিহ্ন আর পড়বে না। এটা ওরা এখনও বিশ্বাস ক'রে। সেদিন নিশ্চয়ই আসবে: সেটা হয়ত খুব শীগগির না আসতে পারে, হয়ত যারা বেঁচে আছে তাদের জীবদ্দশাতে না এলেও একদিন আসবেই! গোপনে কেউ কেউ আড়ালে বসে চুপিচুপি 'ইংলণ্ডের পশুরা' এখনও গেয়ে থাকে। এ গানটা খামারের সবাই জানে, অবশ্য গলা ছেড়ে জোরে গাইতে কেউ সাহস করে না। এটা হয়ত ঠিক যে, ওদের দিনযাপন করতে হয় কায়ক্লেশে, হয় ত ওদের সব সাধ পূর্ণ হয় নি, তবু যে বাইরের অন্য

জানোয়ারদের মত ওদের জীবন নয়—এ সম্বন্ধে ওরা খুব সচেতন। ওরা আধপেট খেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পায়, কিন্তু সে খাদ্যের অভাব অত্যাচারী মানুষদের খাওয়াবার জন্য হয় না। ওরা যে মেহনৎ করে তা যতই বেশি হোক না কেন, সবই তাদের নিজেদের জন্য করে। ওদের মধ্যে কোনো প্রাণী দু-পায়ে হাঁটে না। কোনো পশুকে 'মনিব' বলতে হয় না। সব পশুই সমান।

প্রথম গরমের দিকে একদিন স্কুইলার ভেড়ার দলকে সঙ্গে নিয়ে খামারের একপ্রান্তে যে পোড়ো জমিটা ছিল সেখানে গেল। জমিটার চারধারে বিস্তর বার্চের চারাগাছ গজিয়ে উঠেছে। ওরা সারা দিনমানটা স্কুইলারের তত্ত্বাবধানে থেকে বার্চের পাতা খেয়ে কাটাল। সন্ধ্যেবেলা সে নিজে বাড়ি ফিরে এল। আর ভেড়াদের বলল যে, যেহেতু বেশ গরম পড়েছে তারা ওই খোলা জায়গাতেই থাকুক। এইভাবে ভেড়ার পাল এক সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে দিল। এই সময়ে অন্যান্য পশুরা ভেড়াদের কোনো খোঁজ খবরই পায় নি। রোজই দিনের বেশির ভাগ সময় স্কুইলার ভেড়াদের কাছে থাকে। সে বলে যে, সে ভেড়াদের একটা নতুন গান শেখাচ্ছে। সেজন্য একটু নিরিবিলির দরকার।

ভেড়ার দল নির্জনবাসের পর নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবার ঠিক পরেই, এক মনোরম সন্ধ্যায় জানোয়ারেরা কাজ ক'রে ঘরে ফিরছে—হঠাৎ ভীত একটি ঘোড়ার চিৎকারে ওরা চমকে গেল। আঙিনার দিক থেকে ঘোড়ার ডাকটা ভেসে আসছে। পশুরা সবাই থমকে দাঁড়াল। এ যে ক্লোভারের কণ্ঠস্বর! ক্লোভার আবার চেঁচিয়ে উঠল। এবারে পশুরা সব ছুটতে ছুটতে আঙিনায় গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর, ক্লোভার যা দেখেছে, ওদেরও চোখে তা পড়ল।

একটি শূকর তার পেছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে !

হ্যাঁ, স্কুইলার হাঁটছে। একটু বেমানান দেখাচ্ছে তাকে। তার ওই বিপুল দেহভার ওই ভাবে বহন করা অভ্যাস না থাকাতে বোধহয় একটু অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু বেশ ভারসাম্য বজায় রেখেই স্কুইলার আঙিনাতে পায়চারী করছে। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল যে বসতবাড়ির দরজা দিয়ে বেশ লম্বা সারি বেঁধে, একে-একে শূকরেরা বেরিয়ে আসছে, দিব্যি পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে তারা। কেউ হয় ত অপরের চেয়ে ভালোভাবে হাঁটছে, কেউ হয় ত একটু টলমল ক'রছে যেন একখানা লাঠির ভর পেলে ভালো হয় তার, কিন্তু মোটামুটি সবাই আঙিনাতে হেঁটে ঘুরে চক্কর দিয়ে এল।

অবশেষে কুকুরের প্রচণ্ড ঘেউ-ঘেউ শব্দ শোনা গেল। তার সঙ্গে সেই কালো মোরগের ডাক—সরু অথচ জোরালো শব্দ তার। এরপর বেরিয়ে এল স্বয়ং নেপোলিয়ন, রাজোচিত ঋজু ভাবভঙ্গী তার, এপাশ-ওপাশে উদ্ধত কটাক্ষ ক্ষেপণ করছে সে, আর তার আশপাশে কুকুরগুলো আহ্লাদে লাফালাফি করছে।

ওর সামনের থাবাতে একটা চাবুক ধরা রয়েছে !

চারিদিকে একটা অটুট স্তব্ধতা। বিস্ময় বিমূঢ়, ভীত পশুরা পরস্পরের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে, কেমন সারি দিয়ে শূকরেরা আঙিনার চারপাশে আস্তে আস্তে ঘুরছে। এমন কাণ্ড কেউ কখনও দেখেছে ! দুনিয়াটা যেন হঠাৎ উল্টে গেছে। বিস্ময়ের ধাক্কার প্রথম ঘোরটা কেটে যেতেই পশুরা সবাই প্রতিবাদ করতে উদ্যত হ'ল। ওরা জানে যে কুকুরের ভয় রয়েছে, ওদের দীর্ঘ দিনের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে যা-ই ঘটুক না কেন কোনো অভিযোগ বা সমালোচনা না করা।

তবু আজকের এই ব্যাপার দেখে হয়ত ওরা প্রতিবাদ করত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যেন কোনো একটা সঙ্কেত পেয়েই সব কটা ভেড়া একসঙ্গে হাঁক জুড়ে দিল—কী তাদের গলার জোর—'চার পা ভালো, দু-পা আরও ভালো! চার পা ভালো, দু-পা আরও ভালো!'

পাঁচ মিনিট ধরে এক নাগাড়ে একেবারে না-থেমে ওরা চেঁচিয়ে গেল। এবং ভেড়ার দল যখন চুপ করল তখন প্রতিবাদের সুযোগও পার হয়ে গিয়েছে—কারণ, ততক্ষণে শূকরেরা আবার বসতবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বেঞ্জামিন টের পেল তার ঘাড়ের ওপর কে যেন নাক ঘষছে। সে ফিরে চাইল। ক্লোভার। ক্লোভারের বার্দ্ধক্য-স্তিমিত চোখ দুটো যেন আরও নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কোনো কথা উচ্চারণ না ক'রে ও বেঞ্জামিনের চুল ধরে টান্‌ল একবার—তারপর তাকে নিয়ে বড় গোলাবাড়ির প্রান্তে চলে গেল—যেখানে সপ্ত অনুজ্ঞা লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেইখানে—! মিনিট খানেক কি দুয়েক ওরা আলকাতরা মাখানো দেয়ালের ওপরের শাদা হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

শেষে ক্লোভার বল্‌ল—'আমার চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। বয়সকালেও আমি ঠিক পড়তে পারতাম না ওখানে কি লেখা রয়েছে। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে যে দেয়ালের ভোল্‌ বদ্‌লে অন্যরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা বেঞ্জামিন তুমি বলো ত, সপ্ত অনুজ্ঞা আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে?'

জীবনে এই প্রথম বেঞ্জামিন তার নিয়ম ভঙ্গ করল, সে দেয়ালে যা যা লেখা আছে সব পড়ে ক্লোভারকে শোনালো।

সারা দেয়ালে একটিমাত্র অনুজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেটি হচ্ছে :

সব পশুই সমান
কিন্তু কয়েকরকম পশু অন্যদের থেকে
স্বতন্ত্র ও পরস্পরের বেশি সমান।

এই ঘটনার পর যখন পরদিন সকালে শূকরেরা থাবাতে চাবুক নিয়ে খামারের অন্যান্য পশুদের কাজের তদারক করতে এল তখন আর কেউ অবাক হ'ল না তা দেখে। এমন কি যখন ওরা শুন্‌ল যে শূকরেরা একটি বেতার যন্ত্র কিনেছে তখনও আর বিস্ময়ের কিছু রইল না। যখন ওরা আরও খবর পেল যে শূকরেরা নিজেদের জন্য টেলিফোন আনাবার ব্যবস্থা করছে এবং চাঁদা পাঠিয়েছে 'ডেলি মিরর', 'জন্‌বুল' এবং 'টিট্‌বিটস্‌' পত্রিকা আনাবার জন্য তখনও বিস্মিত হ'ল না।

এরপর নেপোলিয়নকে বসতবাড়ির বাগানে তামাকের পাইপ ঠোঁটে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেও কেউ আর অবাক হ'ল না। এমন কি শূকরেরা যখন জোন্‌সের পোশাক-আশাক আলমারী থেকে বার ক'রে প'রে চলাফেরা শুরু করল তখনও ওরা সেটা সহজভাবেই দেখল্‌, যেন বিস্ময়ের আর কিছু বাকী নেই। নেপোলিয়ন নিজে একটা কালো কোট গায়ে দিয়ে বেরুলো, তার পরনে ইঁদুর ধরার ব্রিচেস্‌, পায়ে চামড়ার পট্টি, আর তার প্রিয়তমা শূকরীর গায়ে জোন্‌স্‌ গৃহিণীর ব্যবহার্য জলের মত স্বচ্ছ এবং রেশমী জামা।

এর সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ একদিন কতকগুলি গাড়ি এসে থামল খামারে। আশপাশের সব কৃষিভবনের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, য়্যানিম্যাল ফার্ম পরিদর্শন করার জন্য। তাদের গোটা খামারের

সব কিছু ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল, এবং তারা যা দেখল তারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল,—হাওয়া কলের সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে। পশুরা সব শালগমের জমিতে নিড়ান দিচ্ছিল। ওরা সবাই খুব খাটছে, মাটি থেকে মুখ তুলে ওপর দিকে দেখছে না বল্লেই হয়—ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না যে আগন্তুক মানুষদেরই বেশি ভয় করা উচিত কি শূকরদেরই বেশী সমীহ করা কর্তব্য!

সেদিন সন্ধ্যাতেও হাসির উচ্চরোল আর গানের উদ্দামধ্বনি ভেসে আসে বসতবাড়ির মধ্যে থেকে। হঠাৎ এক সময়ে মিশ্রিত কণ্ঠস্বরের একটা হৈ-চৈ হট্টগোলের হিড়িকে পশুরা সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠল। ওখানে কী হচ্ছে? মানুষ আর জানোয়ারদের সমান মর্যাদায় মিলন আজই এই প্রথম—আজ কী ঘটেছে? ওরা সবাই মিলে গুটি গুটি বসতবাড়ির বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমটা দরজার কাছে একটু থমকে দাঁড়ায় ওরা, ভেতরে এগিয়ে যাবে-কি-যাবে না এই ভেবে। কিন্তু ক্লোভার সবার আগে ঢুকে পড়ল। বাড়ি পর্যন্ত ওরা পা টিপে টিপে গেল। ওদের মধ্যে যারা ঢ্যাঙ্গা তারা খাবার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

রান্না ঘরের বড় টেবিলটা ঘিরে জনা-কয়েক চাষী আর শূকরদের মধ্যে অগ্রণী ছ'জন বসে রয়েছে। টেবিলের মাথাতে সবচেয়ে সম্মানজনক জায়গায় বসেছে নেপোলিয়ন নিজে। আশ্চর্য, শূয়ারগুলো ত বেশ সহজেই চেয়ার দখল করে বসে রয়েছে! ওরা সবাই তাসখেলাতে মশগুল। কেবল মাঝে একবার খেলাটা একটু বন্ধ রইল। খুব সম্ভব কারুর সম্মানার্থে ওরা একটু মদ খাবে! খুব বড় এক 'জগ' হাতে হাতে ঘুরছে এবং যে-যার 'মগে' মদ ঢেলে আবার পূর্ণ করে নিচ্ছে। জানালা

দিয়ে যে জানোয়ারেরা অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে—সেদিকে কারুর নজরই পড়ল না।

ফক্সউডের শ্রীপিল্‌কিংটন তাঁর 'মগ'টা হাতে করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বল্‌লেন যে, এখনি তিনি উপস্থিত সকলের কল্যাণ-কামনার্থে মদ্যপান করতে অনুরোধ করবেন, অবিশ্যি তার আগে কয়েকটি কথা বলা বিশেষ কর্তব্য মনে করছেন।

তিনি বললেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ যে একটা অবিশ্বাস এবং ভুল বোঝাবুঝি চলে আসছিল আজ তার অবসান ঘটল, এতে তিনি খুবই আনন্দিত এবং তাঁর বিশ্বাস যে এতে নিশ্চয় উপস্থিত সকলেই আনন্দিত। তিনি নিজে এবং যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোন-না-কোন সময়ে য়্যানিম্যাল ফার্মের সম্মানিত মালিকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছেন, শুধু তাই নয় বিরুদ্ধতাচরণও করেছে প্রতিবেশী মানুষেরা অকারণ আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে। তার ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, ভ্রান্ত ধারণার দরুন। একটি কৃষিভবন যে শূকরদের মালিকানাতে পরিচালিত হতে পারে এটা আশপাশের মানুষদের কাছে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো খোঁজখবর না নিয়ে ধরে নিয়েছিল যে এরকম খামারে যথেচ্ছাচার এবং অরাজকতা চলবে। এবং তারা আশঙ্কা করেছিল এই খামারের দৃষ্টান্ত অন্যান্য খামারের পশুদের মধ্যে অপপ্রভাব বিস্তার করবে, এমন কি সেইসব খামারের মানুষ কর্মচারীদের ওপরও এখানকার অনাচারের প্রতিক্রিয়া হবে,—সেই আশঙ্কায় তারা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেইসব আশঙ্কা সমূলে ঘুচে গেছে। আজ তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ য়্যানিম্যাল ফার্মের প্রতিটি ইঞ্চি পরিদর্শন

এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন ; ক'রে কি দেখেছেন ? কেবলমাত্র যে সবচেয়ে আধুনিক উপায়েই এখানকার কাজ চলে তা-ই নয়, এখানকার নিয়মানুবর্তিতা, সুব্যবস্থা, পৃথিবীর যে কোনও চাষীর কাছে অবশ্য অনুকরণীয়। তিনি মনে করেন, এবং কথাটাও ঠিক যে য়্যানিম্যাল ফার্মের ইতর জানোয়ারগুলো এই দেশের যে কোনও খামারের পশুদের চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে আর সে তুলনায় সবচেয়ে কম খেতে পায়। আজ তিনি এবং তাঁর সঙ্গী পরিদর্শকেরা এখানে যা-যা বৈশিষ্ট্য দেখে গেলেন তার অনেকগুলিই নিজেদের খামারে অবিলম্বেই চালু করতে ইচ্ছা করেন।

পরিশেষে আর একবার বর্তমান প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের উপর আস্থা জ্ঞাপন ক'রে, পিল্‌কিংটন এই কথা বললেন যে, ভবিষ্যতেও যেন য়্যানিম্যাল ফার্মের সঙ্গে প্রতিবেশী খামারগুলির এই সৌহার্দ্য বজায় থাকে। শূকর আর মানুষের মধ্যে কোনো স্বার্থজনিত সংঘর্ষ থাকা উচিত নয়, প্রয়োজনও নেই। তাদের দু-তরফের সংগ্রাম এবং অসুবিধে ত পৃথক নয়। শ্রমিক সমস্যা কি সবজায়গাতেই একরকম নয় ? মনে হচ্ছিল যেন এরপরই মিষ্টার পিল্‌কিংটন একটি সূক্ষ্ম, সযত্নরচিত রসিকতার অবতারণা করবেন কিন্তু আর কিছু বলবার আগে তিনি নিজেই কৌতুকের ঢেউ-এ ভেসে গেলেন। অনেকবার ঢোক গিলে, থুৎনী এবং গালের পরতে পরতে লালের আভায় রাঙা হয়ে গিয়ে, কোনোরকমে তিনি বললেন—'তোমাদের যেমন ইতর জানোয়ারদের সঙ্গে লড়তে হয় আমাদেরও তেমনি নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে—' এই খাশা রসিকতায় টেবিলের সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। এবং মিঃ পিল্‌কিংটন আর একদফা শূকরদের অভিনন্দন জানালেন—কম খাবার দেওয়া, বেশি খাটানোর

ব্যাপারে। য়্যানিম্যাল ফার্মে আদর দেওয়ার ভাব যে মোটেই নেই তা লক্ষ্য করেও তিনি খুশি হয়েছেন।

এবার তিনি সকলকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন 'আপন-আপন গেলাস বেশ ভর্তি আছে কি না পরখ করে নিন।'

তারপর সর্বশেষে সে বল্ল—'ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমরা এই য়্যানিম্যাল ফার্মের শুভ কামনায় পান করি।'

এরপর খুশি-হাসি হুল্লোড় আর মেঝেতে পা ঠোকাঠুকির পালা।

নেপোলিয়ন এত খুশি হয়েছিল যে, সে তার আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে মিঃ পিল্‌কিংটনের মগের সঙ্গে নিজের পাত্রটা ঠেকিয়ে নিয়ে তারপর সেটা নিঃশেষ করল। আনন্দের বেগটা একটু কমে যেতেই, নেপোলিয়ন জানালো যে তারও কয়েকটি কথা বলবার রয়েছে।

নেপোলিয়নের অন্যান্য বক্তৃতার মতই এটিও সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্য-বর্জিত। অবশেষে ভুল বোঝাবুঝির পালাটা চুকে যাওয়াতে সেও খুশি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা গুজব রটনার ফলে—এ গুজব যে চক্রান্তকারী শত্রুর দ্বারাই রটেছিল, সেরকম বিশ্বাসের কারণও তার যথেষ্ট রয়েছে—অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, নেপোলিয়ন এবং তার সহকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ধ্বংসাত্মকই নয়, বিপ্লবমুখীও বটে! তারা নাকি আশপাশের খামারের পশুদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছে এমন দুর্নামও রটেছে। এরচেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে! অতীতে এবং বর্তমানে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আশপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা এবং স্বাভাবিক লেন-দেন বজায় রাখা। এই খামারটি পরিচালনার গৌরব নেপোলিয়নের নিজের উপর অর্পিত হ'লেও আসলে এটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর

মালিক হচ্ছে শূকরেরা সবাই—স্বত্বের দলিলটি নেপোলিয়নের কাছেই রয়েছে।

সে বল্‌লে যে, তার বিশ্বাস এখন আর সেই পুরনো সন্দেহের জড় নিশ্চয়ই বেঁচে নেই—! তবে সম্প্রতি খামারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যে কতকগুলির বিশেষ অদলবদল হয়েছে, সেগুলির থেকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় প্রতিপন্ন হবে; এতাবৎকাল য়্যানিম্যাল ফার্মের পশুরা পরস্পরকে 'কম্‌রেড' বলে ডাকত, সেটা খুব বাজে রেওয়াজ। এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আরও একটা বিদ্‌ঘুটে নিয়ম এতদিন চলে এসেছে যার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতি রবিবারের সকালে কুচকাওয়াজ করে বাগানের মধ্যে একটি খুঁটিতে লটকানো বুনো-শুয়োরের মাথাকে সম্মান দেখানো হয়ে থাকে। এটাও বন্ধ করতে হবে, সে খুলিটা ত গোর দেওয়া হয়েই গিয়েছে। উপস্থিত দর্শকেরা নিশ্চয় পতাকাদণ্ডে উড়ন্ত সবুজ নিশানটি দেখেছেন! তা যদি দেখে থাকেন তাঁরা, তাহলে, এটাও লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে, আগেকার সেই শাদা রং-এ আঁকা ঘোড়ার খুর আর শিং-এর চিহ্নগুলো মুছে ফেলা হয়েছে। এখন থেকে নিশানখানাতে খালি সবুজ রং ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

সে বলল যে, মিঃ পিল্‌কিংটনের পড়শীসুলভ অতি মনোরম বক্তৃতার সম্পর্কে মাত্র একটি সমালোচনা সে করবে। মিঃ পিল্‌কিংটন তাঁর বক্তৃতার :মধ্যে আগাগোড়া 'য়্যানিম্যাল ফার্ম' ব'লেই উল্লেখ করে এসেছেন এই খামারকে। পিল্‌কিংটন অবশ্য জানতেন না, আর তিনি জানবেনই বা কি ক'রে, যেহেতু নেপোলিয়ন নিজেই এই সর্বপ্রথম ঘোষণা করছে যে, 'য়্যানিম্যাল ফার্ম' নাম আজ থেকে উঠে গেল।

এরপর থেকে এই ফার্মকে সবাই 'ম্যানর ফার্ম' বলেই জানবে। কারণ এটাই হচ্ছে আদি এবং ন্যায়সঙ্গত নাম।

'ভদ্রমণ্ডলী!' সে বল্‌ল—'এবারে আমিও আগের মতই আপনাদের শুভকামনার জন্য অনুরোধ করব, তবে অন্য কায়দায়! আপনারা গ্লাস বেশ ভর্তি ক'রে নিন। ভদ্রমণ্ডলী, এই আমার কামনা,—ম্যানর ফার্মের জয় হোক্!'

আগের মতই আনন্দের ধুম পড়ে গেল। মগগুলোও চটপট ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে থেকে এই ব্যাপার দেখে পশুগুলো একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ওদের মনে হচ্ছে যেন, কী একটা অদ্ভুত অভাবনীয় কাণ্ড দেখেছে। হঠাৎ কেন শূকরদের মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। কিসের দরুন এমনভাবে ওদের হাবভাব পাল্টে গেল? ক্লোভারের নিষ্প্রভ বুড়ো চোখজোড়া প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে গেল! ওদের যে থুৎনীতে কারুর চারটে, কারুর পাঁচটা, কারুর বা তিনটে ক'রে ভাঁজ পড়েছে! কিন্তু হঠাৎ কেন ওরা পাল্টে গেল?

আস্তে আস্তে হৈ-চৈ থামল, বৈঠকের সবাই নিজের নিজের তাস তুলে নিল এবং স্থগিত খেলাটা আবার শুরু করে দিল। পশুরাও সবাই চুপিসাড়ে ফিরে চল্‌ল।

ওরা তখনও বিশগজ গিয়েছে কিনা সন্দেহ, এমন সময়ে থমকে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতর থেকে খুব জোর গোলমালের আওয়াজ আসছে—খুব চেল্লা-চিল্লী লেগে গিয়েছে। ওরা আবার ছুটে ধাওয়া করল, এবং জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল যে—খুব জোর ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খুব গলাবাজি হচ্ছে, টেবিল চাপড়ানো চল্‌ছে, বাদ-প্রতিবাদ, সন্দিগ্ধ তীব্র কটাক্ষেরও বিরাম নেই! আসল

গোলমালের মূলটা সম্ভবত এই যে, মিস্টার পিল্‌কিংটন এবং নেপোলিয়ন দু'জনে একই দানে একটি ক'রে ইস্কাপনের টেক্কা খেলে বসেছে।

বারোটি কণ্ঠের সমবেত ক্রুদ্ধ চীৎকার—প্রত্যেকে একই ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে চলেছে। এখন আর এ প্রশ্ন নয় যে শূকরদের মুখগুলোর কোথায় কী হ'লো!

বাইরের পশুগুলো একবার শূকরের মুখের দিক থেকে মানুষের মুখের পানে তাকায়—আবার মানুষ থেকে শূকরের দিকে—পুনরায় শূকরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মানুষকে ছাখে—কিন্তু এখন আর ওদের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব যে কোন্‌টি কি!

শেষ